উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৫ আশ্বিন ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 23 September 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 127

সেনসেক্স :	নিফটি :
৭৪,৫২৯.০৮	২৩,৩২৯.০০
(-৩২৯.৯১)	(-৮৫.৩০)

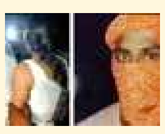

শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্তের পায়ে গুলি ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩০°	২৪°
জলপাইগুড়ি	৩১°	২৪°
কোচবিহার	৩০°	২৫°
আলিপুরদুয়ার	৩১°	২৪°

কোয়েলের ছেড়ে যাওয়া আসনে ভোট মহাষষ্ঠীতে ৫

অনিয়মিত বাঁশিওয়ালা

শহরজুড়ে আবর্জনার স্তূপ

সাগর বাগচী ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : বাঁশি শুনে আর কাজ নাই, সে যে...। শচীন দেব বর্মনের অমর এই গান শোনার পর বাঁশি শুনতে কতজনের যে নতুন করে ইচ্ছে হয়েছে তার ঠিকঠিকানা নেই। সংগীত জগতের বাইরে সাতসকালে অন্য এক বাঁশির আওয়াজ শুনে অভ্যস্ত শিলিগুড়ি। আগে নিয়মিত শোনা হত। আজকাল শোনা হলেও সে বাঁশি বাজে অনিয়মিত। কখনও একদিন, দু'দিন বা তারও বেশি ব্যবধানে। আর তার জেরে বাড়িতে বাড়িতে আবর্জনার বাড়বাড়ন্ত। রাস্তার ধারে রাখা ভ্যাটে উপচে পড়া আবর্জনায় 'ওয়াক' ওঠা অবধারিত। শিলিগুড়ির আজ 'বড়ই দুর্দিন'।

বাড়ির আবর্জনা যত্রতত্র ফেললে জরিমানা হবে। শিলিগুড়িতে এসে এমনই হুঁশিয়ারি দিয়ে গিয়েছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। কিন্তু সেই হুঁশিয়ারির পরেও শহরের বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তায় আবর্জনা ফেলা বন্ধ হয়নি। সুযোগ পেলেই অনেকে রাস্তার পাশে জঞ্জাল ফেলে চলে যাচ্ছেন। আবার বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, সময়মতো বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ করতে আসছেন না বাঁশিওয়ালারা। ফলে পুরনিগমের বসানো ভ্যাটও উপচে পড়ছে।

বিবেকানন্দ রোড, বর্ধমান রোড, ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিনগর, ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রকাশনগর এবং ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের হায়দরপাড়া বাজার এলাকায় আবর্জনার স্তূপ দেখা যাচ্ছে। বাঁশি বাজিয়ে পুরকর্মীরা ভ্যান না নিয়ে আসায় অনেক বাসিন্দাই আবর্জনা দিতে পারছেন না।

বর্ধমান রোড সংলগ্ন বিদ্যাসাগরপল্লির একটি ছোট আবাসনের বাসিন্দা তথা ব্যবসায়ী সন্দীপ আগরওয়ালের অভিযোগ, কখন বাঁশিওয়ালার গাড়ি আসবে, তার ঠিক নেই। মাঝেমধ্যে পুরকর্মীরা আবর্জনা সংগ্রহ করতেও আসেন না। রান্নাঘরে আবর্জনা জমিয়ে রাখলে দুর্গন্ধ ছড়ায়। তাই রাতে বিবেকানন্দ রোডের ভ্যাটে আবর্জনা ফেলে দিয়ে আসেন তিনি। ঝংকার মোড়ের বাসিন্দা তপতী সরকারও পুর পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ঝংকার মোড় মাছ বাজারে যাওয়ার সময় তিনি বললেন, 'বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে পুরকর্মীরা বিবেকানন্দ রোডের ওপর ফেলে রাখছেন। দু'তিনদিন একইভাবে পড়ে থাকছে সেই আবর্জনা।' তাঁর প্রশ্ন, 'এভাবে পড়ে থাকলে বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করার অর্থ কী?'

বর্ধমান রোডে ছড়িয়ে রয়েছে আবর্জনা। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

হায়দরপাড়া বাজারের কাছেও জমে থাকছে আবর্জনা। বাজারের রাস্তায় ঢুকতেই চোখে পড়ছে সেই স্তূপ। *এরপর দশের পাতায়*

পদক হাতে ফোটোসেশনে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্যরা। জাপানের নাগোয়ায়। -এএফপি

সোনার মেয়েরা...

শেফালি-স্মৃতির রেকর্ড, তাণ্ডব রিচার

এশিয়ান গেমসে নজির হরমনপ্রীতদের

ভারত-২১৬/৩
শ্রীলঙ্কা-৬৯

নিশিন, ২২ সেপ্টেম্বর : 'বারবার ভারত, হর বার ভারত।' এবারের এশিয়ান গেমসে সম্প্রচারকারী চ্যানেলের ক্যাচলাইন। মঙ্গলবার নিশিনের কোরোগি স্পোর্টস পার্কে যা সত্যি প্রমাণ করল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। ২০২৩ সালের হ্যাংঝৌ এশিয়াডে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সোনা জিতেছিল ভারতের মেয়েরা। এদিন চেনা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সমীকরণ মেলাতে ভুল করেনি হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড। এশিয়া কাপের পর ফের একবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১৪৭ রানের বিশাল জয়ে গতবারের সোনা ধরে রাখল উইমেন ইন ব্লু।

বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার পরই বোঝা গিয়েছিল, খেতাবি লড়াইয়ে ভারত ফেভারিট হিসেবেই নামবে। এদিন হলও তাই। টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামার পর শ্রীলঙ্কার বোলারদের উপর স্টিমরোলার চালালেন স্মৃতি মান্ধানা (৪৫ বলে ৭৯), শেফালি ভার্মারা (২৯ বলে ৪৮)। সেমিফাইনালে বিধ্বংসী শতরানে সব আলো কেড়ে নিয়েছিলেন শেফালি। এদিন মান্ধানার সঙ্গে ওপেনিংয়ে ৯৯ রান তুলে ভারতের বড় স্কোরের মঞ্চ গড়ে দেন তিনি। অর্ধশতরান মিস করলেও চলতি বছরে শেফালি টি২০ আন্তর্জাতিকে সর্বাধিক ৮৬৩ রান করে ফেলেন। টপকে যান দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভারডটকে (৮২৪)।

সেমিফাইনালে অর্ধশতরান থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন স্মৃতি। এদিন ভারতের এই তারকা ওপেনার সেই আক্ষেপ মিটিয়ে নেন। ফাইনালে ব্যাট হাতে শুধু সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়াই নয়, বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ১১ হাজার রানের মাইলস্টোনে পা রাখেন স্মৃতি। মান্ধানা-শেফালিদের রেকর্ডের ছড়াছড়িতে প্রথম দশ ওভারের পরই কার্যত কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। *এরপর দশের পাতায়*

শুভেন্দুর সভায় নেই নগেন্দ্র

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২২ সেপ্টেম্বর : শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক সভা এড়ালেন রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায়। জেলা প্রশাসনের তরফে তাঁকে আদৌ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কি না, তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। যদিও সূত্রের খবর, অন্য জনপ্রতিনিধিদের মতো তাঁকেও নাকি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এদিনের বৈঠকে তাঁর অনুপস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

কয়েকদিন আগেই নেতাজিকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায়। বাধ্য হয়ে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন। তার আগেই অবশ্য তৃণমূল সরকারের আমলে তাঁকে দেওয়া 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মান কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। নেতাজি ইস্যুতে সেই সময় কঠোর মনোভাব নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই কারণেই কি শুভেন্দুর বৈঠক এড়ালেন নগেন্দ্র? এই প্রশ্নই এখন রাজনৈতিক মহলে ঘুরপাক খাচ্ছে।

পৃথক কোচবিহার রাজ্যের দাবিতে গ্রেটারের লাগাতার আন্দোলন নিয়ে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'গণতান্ত্রিক দেশ, বলার অধিকার সবার রয়েছে। কোচবিহার থেকে তিনজন প্রতিনিধি আমরা দিয়েছি। এখান থেকেই স্পিকার ও দুজন মন্ত্রী রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলুন। আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে সচিবালয়, উত্তরকন্যায় স্বাগত। প্রয়োজনে আমি কোচবিহারে এসে কথা বলতেও রাজি। সব কথা বলে মিটিয়ে দেব। ওঁরা দু'হাত ভরে আমাদের ভোট দিয়েছেন। ওই ভোট পেয়েই আমি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছি।'

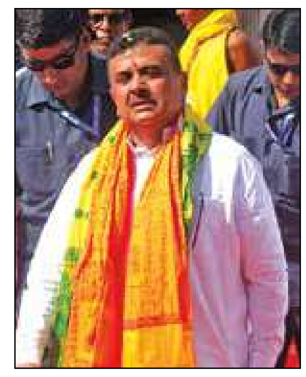

কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরে শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দু একথা বলার সময় নগেন্দ্রর নাম উল্লেখ করেননি। অথচ বিজেপির এই রাজ্যসভার সাংসদ গ্রেটারের আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ফলে শুভেন্দু যে নগেন্দ্রকে এড়িয়ে গিয়েছেন, *এরপর দশের পাতায়*

খাতা হাতে রিলসের নির্দেশ স্কুলকে

পড়ুয়াদের দিয়ে সরকারের গুণগান

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২২ সেপ্টেম্বর : পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের খাতা দেওয়া হয় বিনামূল্যে। এবার এই খাতা বিতরণ শুধু স্কুলের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এর প্রচার চাইছে রাজ্য সরকার। এর জন্য স্কুলগুলিকে রিলস কিংবা শর্ট ভিডিও তৈরি করে শিক্ষা দপ্তরকে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরুও করে দিয়েছে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ। ভিডিওয় পড়ুয়াদের মুখ দিয়ে সরকারের গুণগানও করানো হচ্ছে। যা নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। অন্যদিকে, এতে অন্যায় কিছু নেই বলেই মনে করছে শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকা শিক্ষক সংগঠনগুলি।

রাজ্য সরকার পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের নিখরচায় চারটি করে খাতা দেয়। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের জমানায় সেই খাতার মলাটের রং ছিল নীল। মলাটে বিশ্ব বাংলার লোগোর পাশাপাশি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি থাকত। এর আগে শেষবার জানুয়ারিতে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির খাতা দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় রাজ্যে তৃণমূল সরকার ছিল। উচ্চমাধ্যমিকের সেশন শুরু হয়েছে দেরিতে, জুন মাস থেকে। তাই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য সদ্য খাতা এসে পৌঁছেছে স্কুলে স্কুলে। সেগুলিই বিতরণ করা হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, খাতার মলাটের রং বদলে গেরুয়া করা হয়েছে। কয়েকজন পড়ুয়ার সঙ্গে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি। নতুন রঙের খাতা পেয়ে খুশি পড়ুয়ারাও। তবে এই খাতা যে পড়ুয়ারা পাচ্ছে, তার প্রমাণ হিসেবে এবার শর্ট ভিডিও কিংবা রিলস বানানোর নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা দপ্তর।

ডিআই-দের মাধ্যমে স্কুলগুলিতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, খাতা বিতরণের প্রমাণ রাখতে হবে। এর জন্য খাতা সহ পড়ুয়াদের নিয়ে রিলস বা শর্ট ভিডিও তৈরি করতে হবে। খাতা নিয়ে পড়ুয়ারা কী করবে, সরকারের এই উদ্যোগ কেমন লাগছে তা পড়ুয়াদের দিয়ে বলাতে হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ সেই ভিডিও জেলা শিক্ষা দপ্তরকে পাঠাবে। শিক্ষা দপ্তরের এমন নির্দেশের পরেই আলিপুরদুয়ার জেলার স্কুলগুলি পড়ুয়াদের ভিডিও, রিলস বানিয়ে ডিআই অফিসে পাঠাচ্ছে। এনিয়ে আলিপুরদুয়ার শহরের এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, 'শিক্ষা দপ্তর যা নির্দেশ দিয়েছে, আমরা তা পালন করছি। এর বাইরে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

এদিকে, পড়ুয়াদের দিয়ে এই রিলস বানানোকে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মৃন্ময় সরকার বলেন, 'আমরা তো বাম আমল থেকেই শিক্ষায় রাজনীতিকরণ দেখছি। এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন পড়ুয়াদের মোবাইল দেবেন না। আবার এই পড়ুয়াদের দিয়েই রিলস! এসব না করে বরং সরকারের উচিত, শিক্ষার পরিকাঠামো এবং পড়াশোনার মান উন্নয়নে কাজ করা।' এসএফআইয়ের জেলা সভাপতি সায়ন সাহার কথায়, 'স্কুলে স্কুলে শিক্ষক নেই, পড়ুয়াও নেই। ক্লাসরুমের অবস্থাও তথৈবচ। স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ না করে রিলস বানানো একটি হাস্যকর বিষয়।'

যদিও এর মধ্যে রাজনীতিকে আনা উচিত নয় বলে মনে করছেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের আলিপুরদুয়ার জেলার যুগ্ম সম্পাদক সুমন্ত সিংহ। তাঁর সংযোজন, 'এটা সরকারি সিদ্ধান্ত। এ নিয়ে কারও দ্বিমত থাকা উচিত নয়।'

রুগ্ন স্কুল বন্ধের পক্ষে সওয়াল সুকান্তর

গঙ্গারামপুর, ২২ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের পড়ুয়াশূন্য স্কুলগুলোর পরিকাঠামো পুনর্বণ্টনের পক্ষে সওয়াল করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার গঙ্গারামপুরে নতুন সাংসদ কার্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এ কথা জানান সুকান্ত।

আপাতত কোনও রুগ্ন সরকারি স্কুল পিপিপি মডেলে চালানোর পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন। যদিও দীর্ঘদিন পড়ুয়াশূন্য অবস্থায় পড়ে থাকা রাজ্যের ৯৩৩টি স্কুলের জমি ও পরিকাঠামো অন্যান্য সরকারি দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই সম্পত্তির যথাযথ ব্যবহারের রূপরেখা তৈরি করতে জেলা শাসকদের নেতৃত্বে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

সুকান্ত বলেন, 'এখন অধিকাংশ পরিবারেই এক বা দুটি সন্তান। ফলে অনেক স্কুলে পড়ুয়ার অভাব দেখা দিয়েছে এবং সেগুলি কার্যত বন্ধের মুখে। অন্যদিকে, এমন কিছু এলাকা রয়েছে যেখানে পর্যাপ্ত পড়ুয়া থাকা সত্ত্বেও স্কুলে পরিকাঠামোর অভাব দেখা যাচ্ছে।' তাঁর প্রশ্ন, 'পাঁচজন শিক্ষক, কিন্তু পড়ুয়া মাত্র চারজন, এমন স্কুলগুলো কি চালিয়ে যাওয়া উচিত?'

এদিন চৌপথি এলাকায় ধুমধাম করে নতুন কার্যালয়ের সূচনা করেন মন্ত্রী। দলের জেলা নেতৃত্বের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বিদ্যুৎকুমার রায় এবং জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী। নতুন কার্যালয় চালু হওয়ায় মহকুমাবাসীকে প্রশাসনিক কাজে আর বালুরঘাট ছুটতে হবে না। এলাকাতেই সমস্ত পরিষেবা পাবেন বলে আশ্বস্ত করেন সাংসদ সুকান্ত।

পাশাপাশি এদিন গঙ্গারামপুর ফুটবল ময়দানে ৫১ জন দুঃস্থ মহিলাকে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

এরপর আলয় শিশু আবাসে সময় কাটান সুকান্ত। মিষ্টি ও উপহার তুলে দেন তাদের হাতে। দিন শেষে দেবীকোট ভবনে গঙ্গারামপুর শহরের বিশিষ্টদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন তিনি।

সাংসদ কার্যালয় উদ্বোধনের পর স্বামীজির সঙ্গে সুকান্ত মজুমদার।

জলদাপাড়ায় কুনকিদের আখ খাওয়াচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মোর্চাকে রাজনৈতিক পার্টনার আখ্যা

বিমলের আমন্ত্রণে পাহাড়ে যাবেন শুভেন্দু

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২২ সেপ্টেম্বর : গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা তাঁদের রাজনৈতিক পার্টনার। সেই কারণেই বিমল গুরুংয়ের আমন্ত্রণে আগামী ৭ অক্টোবর মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দার্জিলিংয়ে যাবেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মাদারিহাটের হলং গেটে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এ কথা জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার মূর্তি নদীর ওপরে সেতুর উদ্বোধন করে ফেরার সময় চালসার টিয়াবন হেলিপ্যাডে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন মোর্চার দুই শীর্ষ নেতা বিমল গুরুং এবং রোশন গিরি। সেখানেই তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ৭ অক্টোবর দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের আমন্ত্রণপত্র তুলে দিয়েছেন। এদিন সন্ধ্যায় জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে কার সাফারি করে ফেরার পথে শুভেন্দু হলং গেটে সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানেই তিনি জানান, তাঁকে বিমল গুরুং মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবসে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। যেহেতু গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা তাঁদের রাজনৈতিক পার্টনার, সেই জন্য সেদিন দার্জিলিং যাবেন তিনি। তাঁর সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবও যাবেন।

পাহাড়ের উন্নয়নে যে তাঁর নজর আছে, সেকথা এদিন স্পষ্ট হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কথায়। তিনি বলেছেন, 'আগের সরকার পাহাড়ের উন্নয়নে মাত্র ৬ কোটি টাকা দিয়েছিল। আমি পাঁচ মাসে ৩১৩ কোটি টাকা দিয়েছি।'

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আমাদের অনুষ্ঠানে আসবেন বলে আগেই ঘোষণা করেছিলেন। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে ওই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র তুলে দিয়েছি। তিনি ৭ অক্টোবর আসবেন বলে কথা দিয়েছেন।' প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালের ৭ অক্টোবর দার্জিলিংয়ের সিংমারিতে বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে এবার দলের ২০ বছর পূর্তি পালন করছে মোর্চা। ৭ অক্টোবর সিংমারির একটি বেসরকারি স্কুলের মাঠে মোর্চার অনুষ্ঠান হবে। বিমল বেশ কিছুদিন আগে কলকাতায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

গত ৮ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী কালিম্পং জেলা প্রশাসনকে নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে ৭ অক্টোবর পাহাড়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের জোটসঙ্গী দলের (মোর্চা) প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান রয়েছে। আমি সেখানে যাব। সেই দিনই কালিম্পংয়েও যাব।' ফলে তিনি একই দিনে দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে, পাহাড়ের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে তিনি একদিন আগেই দার্জিলিংয়ে চলে আসতে পারেন বলে জানিয়েছিলেন শুভেন্দু। দার্জিলিংয়ের সব বড় জনসভা ম্যালের চৌরাস্তা অথবা চকবাজার মোটর স্ট্যান্ডে হয়। কিন্তু বিমলরা এই অনুষ্ঠানের জন্য সিংমারির বেসরকারি স্কুলের মাঠ নিয়েছেন। বিমলের যুক্তি, 'প্রচুর লোক হবে, ম্যালের ওইটুকু জায়গায় ধরবে না। তাই বড় মাঠ নেওয়া হয়েছে।'

- ৭ অক্টোবর সিংমারির একটি বেসরকারি স্কুলের মাঠে মোর্চার অনুষ্ঠান হবে
- সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন শুভেন্দু অধিকারী
- মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ওই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র তুলে দেন বিমল গুরুং

গলার ক্যানসার সারাল মণিপাল

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : গলার স্বর হঠাৎ বদলে যাওয়া গলার ক্যানসারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ হতে পারে। এই উপসর্গকে অবহেলা না করে সঠিক সময়ে চিকিৎসায় মারণরোগকে হার মানালেন ফালাকাটার ৫৫ বছরের টোটোচালক অনিল দাস (নাম পরিবর্তিত)। গলার স্বরে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখে তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ নেন এবং বায়োপসিতে তাঁর গলার ক্যানসার ধরা পড়ে।

উন্নত চিকিৎসার খোঁজে তাঁর ছেলে রাঙ্গাপানির মণিপাল হাসপাতালের হেড-নেক অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ মণীশ গোস্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রোগীর অবস্থা খতিয়ে দেখে তাঁকে রেডিয়েশন থেরাপির পরামর্শ দেওয়া হয়। এরপর রেডিয়েশন অঙ্কোলজির কনসালট্যান্ট ডাঃ সৌরভ গুহর তত্ত্বাবধানে 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের সাহায্যে তাঁর চিকিৎসা সম্পন্ন হয়। বর্তমানে অনিলবাবু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আবারও টোটো চালানো শুরু করেছেন। চিকিৎসকদের মতে, প্রথমদিকে ক্যানসার ধরা পড়লে এবং সঠিক চিকিৎসা হলে রোগীকে দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফেরানো সম্ভব।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Kaliyaganj Q.C Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate invites Tender Electronic Tender Notice No.- 06 of 2026-27 of Assistant Engineer, Kaliyaganj Q.C Sub-Division. Name of Work: Emergent Repairing of Potholes of Samaspur Baghan Road from 5.10 kmp to 7.40 kmp (in stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5074009_1. Estimated Amount: 412801.00 Name of Work: Emergent Repairing of Potholes of Hemtabad Bishnupur Road from 5.75 kmp to 6.50 kmp, 8.50 kmp to 9.50 kmn and 12.75 kmp to 13.25 kmp (in stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5074009_2. Estimated Amount: 428557.00 Bid Submission start date (online) 22.09.2026 from 02.00PM, Closing date of Bid Submission on 29.09.2026 up to 2.00 PM. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Kaliyaganj Q.C Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate. ICA-T18097(3)/2026

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tender are hereby invited vide Tender Reference NIT No. **DHUPGURI/BDO/NIT-003/2026-27** and **DHUPGURI/EO/NIT-001/2026-27** from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.

Block Development Officer
Dhupguri Development Block

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Raiganj Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate invites Tender Electronic Tender Notice No.- 16 of 2026-27 of Assistant Engineer, Raiganj Highway Sub-Division. 1.Name of Work: Emergent rain damaged repairing of potholes of Baraduary Bindol Road from 8.00 km to 13.00 km (In stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5073908_1. Estimated Amount: 494311.00 2.Name of Work: Emergent rain damaged repairing of potholes of Churaman Itahar Kushmandi Road from 16.55 km to 17.00 km (In stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5073908_2. Estimated Amount: 498419.00 3.Name of Work: Emergent rain damaged repairing of potholes of Bindol Bishnupur Road from 0.300 km to 0.480 km (In stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5073908_3. Estimated Amount: 472202.00 4.Name of Work: Emergent repairing of potholes of Bindol Bhatol Road from 0.00 km to 3.00 km (In stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5073908_4. Estimated Amount: 498423.00 5.Name of Work: Clearing and grubbing at both sides of road flanks including removal of vegetation etc and disposal of rubbish, cutting of kutcha drains from Ch. 0.00 km to 4.30 km and 7.20 km to 10.50 km of Churaman Itahar Kushmandi Road, from Ch. 0.00km to 13.00 km of Durgapur Kunorhat Road and from Ch. 0.00 km to 4.00 km of Churaman natun Bazar to Madhabpurghat Road under uttar Dinajpur Highway Division in the district of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5073908_5. Estimated Amount: 497877.00 Bid Submission start date (online) 22.09.2026 from 02.00 PM, Closing date of Bid Submission on 29.09.2026 up to 2.00 PM. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Raiganj Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate. ICA-T18086(3)/2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩২৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩২৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED NOTICE
Notice INVITING 'e' TENDER NO. WBIW/EE/TID/e-NIT- 03/2026-27
Tender Id:- 2026_IWD_5073772_1 to 2026_IWD_5073772_8

e-tender for 8 (eight) nos of work related to **Maintenance and repair of Office Building and Staff quarters, SDO quarter and Office Rooms, Rest Shed, Boundary within the premises of Teestapally,** Assam More and Teestapally, Maynaguri, Dist. Jalpaiguri from eligible and resourcefu contractors having sufficient, necessary credential and financial capability for execution of works of similar nature. Bid Submission Start Date is on 23rd September 2026 from 11:30 A.M. and Bid Submission End Date is on9th October 2026 upto 5:30 P.M. Amount put to tender within 3.72 lacs to 7.78 lacs. For further details regarding "Scope of work" & "Opening of tenders" Please visit https://wbtenders.gov.in (direct site). also in https://wbiwd.gov.in Sd/- Executive Engineer Teesta Irrigation Division Postal Address:- Assam More, Jalpaiguri, Pin-735102 Ph. 03561-255722 E-Mail ID-eetidvn@gmail.com ICA-T18059(3)/2026

ENGAGEMENT NOTICE

Eligible **Retired Government Employees** who held an equivalent or higher post at the time of superannuation and are within **60-64 years** of age **(as on 01/10/2026)** are invited to appear in the **Walk-in-Interview** for engagement on contractual basis under the **Tribal Development Department, Govt. of West Bengal** in the office of the Project **Officer-cum-District Welfare Officer, BCW & TD, Siliguri** for the following posts:

1. Assistant Engineer (Civil) - 01 Post
2. Sub-Assistant Engineer (Civil) - 01 Post

Date of Interview : 03/10/2026
Reporting Time : 12:00 P.M.

Venue : Office of the PO cum DWO, BCW & TD, Kadamtala, Shivmandir, Siliguri - 734011.

For detailed eligibility criteria, terms & conditions, remuneration and application format, visit **https://darjeeling.gov.in** or the office of the undersigned during working hours.

Sd/-
Project Officer-cum-District Welfare Officer
BCW & TD, Siliguri &
Member Secretary, Recruitment Committee

ই-টেন্ডার নং.: E-112-26-TADK-TSK, তারিখঃ 04.09.2026-এর বিপরীতে সংশোধনী - ০১

ই-টেন্ডার নং. **E-112-26-TADK-TSK**-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করা হয়েছে, বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

আইটেম

পিএল কোড	ফিল্ড-এর নাম	বিদ্যমান মূল্য	সংশোধিত মূল্য
NSTADK01	আইটেম বিবরণ	তিনসুকিয়া ডিভিশনে ২৪ মাসের জন্য টি এ ডি কে -এ র পরিবর্তে অ্যাটেনডেন্ট-এর নিযুক্তি।	তিনসুকিয়া ডিভিশনে ২৪ মাসের জন্য টি এ ডি কে -এ র পরিবর্তে অ্যাটেনডেন্ট -এর নিযুক্তি।
NSTADK01	পরিমাপের ইউনিট	সংখ্যা	ম্যান-মাস্থ

প্রেরক

ফিল্ড-এর নাম	বিদ্যমান মূল্য	সংশোধিত মূল্য
পরিমাণ	২১	৫০৪.০০

বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে https://ireps.gov.in দেখুন।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার /ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

শিলিগুড়ি নোটারী অ্যাফিডেভিট দ্বারা 22/09/26 তারিখে Mahesh Kr Agarwal ও Mahesh Kumar Agarwal একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/123900)

কিডনি চাই

O+ কিডনি চাই, কোনও স্বহৃদয় ব্যক্তি দিতে ইচ্ছুক থাকলে অতিসত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M - 9679967639. (C/123899)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

Tenders are invited from reputed firms for Construction of Patient Party Waiting Shed at Balihara PHC under Harirampur Block, Dakshin Dinajpur. N.I.e.T. No. –05 (Const.) of 2026-27 (1st Call). The last date & time of online bid submission: 28.09.2026 up-to 05:30PM visit www.wbtenders.gov.in Sd/-Secretary DH&FWS & CMOH, Dakshin Dinajpur. ICA-T18057(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED e-NIT
No.:- WBIW/EE/MLCD/NIT01(e)/2026-27

e-Tender for 44 (Forty four) Nos. work during the year 2026-27 invited by the undersigned. Details may be seen in the website iwd.wb.gov.in & Tenders .wb.gov.in and also from the office of the undersigned during office hours on any working day. Bid submission start date : 23.09.2026 and Bid submission end date : 30.09.2026 upto 10:00 Hours. Sd/- Executive Engineer, Mahananda Link Canal Division 2nd. Mile, Sevoke Road, Siliguri. ICA-T18060(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Highway Division, P.W. (Roads) Directorate published 1st corrigendum for extension of date for NIeT No.-02 of 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5022643_1 to 2. Bid Submission closing date (Online) : 24.09.2026 up to up to 17:00 Hrs. Opening of Technical Proposal : 26.09.2025 from 17:00 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.e.T and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Highway Division, Public Works(Roads) Directorate. ICA-T18076(1)/2026

কর্মখালি

Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদের:- পরিশ্রমী লোক চাই। S:- 30,000/-. পর্যন্ত :- 7602379600. (C/123567)

●

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য স্টাফ চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন 9,000/-। যোগাযোগ : মিউজিকা, ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/123567)

●

চা ফ্যাক্টরি ও রাইসমিলের জন্য গার্ড চাই। বেতন 14,500/-, ডাইরেক্ট জয়েনিং। M: 8653609553, 7602616901. (C/123567)

●

Leading Outdoor Advertising Company in North Bengal requires Marketing Executive & Accountant. Salary : Rs.50,000-Rs.70,000/- p.m. (as per experience). Requirements : Two-wheeler mandatory. Prior experience in an advertising agency preffered. P. S. Enterprise, M. N. Sarkar Road, Chanapatty, Mahananda Para, Siliguri-734001. Contact : 9749094591/ 8509676268. (C/123567)

সন্ধান চাই

আমি Sudipta Chakraborty Das, আমার স্বামী Pintu Das, গত 01/04/2024 তারিখে মালদা থেকে হারিয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়ার সময় তার পরনে ছিল কালো রঙের পায়জামা ফুলপ্যান্ট ও নীল-সাদা টি-শার্ট। যদি কেউ বা কারা তার খোঁজ পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন-7076862481.

ENGAGEMENT NOTICE

Eligible **Retired Government Employees** who held the post of **Inspector, B.C.W. & T.D. / Extension Officer / Head Clerk / Upper Division Clerk** or any equivalent post under the Government of West Bengal at the time of superannuation and are within the age group of 60-64 years **(as on 01/10/2026)** are invited to appear in the **Walk-in-Interview** for engagement on contractual basis to the post of **Additional Inspector, BCW & TD,** Government of West Bengal against the following vacancies:

1. Office of the S.D.O., Siliguri - 02 Post
2. Office of the B.D.O., Naxalbari, Phansidewa and Kharibari - 01 Post Each

Date of Interview : 03/10/2026
Reporting Time : 11:00 P.M.

Venue : Office of the PO cum DWO, BCW & TD, Kadamtala, Shivmandir, Siliguri - 734011.

For detailed eligibility criteria, terms & conditions, remuneration and application format, visit **http://darjeeling.gov.in** or the office of the undersigned during working hours.

Sd/-
Project Officer-cum-District Welfare Officer
BCW & TD, Siliguri &
Member Convenor, Recruitment Committee

আজ টিভিতে

নদের নিমাই সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৮.০০ হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী, ১০.৩০ বিধাতার লেখা, দুপুর ২.০০ মিস কল, বিকেল ৫.০০ মন যে করে উড়ু উড়ু, রাত ৯.১৫ সাত পাকে বাঁধা

কালার্স বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ সন্তান যখন শত্রু, দুপুর ২.৩০ তুলকালাম, বিকেল ৫.৩০ বিদ্রোহ, রাত ৯.৩০ নবাব

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ আমার শপথ, বেলা ১১.৩০ অঞ্জলি, দুপুর ২.০০ শত্রু মিত্র, বিকেল ৫.০০ মামা ভাগ্নে, রাত ৮.০০ বাবা কেন চাকর

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সম্প্রদান

কালার্স বাংলা : বিকেল ৩.০৫ প্রতিরোধ

জি অ্যাকশন : সকাল ১০.১২ শেষনাগ, দুপুর ১.১০ চায়না গেট, বিকেল ৪.৪৪ কার্তিকেয়-টু, সন্ধে ৭.২৯ হিরো-দ্য বুলেট, রাত ৯.৫৭ ঘোস্ট

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪৯ টু পয়েন্ট জিরো, বিকেল ৩.৪৮ গজনি, সন্ধে ৭.৩০ সিকন্দর, রাত ৯.৫৮ কুগল কুটাপ্পা

স্টার গোল্ড রোমান্স : সকাল ১০.৩০ তেরি বাতোঁ মে অ্যায়সা উলঝা জিয়া, দুপুর ১.১৫ কচ্চে ধাগে, বিকেল ৪.৪৫ গোলিয়োঁ কি রাসলীলা, সন্ধে ৭.৫৯ ওম শান্তি ওম, রাত ১১.৩০ মোহরা

মন যে করে উড়ু উড়ু
বিকেল ৫.০০ জলসা মুভিজ

ওয়াইল্ড বাই নেচার
বিকেল ৪.০১ অ্যানিমাল প্ল্যানেটে

গোলিয়োঁ কি রাসলীলা
বিকেল ৪.৪৫
স্টার গোল্ড রোমান্স

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ আশ্বিন, ১৪৩৩, ভাঃ ১ আশ্বিন, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৫ আহিন, সংবৎ ১২ ভাদ্রপদ সুদি, ১১ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।২৯, অঃ ৫।৩১। বুধবার, দ্বাদশী রাত্রি ৯।১৫। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ৮।৫১। সুকর্মাযোগ অপরাহ্ণ ৫।১৮। ববকরণ দিবা ৮।৩৮ গতে বালবকরণ রাত্রি ৯।১৫ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৮।৫১ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৯।৩৯ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ৯।১৫ গতে দোষ নাই। যোগিনী-নৈর্ঋতে, রাত্রি ৯।১৫ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৮।২৯ গতে ১০।০ মধ্যে ও ১১।৩০ গতে ১।০ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২৯ গতে ৩।৫৯ মধ্যে। যাত্রা-মধ্যম পূর্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।২৯ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১০।০ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, সন্ধ্যা ৫।৩৯ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, রাত্রি ৯।১৫ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-(অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অবূঢ়ান্ন) সাধভক্ষণ নামকরণ দেবতাগঠন শান্তিস্বস্ত্যয়ন কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৮।২৯ মধ্যে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বৃক্ষাদিরোপণ, দিবা ১০।০ গতে নববস্ত্রপরিধান জলাশয়ারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্বাহ্ণ ৯।৩০ মধ্যে পার্শ্বৈকাদশীর পারণ। শক্রোত্থান। গোস্বামীমতে দিবা ৮।৫১ মধ্যে শ্রবণাদ্বাদশীব্রতের উপবাস ও বিজয়া মহাদ্বাদশীব্রতের উপবাস। শ্রীশ্রীকানাইলাল গোস্বামীর শুভ জন্মোৎসব। অমৃতযোগ-দিবা ৬।২১ মধ্যে ও ৭।৮ গতে ৭।৫৪ মধ্যে ও ১০।১৪ গতে ১২।৩৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১ গতে ৬।৫১ মধ্যে ও ৮।৩০ গতে ৩।৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৬।২১ গতে ৭।৮ মধ্যে ও ১।১৯ গতে ৩।৩৯ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : প্রশাসনিক কাজে জড়িতদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। বৃষ : খুচরো ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি খুব ভালো কাটবে। নতুন বাড়ি গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। মিথুন : পরিবারে গুরুজনদের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে মানসিক অবসাদ বাড়বে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। কর্কট : পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। কর্মপ্রার্থীরা পছন্দসই চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। অতিরিক্ত বিনিয়োগে লাভের সম্ভাবনা। সিংহ : ঘরে বাইরে চলাফেরার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকুন। বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রে সকলের মন জয় করতে সক্ষম হবেন। কন্যা : সন্তানের পড়াশোনার সাফল্যে গর্বিত হবেন। অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে সঞ্চয়ে বাধা পড়বে। গোপন শত্রু থেকে সাবধান। তুলা : মানসিক অবসাদের কারণে কাজে ক্ষতি হতে পারে। জরুরি কোনও কাগজ হারিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বৃশ্চিক : রাজনৈতিক নেতাদের কাজের চাপ বাড়বে। খুব কাছের লোকের দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। ধনু : বিশ্বাস করে কাউকে কোনও গোপন কথা বলে পরিবারের কাছে অসম্মানিত হওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক কষ্ট দূর হবে। মকর : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাফল্যে বিশেষভাবে সম্মানিত হবেন। বাসস্থান সংক্রান্ত সমস্যা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। কুম্ভ : সংসারে সকলকে নিয়ে মানিয়ে চলার চেষ্টা করুন। পুরোনো কোনও অসুখ মাথাচাড়া দিতে পারে। মীন : সামাজিক কোনও কাজে অংশ নিয়ে খ্যাতি, প্রতিপত্তি বাড়বে। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে সুফল পাবেন।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

একদিনের ঝটিকা সফরে উত্তরের তিন জেলা ছুঁয়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি সফরে তাঁর কথায় যেমন পর্যটন প্রসারের প্রসঙ্গ ছিল, তেমনই ছিল উন্নয়নের বার্তাও। নারী নিরাপত্তা নিয়ে আপস করা হবে না, সেই হুঁশিয়ারিও শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রীর মুখে।

‘আঙুল তুললে ভেঙে দিন’

শিবশংকর সূত্রধর ও গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২২ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে নারী সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মহিলাদের নিরাপত্তা রক্ষায় রাজ্য সরকার যে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিয়ে চলবে তা স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি বলেন, ‘ছোট বাচ্চা, মহিলা, বোন, দিদিদের উপর যারা আঙুল তুলবে তাদের আঙুল ভাঙতে হবে। এজন্য পুলিশ যা করার দরকার তাই-ই করবে। স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে।’ মঙ্গলবার কোচবিহারের মাটি থেকে নারী নিরাপত্তা নিয়ে এমনই ঝাঁঝালো হুঁশিয়ারি দেন তিনি। এদিন রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত প্রশাসনিক পর্যালোচনার ম্যারাথন বৈঠকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পুলিশ-প্রশাসনকে একপ্রকার তুলোধোনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সাহেবগঞ্জে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় পুলিশের একাংশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, দায়িত্বে গাফিলতি থাকা পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ‘ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন’ নেওয়া হচ্ছে। নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে একচুলও জমি ছাড়া হবে না বলে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেন।

এদিন দুপুরে কোচবিহার বিমানবন্দরে নামার পরই মুখ্যমন্ত্রী সটান চলে যান ঐতিহ্যবাহী মদনমোহনবাড়িতে। সেখানে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি রাসমেলা মাঠের কোনায় মনীষী পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মাল্যদান করেন। রাস্তার দু’ধারে উপচে পড়া ভিড় সামলে মানুষের অভাব-অভিযোগের কথাও শোনেন তিনি। মদনমোহনবাড়ি চত্বরে দাঁড়িয়েই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কোচবিহারে আসব আর মদনমোহনকে পুজো দেব না, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মাকে মালা দেব না তা হয় না। এই মদনমোহনবাড়িকে কেন্দ্র করে অনেক কাজ হবে। জেলা শাসক দু’কোটি টাকার ডিপিআর জমা দিয়েছেন।

■ মহিলাদের নিরাপত্তা এবং সম্ভ্রমে আঘাত হানলে দুষ্কৃতীদের রেয়াত নয়, পুলিশকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

■ মদনমোহনবাড়িকে কেন্দ্র করে মেগা প্রকল্পের পরিকল্পনা

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজের পরিষেবা খোলনলচে বদলে ফেলার নির্দেশ

আমি বলেছি দু’কোটিতে হবে না। আরও বেশি টাকার কাজ করতে হবে। এক বছরের মধ্যে কোচবিহারবাসীর সব স্বপ্ন পূরণ করব।’

এরপর রবীন্দ্র ভবনে দুই মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক, মালতী রাভা রায়, সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া এবং জেলা শাসক জিতিন যাদব ও পুলিশ সুপার মণীশ যোশি সহ পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসেন তিনি। বৈঠকে বিধায়কদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা ছিল, ‘আপনাদের সঙ্গে তো আমার সবসময় দেখা হয়। তাই আজকে আপনারা বেশি বলবেন না। আধিকারিকদের সঙ্গে বেশি কথা বলব। তাঁদের কথা বেশি শুনব।’

জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি-কে অবিলম্বে ক্যাথ ল্যাব চালু এবং নিউরোলজিস্ট ও কার্ডিওলজিস্টের মতো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগের বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেন। সীমান্তবর্তী এলাকায় অবাধে চলা অবৈধ মাদক ও চোরাচালান নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

উত্তরবঙ্গের পর্যটন এবং বন্ধ হয়ে থাকা কোচবিহার বিমানবন্দর নিয়ে বড়সড়ো আশার আলো দেখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘উত্তরবঙ্গ, তরাই, ডুয়ার্সে দুই ধরনের পর্যটক আসবেন। প্রকৃতি দেখতে ও ধর্মীয় স্থান দেখতে। সেজন্য রেল, বিমানবন্দর, বাস পরিষেবা, হাইওয়ে সম্প্রসারণ, ভালো ভালো অতিথি নিবাস তৈরি করা হবে।’ বিমানবন্দর প্রসঙ্গে বড় ঘোষণা করে তিনি বলেন, ‘২৮ সেপ্টেম্বর বিমানবন্দর নিয়ে কেন্দ্রীয় স্তরে একটি চুক্তি হবে।’

সিতাইয়ে নতুন কলেজ তৈরি সহ কোচবিহারবাসীকে বড় উপহারের আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

হাসিমারা নিয়ে মউ আজ

হাসিমারা ও মূর্তি, ২২ সেপ্টেম্বর: হাসিমারা বিমানবন্দর থেকে যাত্রীবাহী বিমান চালানোর লক্ষ্যে বুধবার মউ স্বাক্ষর করবে কেন্দ্র ও রাজ্য। একদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে এসে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী খবরটি দেন। তিনি বলেন, ‘মউ সই করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে আসছেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী কিঞ্জারাপু রামমোহন নাইডু। আমিও থাকব। আলিপুরদুয়ার জেলার সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রীরা ভার্চুয়ালি এতে অংশ নেবেন।’ একদিনের এই ঝটিকা সফরে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা বাগান খোলার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। বন্ধ চা বাগান খোলার ব্যবস্থা করার জন্য আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ির দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে বৈঠক ডেকেছেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। তাতে মালিকপক্ষ, সব শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি চা বলয়ের বিধায়ক ও সাংসদদের থাকতে বলা হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলায় মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার সভা করেন হাসিমারার কাছে সুভাষিণী চা বাগানের ফুটবল মাঠে। ওই সভায় তাঁর কথায়, ‘বাগডোগরা বায়ুসেনার ঘাঁটি হলেও সেখান থেকে বহুদিন ধরে যেমন কমার্সিয়াল ফ্লাইট চলে, তেমন হাসিমারা ও কলাইকুন্ডা থেকেও প্যাসেঞ্জার ফ্লাইট চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সুবিধা হল, দুই জায়গাতেই বায়ুসেনার এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (এটিসি) রয়েছে। নিয়মিত ব্যবহৃত হয়, এমন রানওয়েও রয়েছে।’ শুভেন্দু বলেন, ‘শুধু প্রয়োজন টার্মিনাল, অ্যাপ্রন এলাকা, ট্যাক্সি ও পার্কিং বে ইত্যাদি পরিকাঠামো। এই দুই বিমানবন্দরের জন্য রাজ্য ৩৫ একর করে জমি তুলে দেবে কেন্দ্রের হাতে।’

সুভাষিণী বাগানে ও জলপাইগুড়ি জেলায় মূর্তি নদীর ধারে দুই সভাতেই মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সিংহভাগজুড়ে ছিল চা শ্রমিকদের কথা। তিনি বলেন, ‘সব বন্ধ বাগান খোলা হবে। এবার পুজোয় চা শ্রমিকরা ২০ শতাংশ হারে বোনাস পাবেন।’

মূর্তি নদীতে নবনির্মিত সেতুর উদ্বোধন করেন তিনি। সেই সভায় ও ক্ষুদ্র বাগানগুলির মালিকদের ১২টি সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বুধবার শিলিগুড়িতে বৈঠক করবেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সচিব আর বিমলা। ওই টাকা দিয়ে চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য আধুনিক সুযোগসুবিধা ও শৌচালয় সহ বিশ্রামাগার তৈরির পরিকল্পনা আছে।

গত বছর বিধ্বংসী প্লাবনে নাগরাকাটার ক্ষতিগ্রস্ত কালিখোলা সেতুটি নতুন করে তৈরির অনুমোদনও মুখ্যমন্ত্রী মূর্তির অনুষ্ঠানস্থলে দাঁড়িয়ে দেন। জলদাপাড়ার হলংয়ে

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ। মঙ্গলবার।

দাবি করেন, ২০২০-’২১ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় বাজেটে অসম ও উত্তরবঙ্গের চা শিল্পে নারী ও শিশুকল্যাণে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৩৩০ কোটি টাকা ছিল উত্তরবঙ্গের চা বাগানের জন্য। তাঁর অভিযোগ, প্রতিবেশী রাজ্যে ওই টাকায় কাজ হলেও এখানে আগের সরকার কিছুই করেনি।

গত বৃহস্পতিবার সেই ৩৩০ কোটি টাকার মঞ্জুরি দিয়েছে কেন্দ্র। ওই প্রকল্পের আওতায় চা শ্রমিকদের আশ্রয় যোজনা বাস্তবায়নে বড় পিলখানায় গিয়ে এক ঘণ্টার উপরে সময় কাটান। হাতিপুজো করেন। দুটি হস্তীশাবকের নামকরণ করেন- চৈতন্য ও সুলক্ষণা। পরে শুভেন্দু বলেন, ‘মার্চ মাসের মধ্যে হলং বাংলো চালু হবে।’ জয়ন্তীতে স্থানীয় বাসিন্দাদের স্থানান্তরে বাধা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘জয়ন্তীর বিষয়টি আমি জানি। আমরা সেখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেই সব কাজ করব।’

তথ্য সহায়তা : ভাস্কর শর্মা, সমীর দাস, শুভজিৎ দত্ত ও পূর্ণেন্দু সরকার

রেলকর্মী পরিচয়ে প্রতারণায় ধৃত

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : কাজের সূত্রে শহরে এসে নিজেকে রেলকর্মী পরিচয় দিয়ে এক তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন তমালকৃষ্ণ মাঝি। ধীরে ধীরে দুজনের সম্পর্ক গভীর হয়। তরুণীর পরিবারও বিষয়টি জানার পর বিয়েতে সম্মতি দেয়। সেইমতো শুরু হয় প্রস্তুতি। তবে শেষমুহূর্তে তরুণের আসল পরিচয় জানতে পেরে বিপাকে পড়েন তরুণী।

খোঁজ নিয়ে তরুণী জানতে পারেন, তমাল রেলের কোনও কর্মচারী নন। এরপর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস সহ প্রতারণার অভিযোগে আশিঘর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

সোমবার অভিযোগের পর রাতেই তমালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, তমালের আসল বাড়ি মহিষাদলে। কাজের সূত্রে গত কয়েক বছর ধরে তিনি শিলিগুড়িতে থাকেন। সমাজমাধ্যমে ওই তরুণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। অভিযোগ, পরিচয়ের শুরু থেকেই নিজেকে রেলকর্মী হিসেবে পরিচয় দিতেন তমাল। পরে দেখাসাক্ষাৎ শুরু হয়।

তরুণীর অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার তাঁর সঙ্গে সহবাস করেন তমাল। পরিবার বিয়েতে রাজি হওয়ার পর প্রস্তুতিও শুরু করে। পরে তমাল রেলকর্মী নন বলে জানতে পেরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তরুণী। অভিযোগ, এরপর থেকেই তমাল তাঁর থেকে দূরত্ব তৈরি করতে শুরু করেন। তখনই পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তরুণী।

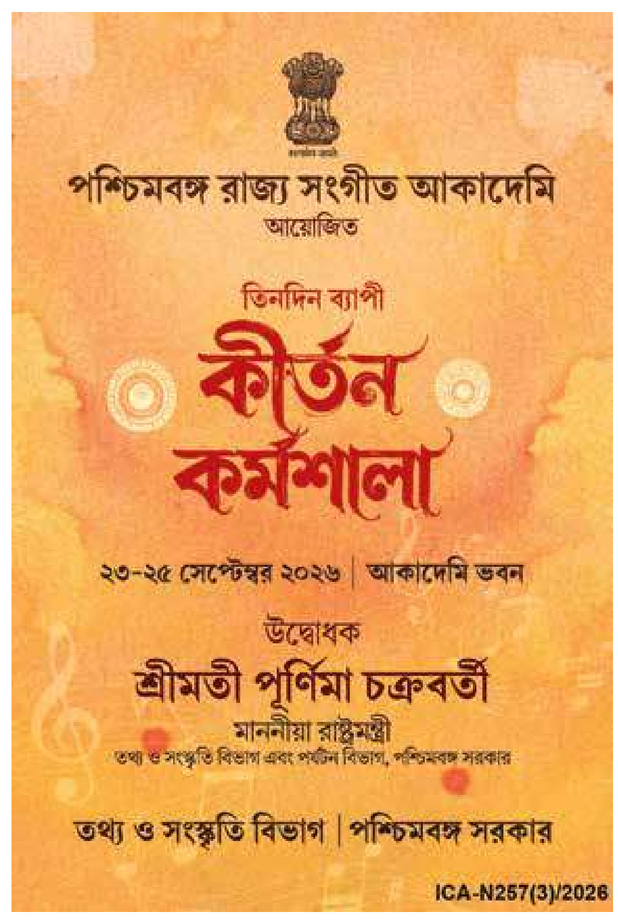

বোম্বে গ্রুপের রক্ত যাবে কলকাতায়

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক রোগীকে সুস্থ করে তুলতে উত্তরবঙ্গ থেকে বোম্বে গ্রুপের রক্ত যাচ্ছে। ওই রোগীর জন্য বুধবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আঞ্চলিক ব্লাড ব্যাংকে দুজন রক্ত দেবেন। নর্থবেঙ্গল নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ অর্গানাইজেশনের পক্ষে পম্পা সূত্রধর জানিয়েছেন, বোম্বে অত্যন্ত দুর্লভ গ্রুপের রক্ত। এতদিন উত্তরবঙ্গের রোগীদের প্রয়োজনে মুম্বই থেকে বোম্বে গ্রুপের রক্ত নিয়ে আসা হয়েছে। এবার কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীকে সুস্থ করতে এখানকার দুজন রক্ত দিচ্ছেন। এর মধ্যে একজন অসমে চাকরি করেন। সেখান থেকে বুধবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে এসে রক্ত দেবেন। অপরজন বিধাননগরের বাসিন্দা। মেডিকেল সূত্রের খবর, বুধবার রক্ত নিয়ে সমস্ত পরীক্ষার কাজ হবে। তারপর সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে বৃহস্পতিবার বিমানে রক্ত কলকাতায় পাঠানো হবে।

ক্যানালে ঝাঁপ

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : পারিবারিক বিবাদের জেরে ফুলবাড়ির মার্ডার মোড়ের কাছে তিস্তা ক্যানালে এক মহিলা ঝাঁপ দেন। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ক্যানালের স্রোতে ভেসে যেতে থাকেন মহিলা। বিষয়টি এক সিটি অটোচালক দেখতে পান। তিনি চিৎকার করলে এক ব্যক্তি জলে সাঁতরে গিয়ে মহিলাকে উদ্ধার করে পাড়ে তোলেন। পরে মহিলা হেঁটে বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয়রা তাঁকে আটকান। একটি দোকানে বসিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহিলার আসল বাড়ি বিহারে। তবে মার্ডার মোড়ে স্বামীর সঙ্গে ঘরভাড়া নিয়ে থাকেন তিনি। স্বামী একটি সংস্থায় কাজ করেন। স্বামীর সঙ্গে বিবাদের জেরেই মহিলা ক্যানালে ঝাঁপ দেন। পুলিশ তাঁর বাড়িতে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে কথা বলেছে। মহিলা বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন।

গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : সোনার দোকানের ক্যাশবাক্স ভেঙে আট লক্ষ টাকা চুরির ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত তরুণের নাম শিব চৌধুরী। তিনি পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মহারাজ কলোনির বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ১৬ তারিখ খালপাড়ার অগ্রসেন রোডের একটি সোনার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। এরপর গোপন সূত্রে ও সিসিটিভি ফুটেজের সাহায্যে তদন্ত চালিয়ে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে পুলিশ। সোমবার রাতে মহারাজ কলোনিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে পাঁচদিনের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

অগ্নিকাণ্ড

শিলিগুড়ি ও চোপড়া, ২২ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার সকালে দার্জিলিংয়ের বাতাসিয়া লুপ পুলিশ বুথে অগ্নিকাণ্ড ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। সকাল পৌনে ১০টা নাগাদ বুথ থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন স্থানীয়রা। সেই সময় বুথে পুলিশকর্মীরা ছিলেন। ধোঁয়া দেখে তাঁরা দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসেন। এদিকে বাতাসিয়া লুপে ঘুরতে আসা পর্যটকরা ধোঁয়া দেখে আতঙ্কে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন। স্থানীয়রা দার্জিলিং অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্রে খবর দেন। দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছানোর আগেই বুথে থাকা ম্যানপ্যাক, ওয়াকি-টকি, কম্পিউটার মনিটর ও সিপিইউ পুড়ে যায়। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লাগে। এদিন সকালে ঘিরনিগাঁওয়ের কোটগছ বাজারে অগ্নিকাণ্ডে তিনটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাজার এলাকায় একটি মিষ্টির দোকান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

নয়া অফিস

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়িতেও জেলা শাসকের অফিস করার ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে তিনি রাজ্যের কাছে প্রস্তাব রেখেছেন। শংকর বলেন, ‘এখানে জেলা শাসকের একটি অফিস করার ব্যাপারে আলোচনা চালাচ্ছি। চাইছি, মানুষের পরিষেবা আরও যাতে সহজ হয়।’ অন্যদিকে, প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মহকুমা শাসকের অফিস স্থানান্তরের ব্যাপারেও তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

ট্রাক বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বালিবোঝাই একটি ট্রাক বাজেয়াপ্ত করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ওই ট্রাকের চালক পালিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন মিরিক রোড ধরে ট্রাকটি আসছিল। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পুলিশ আগে থেকেই সেখানে ছিল। ট্রাকটিকে দাঁড় করাতেই চালক পালিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

আলোয় আলোয়

আলোর মালায় রাতের নবনির্মিত মূর্তি সেতু। এই ছবি এখন সমাজমাধ্যমে ভাইরাল।

পুজোয় স্টল নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি এখনও

আঁধারে মমতাপন্থীদের শিলিগুড়ি নেতৃত্ব

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহে এবার পুজোয় শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে তৃণমূল কংগ্রেসের ‘পুজোর স্টল’ কার্যত ম্লান হওয়ার সম্ভাবনা। আদৌ এবার পুজোর স্টল হবে কি না, স্টল হলে সেখানে দলীয় মুখপত্রের পুজো সংখ্যা থাকবে কি না, তা নিয়ে কার্যত অন্ধকারে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের শিলিগুড়ির নেতৃত্ব। ‘হয়তো এবার কিছু হবে না’, বলছেন এক নেতা। তবে, পুরভোটের আগে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং নির্বাচনি কাজ শুরুর লক্ষ্যে মূল সংগঠন সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনের জেলা কমিটি তৈরির নির্দেশ এসেছে। দলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি কুন্তল রায়ের বক্তব্য, ‘পুজোয় অন্য বছরের মতো দলের স্টল হবেই। তবে সেখানে দলীয় মুখপত্রের পুজো সংখ্যা আসবে কি না জানা নেই। তবে জেলা কমিটি তৈরির জন্য বলা হয়েছে। আমরা সেই প্রক্রিয়া শুরু করছি।’ তবে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জেলা কমিটি গঠনের কাজ যে এবার খুব সহজ নয়, তা অস্বীকার করছেন না কুন্তল।

রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রতি বছর পুজোর সময় হিলকার্ট রোডে বড় আকারে স্টল তৈরি করে তৃণমূল। সেখানে দলীয় মুখপত্রের শারদ সংখ্যা বিক্রির পাশাপাশি পুজো দেখতে আসা দর্শনার্থীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকে। এককথায় এই স্টল থেকে তৃণমূল মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ রক্ষার কাজ করত। দলের নেতা-নেত্রীরা পালা করে পুজোর ক’দিন এই স্টলে বসেন। দিনভর গল্প, খাওয়া-দাওয়া সহ কার্যত একটা উৎসবের মেজাজ থাকত তৃণমূলের স্টলে। এবার

> **পুজোয় অন্য বছরের মতো দলের স্টল হবেই। তবে সেখানে দলীয় মুখপত্রের পুজো সংখ্যা আসবে কি না জানা নেই। জেলা কমিটি তৈরির জন্য বলা হয়েছে।**
>
> **কুন্তল রায়** জেলা সভাপতি, মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস

রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। তৃণমূলকে সরিয়ে রাজ্যের ক্ষমতায় বিজেপি। এরই মধ্যে তৃণমূলও দ্বিখণ্ডিত। দলের শিলিগুড়ির প্রথম সারির নেতা রঞ্জন সরকার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরে নাম লিখিয়েছেন। যদিও তারপর থেকে রঞ্জনের মুখ দেখেনি শিলিগুড়ি। অনেক নেতা-নেত্রী দল থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন। এককথায় শিলিগুড়িতে কে বা কারা তৃণমূলে আছেন, আর কারা নেই, সেটাই এখন স্পষ্ট নয়। এমন পরিস্থিতির জন্যই দুর্গাপুজোর স্টল নিয়ে দলের নেতা-নেত্রীদের মধ্যে কোনও উচ্ছ্বাস নেই। কুন্তল অবশ্য বলেছেন, ‘আমরা সহায়তা স্টল এবারও করব।’ রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, ক্ষমতার অলিন্দ থেকে বিচ্যুতি এবং দলে বিভাজন তৃণমূলের সংগঠনকে তছনছ করে দিয়েছে। সেই কারণেই পুজোর মতো বড় জনসম্পর্ক তৈরির মঞ্চ থেকেও এবার নিজেদের কার্যত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে নেতৃত্ব।

অন্যদিকে, জেলা চেয়ারম্যান এবং সভাপতি বদলের তিন মাস পরে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের জন্য কালীঘাট থেকে নির্দেশ এসেছে। দলীয় সূত্রের খবর, দলের পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি তৈরির পাশাপাশি মহিলা, যুব, ছাত্র এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রস্তাবিত জেলা কমিটি তৈরি করতে বলা হয়েছে। সময়মতো সেই তালিকা রাজ্য থেকে চেয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু অনেকে দল ছেড়ে যাওয়ায় বা শিবির বদলানোয় কমিটিগুলি তৈরি করতে গিয়ে দলীয় নেতৃত্বকে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে এবং তুলনায় কমিটি ছোট করতে হবে বলেও চর্চা চলছে। কুন্তল অবশ্য বলেছেন, ‘দলের নির্দেশ মতোই সমস্ত কমিটি তৈরি করা হবে।’

সাফাই ও রক্তদান

ইসলামপুর ও খড়িবাড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার ‘সেবা সংকল্প যাত্রা’-র অংশ হিসেবে ইসলামপুর এবং খড়িবাড়িতে একাধিক কর্মসূচি পালিত হল প্রশাসনিক উদ্যোগে। এদিন ইসলামপুর পুর এলাকায় বিভিন্ন পুকুর-জলাশয় পরিষ্কার করা হয়। ১৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিক জয়ন্ত রায়। পুর কর্মীদের পাশাপাশি নির্মল সাথী এবং নির্মল বন্ধুরাও সাফাই অভিযানে হাত লাগান। জলাশয় থেকে আবর্জনা তুলে নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হয়।

এই ধরনের সাফাই অভিযান ভবিষ্যতেও চলবে বলে জানিয়েছে পুর প্রশাসন। এদিকে এদিন খড়িবাড়ি ব্লকের বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। খড়িবাড়ি বিডিও অফিস এবং ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ, বিএমওএইচ ডাঃ শফিউল আলম মল্লিক সহ অন্যরা।

হদিস চোরাই সাইকেলের

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : ডাকাতির তদন্তে নেমে সাতটি চোরাই সাইকেলের হদিস পেল খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯ সেপ্টেম্বর রাতে খালপাড়া এলাকায় ডাকাতির পরিকল্পনা করার সময় চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তবে সেই সময়ে পালিয়ে যায় কয়েকজন। সেই পলাতক দুষ্কৃতীদের ধরতে সোমবার রাতে শিলিগুড়ির কয়লা ডিপো এলাকায় পৌঁছায় পুলিশ। সেখানকার একটি বাড়ি থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই সময়ে ধৃতদের কাছ থেকে সাতটি চোরাই সাইকেল উদ্ধার হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত বিশ্বজিৎ রায় ও মহাবীর রায় ডাকাতির পরিকল্পনা করার পাশাপাশি শহরে সাইকেল চুরির সঙ্গেও যুক্ত। বিশ্বজিৎ মার্ডারি মোড় এলাকার এবং মহাবীর ভোরের আলো সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। তবে তাঁরা কয়লা ডিপো এলাকায় একটি বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতেন বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার অভিযুক্তদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

জেল হেপাজতে খুনে অভিযুক্ত

খড়িবাড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : ১৪ বছরের মেয়েকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে ধৃত বাবাকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিল আদালত। অভিযোগ, রবিবার বিকেলে খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাটাগছ এলাকায় ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া সোনালিকে বেধড়ক মারধর করেন মদ্যপ বাবা সায়ন কুজুর। সোনালিকে গুরুতর অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সোমবার সকালে তার মৃত্যু হয়। সোমবার দুপুরে মা প্রমীলা কুজুরের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে খড়িবাড়ি পুলিশ। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

বৃষ্টিস্নাত মধুমালতী।। *মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন শিলিগুড়ির উদয়ন মজুমদার।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অনিশ্চয়তা

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ ফুলমেলা এ বছর কোথায় হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েছে হর্টিকালচার সোসাইটি। এতদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলার মাঠে এই মেলা বসত। এবার সেখানে পার্কিং চালু করা হয়েছে। সেখানে মেলা বসানো হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে প্রশাসন। আয়োজকরা বাঘা যতীন পার্কে মেলা করার অনুমতি চেয়েছিলেন। পর্যটনমন্ত্রী বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। এদিকে, মঙ্গলবার শহরে স্থায়ী ফুলবাজারের দাবিতে পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষকে স্মারকলিপি দিয়েছে হর্টিকালচার সোসাইটি।

কাঠ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : পেট্রলিংয়ের সময় একটি সন্দেহভাজন গাড়ি আটক করে লক্ষাধিক টাকার কাঠ উদ্ধার করলেন বন দপ্তরের ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মীরা। সোমবার সকাল ৭টার দিকে একটি গাড়ি দেখে সন্দেহ হয় বনকর্মীদের। গাড়িটি আটক করে তল্লাশি চালাতেই বার্মা টিক উদ্ধার হয়। যার বাজারমূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। যদিও চালককে ধরা সম্ভব হয়নি।

ঘুম উৎসব

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : নভেম্বরে আয়োজিত হতে চলেছে ঘুম উইন্টার ফেস্টিভাল। প্রতিবছর দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) তরফে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। ফেস্টিভাল উপলক্ষ্যে রেলকর্মী, আয়রন শেরপা-সহ মোট ১৪টি বিভাগে সেরাদের পুরস্কৃত করা হবে বলে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে।

পুজোর আগে আশ্বাস মন্ত্রীর

দাম কমবে পেঁয়াজ, চিনির

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : এবার হয়তো দুর্গাপুজোর মুখে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম নিয়ে সাধারণ মানুষের চিন্তার অবসান ঘটতে চলেছে। মঙ্গলবার তেমনটাই আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। এদিন শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারের অফিসে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং ব্যবসায়ীদের একাংশের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। পরে তিনি স্পষ্ট জানান, এ মাসের মধ্যেই বাজারগুলোতে পেঁয়াজের দাম প্রতি কেজি ৩৫ টাকা এবং চিনির দাম ৫০ টাকার নীচে নামিয়ে আনা হবে। মন্ত্রীর বক্তব্য, 'চিনি ভিনরাজ্য থেকে আনতে হয়। হাতবদলের ফলে দাম কিছুটা বাড়ে। পুজোর সময় মানুষের কাছে ইচ্ছেমতো দাম নেওয়া যাবে না। সরকার চাইছে, মানুষের ওপর যেন চাপ না পড়ে। কলকাতায় ৫০ টাকা দরে চিনি বিক্রি হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে পুজোর মধ্যে ৫০ টাকা বা তার নীচে চলে আসবে।' এদিকে, নিয়ন্ত্রিত বাজারে অতীতে হওয়া অনিয়ম ও বেআইনিভাবে স্টল বিলি নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দেন মন্ত্রী।

পেঁয়াজ ও চিনির দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। শিলিগুড়ির খুচরা বাজারে পেঁয়াজ ৬০ টাকা এবং চিনি ৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এই বিষয়ে মন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যে কলকাতায় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের চুক্তির ফলে বাজারে প্রায় ৫০ টাকা দরে চিনি পৌঁছাতে শুরু করেছে। উত্তরবঙ্গেও দ্রুত সেই দাম কার্যকর হবে।

অন্যদিকে, রাজ্যজুড়ে বন্ধ হয়ে থাকা সুফল বাংলা প্রকল্পকে নতুন করে চালুর কথা ঘোষণা করেন মন্ত্রী। তিনি জানান, আগে এই ব্যবস্থার মধ্যে পদ্ধতিগত বেশ কিছু ভুলত্রুটি ছিল এবং সঠিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়নি। সেই সমস্যা কাটিয়ে এবার স্বচ্ছ নিলাম ব্যবস্থার মাধ্যমে নতুন করে এই প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই— কেবলমাত্র কলকাতা বা শিলিগুড়ির মতো বড় শহর নয়, রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও ছোট শহরেও যেন সুফল বাংলার স্টল পৌঁছায়। এর ফলে চাষিরা সরাসরি নিজেদের ফসলের যোগ্য ও ন্যায্যমূল্য পাবেন এবং সাধারণ মানুষও বাজারদরের চেয়ে অনেক কম দামে টাটকা শাকসবজি কেনার সুযোগ পাবেন।

নিয়ন্ত্রিত বাজারের অফিসে দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

এদিকে ৫০ একরে গড়ে ওঠা শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারকে আধুনিক করতে সামগ্রিক পরিকল্পনার কথা জানান মন্ত্রী। নিয়ন্ত্রিত বাজারের বেহাল দশা ও অবকাঠামোগত সমস্যা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করেন তিনি। মন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকারের আওতাধীন ৫০টি বাজারের উন্নয়নের তালিকায় এটিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাজারের বর্জ্য সমস্যা সমাধানে জমে থাকা ময়লা থেকে সার তৈরির জন্য একটি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। পর্যাপ্ত আলোর জন্য সোলার প্যানেল বসানোর আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। নিত্যদিনের যানজট সামলাতে পেছনের দিকের বন্ধ থাকা রাস্তা এবং গেটটি ফের খুলে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন দিলীপ।

ট্রাকচালকদের সুবিধার জন্য একটি গেস্টহাউস তৈরির আশ্বাস দিয়েছেন দিলীপ। মন্ত্রী জানিয়েছেন, সেই ভবনেই আরও অনেক পরিষেবা পাওয়া যাবে। পাহাড়ি ফল ও আনাজের জন্য পৃথক সুসংহত ব্যবস্থার পাশাপাশি পেঁয়াজ সহ অন্য সামগ্রী সংরক্ষণে ১০টি কোল্ড স্টোরেজ ও একটি মাল্টিপারপাস কোল্ড স্টোরেজ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দিলীপ জানান, নিয়ন্ত্রিত বাজার নিয়ে বহু অভিযোগ জমা পড়েছে এবং পুরো ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করছে পুলিশ। বিগত সরকারের আমলের নেতা বা মন্ত্রীরা যাঁরাই অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকুন না কেন, কাউকেই রেয়াত করা হবে না। একই সঙ্গে শালবাড়ির মতো যেসব কৃষক বাজার অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, সেগুলোকে সচল করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। বিপণন দপ্তরের নিজস্ব তহবিলের মাধ্যমেই এই সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী।

প্রশিক্ষণকেন্দ্র, ল্যাবের সূচনা দিলীপের

ফাঁসিদেওয়া ও বাগডোগরা, ২২ সেপ্টেম্বর : নকশালবাড়ির সাতভাইয়ায় আধুনিক কৃষি ও পশুপালন পরিকাঠামোর উদ্বোধনের পর ফাঁসিদেওয়ার লিউসিপাকড়িতে স্থানীয় সমস্যা সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার তিনি লিউসিপাকড়ি বাজার পরিদর্শনের পাশাপাশি, পথসভায় বক্তব্য রাখেন। সেখানে ছিলেন পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী শান্তনু প্রামাণিক, অর্থ ও পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, বিধায়ক দুর্গা মুর্মু সহ অন্যরা। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের সমালোচনাকে কটাক্ষ করে নকশালবাড়িতে দিলীপ বলেছেন, 'জয়রাম রমেশ কখনও বাজারে গিয়ে আলু বা চিনির দর যাচাই করেননি। তাই ওঁর কথার কোনও গুরুত্ব নেই।'

লিউসিপাকড়িতে স্থানীয় বাজারের প্রধান রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে মন্ত্রীকে ব্যবসায়ীদের ক্ষোভের কথা জানানো হয়। এদিন নবনির্মিত মার্কেট কমপ্লেক্সটি ঘুরে দেখেন তিনি। জালাসের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি বিশ্বনাথ রায় মন্ত্রীর হাতে লিখিত দাবি তুলে দিয়ে জানান, তিস্তা সেচপ্রকল্পের প্রায় ৯ বিঘা জমি দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাস্তা ও স্কুল মাঠে বসা সবজি বাজার সেখানে সরিয়ে নেওয়ার আর্জি জানান তিনি। সবজি সংরক্ষণে কোল্ড স্টোরেজ এবং পাইকারি বাজার তৈরির দাবিও লিখিতভাবে জানানো হয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী।

এদিন বিধানগরের দলের এক অসুস্থ পুরোনো কর্মী বিনয় দাসের বাড়িতে গিয়ে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজ নেন দিলীপ ঘোষ। পঞ্চায়েতের অচলাবস্থা নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'প্রধান টানা ১৫ দিন অনুপস্থিত থাকলে, সেখানে পর্যবেক্ষক বসিয়ে কাজ চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিডিওদের। পরিষেবা যাতে বন্ধ না থাকে, সেজন্য আইনে পরিবর্তন আনা হয়েছে।'

এর আগে দুপুরে নকশালবাড়ির সাতভাইয়ায় সিএডিসির (কম্প্রিহেনসিভ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন) ফার্মে মাটি, জল ও মাশরুম ল্যাবরেটরি, কমিউনিটি হল এবং প্রশিক্ষণকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী। মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা ও সিএডিসি-র আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সেখানে আদিবাসী নৃত্যের মাধ্যমে মন্ত্রীদের স্বাগত জানানো হয়। বেলা দুটো নাগাদ ফার্ম ঘুরে দেখে মাছের প্রজনন ও চাষ, মাশরুম, হাঁস, মুরগি, ছাগল ও শুয়োর পালনের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখেন দিলীপ ঘোষ। সেখানে পঞ্চায়েতমন্ত্রীর পরামর্শ, 'পুরোনো পদ্ধতিতে আর লাভজনক চাষ সম্ভব নয়। মাটি ও জল পরীক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করলে উৎপাদন বহুগুণ বাড়বে।'

নকশালবাড়িতে পঞ্চায়েতমন্ত্রী।

ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর কথায়, 'জমি জবরদখল সহ আরও কিছু অভিযোগ লিউসিপাকড়িতে ছিল। সেগুলি মন্ত্রী জেনেছেন। এখন পরিকল্পনা করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে পদক্ষেপ হবে।'

আগমনী

পুজো আসার আগে গ্রাম-শহরের বাতাসে বদলে যায় গন্ধ, রং, শব্দ। নতুন জামার টান, কাশফুলের দোলা, ঢাকের অপেক্ষা- সব মিলিয়ে উৎসবের সেই চেনা ডাক। সেই ডাকের নামই 'আগমনী'।

বলো দুগ্গা মাইকি

ভোগের থালা সাজিয়ে উপোস ভাঙার রীতি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : আলোয় সাজছে শহর। ঢাকের বোল শোনা যাচ্ছে এদিক-ওদিক। আর সেই উৎসবের আবহেই আনন্দময়ী কালীবাড়ির অন্দরে ভোর থেকে ব্যস্ত একদল মহিলার হাত। ঠাকুরদালান পরিষ্কার করা, মন্দির মোছা, পুজোর জোগাড়, সবজি কাটা, ভোগ রান্না-পুজোর প্রতিটি কাজেই তাঁদের ছোঁয়া। কেউ ১৩ বছর, কেউ ২৪ বছর, আবার কেউ প্রায় ৪০ বছর ধরে এই কাজ করে আসছেন। দুর্গাপুজোর কয়েকটা দিন তাঁরাই যেন হয়ে ওঠেন দশভুজা।

ভোর হতেই বাড়ি থেকে মন্দিরে চলে আসেন তাঁরা। সারাদিন কাজ চলে। কখনও প্রয়োজন হলে রাতেও মন্দিরে থেকে যান। পুজোর তিনদিন আগে থেকেই নিরামিষ খাবার শুরু করেন। দেবীর প্রতিদিনের ভোগের থালা সাজানো না হওয়া পর্যন্ত উপোস করেই কাজ করেন।

দুর্গাপুজোতে আনন্দময়ী কালীবাড়িতে ভক্তের ঢল। -ফাইল চিত্র

বছর সত্তরের জ্যোৎস্না সরকার প্রায় ৪০ বছর আগে এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়েছিলেন। তখন মন্দির এত বড় ছিল না। তাঁর কথায়, 'বছর ৩০-৩৫ আগে কাঠকয়লায় রান্না হত। পুজোর জোগাড় করতেন ছেলেরাও। এখন সেই দায়িত্ব মেয়েদের কাঁধে।' ফল কাটা, সবজি কাটা, ভোগের জোগাড়-আজও হাসিমুখে করেন জ্যোৎস্না। বাড়িতে ছেলে, বৌমা, নাতি থাকলেও পুজোর দিনগুলোতে মন্দিরই তাঁর সব। মন্দির কমিটির দেওয়া নতুন শাড়িই তাঁর পুজোর নতুন পোশাক।

দুই ছেলে, বৌমা, নাতি-নাতনি নিয়ে ভরা সংসার গায়ত্রী চক্রবর্তীর। নাতি-নাতনিরা চায়, ঠাকুমা তাঁদের সঙ্গে ঘুরতে যাক। কিন্তু গায়ত্রীর মন পড়ে থাকে মন্দিরে। মায়ের প্রতিদিনের ভোগ রান্নার দায়িত্ব যে তাঁর। মেয়ের একবার অসুস্থ হয়ে পড়ার সময় মায়ের কাছে কেঁদেছিলেন তিনি। পরে অন্য নার্সিংহোমে পরীক্ষা করানোর পর জানা যায়, মেয়ের শরীর ঠিকই আছে। গায়ত্রীর বিশ্বাস, মা-ই তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তাই যতদিন পারবেন, মায়ের সেবা করে যেতে চান।

পুজোর দিন গায়ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে মন্দিরে আসেন বান্ধবী মুন্নি রায়, শেফালি ঘোষ, প্রতিমা দত্তরা। সুযোগ পেলে তাঁদের হাতে প্রসাদ তুলে দেন তিনি। তাঁর কথায়, 'ভোগ রান্না কিংবা ভোগ সাজানোর সময় বাড়ির সব চিন্তা দূরে সরে যায়। বিকেলের দিকে একবার বাড়ি গিয়ে নাতি-নাতনিদের দেখে আবার ফিরে আসি মন্দিরে।'

পারুল ঘোষের সংসারে স্বামী, তিন ছেলে, শাশুড়ি। ১৩ বছর ধরে পুজোর সময় সকালেই মন্দিরে চলে আসেন তিনি। পুজোর জিনিস ধোয়া, নৈবেদ্য সাজানো থেকে নানা জোগাড়-এসবেই ব্যস্ত থাকেন। প্রথমদিকে স্বামী একটু অসন্তুষ্ট হতেন, এখন আর কিছু বলেন না। এবছরও কাজ শেষ করে রাতে বাজারে গিয়ে পুজোর কেনাকাটা করবেন। দশমীর দিন পুজোর কাজ শেষ করে পরিবারের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে যাবেন।

একসময় মাটির প্রতিমায় পুজো হত। বিসর্জনের সময় খুব কান্না পেত পারুলের। এখন আনন্দময়ী কালীবাড়িতে মায়ের স্থায়ী মূর্তি। বিসর্জন হয় না। আছে শুধু মায়ের সেবা করে যাওয়ার টান।

দুই অপু।। *রায়গঞ্জে দিবাকর সাহার তোলা ছবি।*

চক্রবর্তীদের বাড়িতে সবাই স্বাগত

বাড়ির পুজো

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : পুজো আসতে আর হাতেগোনা কয়েকটা দিন বাকি। শহরের নানা প্রান্তে এখন প্যান্ডেল বানানোর ব্যস্ততা, নতুন জামাকাপড় কেনাকাটা আর ঠাকুর দেখার পরিকল্পনা। আর দেশবন্ধুপাড়ার চক্রবর্তীবাড়িতে সন্ধ্যা নামলেই শুরু হয়ে যাচ্ছে গানের মহড়া। একে একে বাড়িতে আসছেন আশপাশের মহিলারা। কেউ গান ধরছেন, কেউ গলা মেলাচ্ছেন। দেখে কে বলবে, এঁরা কেউ এই বাড়ির পরিবারের সদস্য নন!

বছরের পর বছর চক্রবর্তীবাড়ির পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে থাকতে পাড়ার মানুষও এখন যেন এই পরিবারেরই লোক। দুর্গাপুজোর চারদিন সন্ধ্যায় বাড়ির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁরাও অংশ নেন। পুজোর সঙ্গে এমনই মিশে গিয়েছেন যে বাইরে বেরিয়ে অন্য পুজো দেখার সুযোগও তাঁদের অনেকসময় হয় না। এই বাড়ির পুজোটাই যেন তাঁদেরও পুজো।

এই পুজোর শুরুর গল্প অবশ্য শিলিগুড়ির নয়। প্রায় ১৫০ বছর আগে বাংলাদেশের ঢাকার বিক্রমপুরে শুরু হয়েছিল এই পুজো। তখন ছিল মোষবলির প্রথা। সময়ের সঙ্গে সেই রীতি হারিয়েছে। মাঝখানে কয়েক বছর পুজো বন্ধও ছিল। প্রায় ১৫ বছর আগে শিলিগুড়িতে ফের শুরু হয় আয়োজন। এখন রামকৃষ্ণ মিশনের নিয়ম মেনে পূজিত হন দেবী দুর্গা। এই বাড়ির পুজোর আসল প্রাণ গৃহকর্ত্রী শ্রাবণী চক্রবর্তী। পুজোর দিন কী রান্না হবে, কী অনুষ্ঠান হবে— সবেতেই তাঁর ছোঁয়া। তাঁর কাছে দুর্গা ঠাকুর আসলে মেয়ে। তাই রামকৃষ্ণ মিশনের নিয়মে পুজো হলেও দেবীর গায়ে হলুদ নিজেই করেন তিনি। পুজোর উপকরণে ব্যবহারের মাটি, জলও বাজার থেকে কেনেন না। নিজেই জোগাড় করেন। আর ভোগের প্রায় ৫০ পদ রান্না হয় তাঁর হাতেই। শ্রাবণী বলেন, 'পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি প্রতিবেশীরাও একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করি।' ভোগ রান্না ছাড়া বাকি কাজের অনেকটাই সামলান প্রতিবেশীরা। পঞ্চমী থেকেই নিরামিষ খাওয়া। দশমীতে অবশ্য আমিষের আয়োজন।

পুজোর আয়োজনের ভার শ্রাবণীর হাতে থাকলেও পুজো দেখতে আসা মানুষ ও আত্মীয়দের দেখভালের দায়িত্ব গৃহকর্তা দীপজ্যোতি চক্রবর্তীর। তাঁর কথায়, 'শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ পুজো দেখতে আসেন। পুজো দেখতে এসে কারও যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেদিকেও আমাকে নজর রাখতে হয়।'

শিলিগুড়ির মৃৎশিল্পী সুশান্ত পালের তৈরি ডাকের সাজের প্রতিমাই এখানে পূজিত হবে। পুজোর দিনগুলিতে ধুনুচি নাচ থেকে আগমনী গান— জমবে নানা আয়োজন। চলচ্চিত্র জগতের অনেক নামকরা লোকজনও এই পুজোয় আসেন। তবে এই বাড়িতে ঢোকার পর তাঁরা আর তারকা থাকেন না, ঘরের লোক হয়ে যান। তাঁরাও সবার সঙ্গে মিশে ধুনুচি নাচেন, আগমনী গান করেন, উৎসবের আনন্দে গা ভাসান।

বেদিতে থমকে ইতিহাস

বাংলার বহু পুরোনো দুর্গাপুজোর মতোই এখানেও সময়ের সঙ্গে বদলেছে পুজোর পরিসর। একসময় পরিবারের গণ্ডিতে থাকা পুজো পরে এলাকার মানুষের উৎসবে পরিণত হয়েছে। নারায়ণপুরের পুজোর ক্ষেত্রে সেই বদলের মধ্যেও পুরোনো বেদিটিই হয়ে উঠেছে ঐতিহ্যের কেন্দ্র।

দুগ্গা এলো

মনজুর আলম

চোপড়া, ২২ সেপ্টেম্বর : মণ্ডপ বদলেছে। প্রতিমা তৈরির ধরন বদলেছে। জমিদারি নেই। নেই আগের সেই জৌলুসও। শুধু বদলায়নি একটি জায়গা—পুজোর বেদি। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুরে ১৬৭ বছর ধরে সেই একই বেদিতে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। সময়ের সঙ্গে পারিবারিক পুজো থেকে সর্বজনীন উৎসবে বদলেছে আয়োজন। কিন্তু পুরোনো বেদিটিকে ঘিরে গ্রামের মানুষের আবেগ আজও অটুট।

জমিদার নারায়ণ পাঠকের আমলে এই পুজোর শুরু। পরে তাঁর মেয়ের সঙ্গে মিশ্র পরিবারের ছেলের বিয়ে হয়। ১৮৫৬ সাল থেকে দীর্ঘদিন মিশ্র পরিবারের হাতেই পুজোর দায়িত্ব ছিল। গোপালচন্দ্র মিশ্রের আমলে জমিদারি প্রথার অবসান ঘটে। এরপর ১৯৮০ সাল থেকে পুজো পায় সর্বজনীন রূপ। একসময় মণ্ডপ চত্বরেই প্রতিমা তৈরি হত। শিল্পীর অভাবে এখন বাইরে থেকে প্রতিমা আনতে হয়। জনশ্রুতি, পুজোর শুরুর দিকে মোষবলির প্রচলন ছিল। পরে সেই প্রথাও বন্ধ হয়ে যায়। ষষ্ঠী থেকেই পুজো শুরু। সপ্তমীতে দই-চিঁড়ে-মিষ্টি, অষ্টমীতে লুচি, ক্ষীর সহ আট রকম ভোগ, নবমীতে খিচুড়ি এবং দশমীতে ফের দই-চিঁড়ে। পূর্বপুরুষের রীতি মেনে এখনও মিশ্র পরিবারের সদস্যরাই ভোগ রান্না করেন এবং পুজোর নানা দায়িত্ব সামলান বলে জানান পরিবারের সদস্য শ্রীহর মিশ্র।

নারায়ণপুরে নতুন করে তৈরি হচ্ছে মন্দির।

মূল বেদির পাশেই রয়েছে শিব মন্দির। সারাবছরই সেখানে ভক্তদের আনাগোনা। বিয়ে বা অন্য কোনও শুভ অনুষ্ঠানের আগে অনেকে বেদিতে পুজো দিয়ে যান। এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা সুবল গোপ জানালেন, দশমীতে এখানে বসে জমজমাট মেলা। মিশ্র পরিবারের উত্তরাধিকারী, পুরোহিত ও কোষাধ্যক্ষ দিবাকর মিশ্র বলেন, 'সর্বজনীন পুজো শুরু হওয়ার পরই এলাকার সকলে মিলেমিশে এই উৎসবে অংশ নেন। এই পুজো সম্প্রীতির পুজো হিসেবেই পরিচিত।'

একসঙ্গে দুই ভাতা নয়

অন্নপূর্ণা ও বিধবাভাতা একসঙ্গে পাওয়া যাবে না বলে নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য। নির্দিষ্ট ফর্মে জানাতে হবে কোন ভাতা চালু রাখতে চান উপভোক্তা। পুরসভার কমিশনার ও জেলা শাসকদের কাছে সেই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।

শ্লীলতাহানি

সোমবার রাতে থানার মধ্যে মহিলা পুলিশ অফিসারকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তুলল নিউ টাউনশিপ থানার পুলিশ। ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

চুরির চেষ্টা

মঙ্গলবার ব্যারাকপুরের বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে মায়ের শৌচালয়ে যাওয়ার সুযোগে সদ্যোজাতকে চুরির চেষ্টা। পালানোর সময় ধরা পড়েছেন দুই মহিলা। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার শ্বশুর

নিজের নাবালক ছেলের সঙ্গে নাবালিকার বিয়ে দিয়ে শ্রীঘরে শ্বশুর। মুর্শিদাবাদের শিবনগরের এই ঘটনায় অভিযোগ, নাবালিকা বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা। মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে নাবালকের বাবাকে।

কাঁধে দশভুজা। মঙ্গলবার কলকাতায় দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

মুম্বইয়ে মুকেশ আম্বানির সঙ্গে সাক্ষাৎ শুভেন্দুর

বাংলায় বিনিয়োগে আশাবাদী

মুম্বই ও কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুম্বইয়ে রিলায়েন্স কর্তা মুকেশ আম্বানির সঙ্গে বৈঠক করে ফিরে মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে এমনই জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে মুকেশ আম্বানি ও অনন্ত আম্বানির সঙ্গে আমার বিস্তারিত কথা হয়েছে। আমরা বিনিয়োগ চাইছি। তাই তাঁকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত আমরা। বিনিয়োগ এলে তা একদিকে যেমন রাজ্যের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে, পাশাপাশি রাজ্যের যুবসমাজকেও আরও উজ্জীবিত করবে।'

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে গত দেড় দশকে পশ্চিমবঙ্গে কোনও ভারী শিল্প আসেনি। এবার সেই শিল্পখরা কাটাতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে একাধিক জরুরি পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছেন। এই পরিস্থিতিতে আম্বানিদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রিলায়েন্স কর্তার গণেশপুজোর আমন্ত্রণে সোমবার বিকালের বিমানে মুম্বই গিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। মুকেশ আম্বানির 'অ্যান্টিলিয়া'য় গিয়ে তাঁদের সঙ্গে গণেশপুজোয় অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী। সৌজন্যের প্রতীক হিসেবে মুকেশ আম্বানির হাতে কালীঘাটের মা কালীর একটি মূর্তি তুলে দেন শুভেন্দু।

এর আগে জুন মাসে শিল্পপতি গৌতম আদানির পুত্র করণ আদানির সঙ্গেও বৈঠক হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। আদানি গোষ্ঠী কলকাতার নিউটাউনে একটি আধুনিক হাসপাতাল তৈরি করতে চলেছে। প্রশ্ন উঠেছে, এবার মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের উদ্যোগে রাজ্যে কি আম্বানি গোষ্ঠীর বিনিয়োগ আসবে?

আম্বানির 'অ্যান্টিলিয়া'য় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

শিল্পমহল মনে করছে, এর আগেও পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে একাধিক শিল্প সম্মেলনে রাজ্যে আম্বানি গোষ্ঠীর বিনিয়োগ নিয়ে কথা হয়েছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকারের বিশেষ উদ্যোগে প্রায় সব বিশ্ব বাণিজ্য শিল্প সম্মেলনের 'মধ্যমণি' হিসেবে তুলে ধরা হত মুকেশ আম্বানিকে। অথচ তারপরেও রাজ্যে আম্বানি গোষ্ঠীর তেমন কোনও বিনিয়োগ আসেনি। এবার ওই গোষ্ঠীর কর্ণধারদের সঙ্গে মুম্বইয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বৈঠকের পর রাজ্যে রিলায়েন্সের লগ্নি নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

> পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে মুকেশ আম্বানি ও অনন্ত আম্বানির সঙ্গে আমার বিস্তারিত কথা হয়েছে।
>
> শুভেন্দু অধিকারী

ছুটি নিয়ে শিক্ষক আন্দোলনে কড়া রাজ্য

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : রাজ্য সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের 'অনিয়ন্ত্রিত' অনুপস্থিতিতে রাশ টানতে এবার কড়া পদক্ষেপ করল স্কুলশিক্ষা দপ্তর। বিকাশ ভবন থেকে জারি নির্দেশিকায় সব জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকদের (ডিআই) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনও শিক্ষক বিনা অনুমতিতে স্কুলে গরহাজির থাকলে বা নিয়ম না মেনে ছুটি নিলে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও আইনি পদক্ষেপ করতে হবে। ডিআইদের গত ৩০ দিনের মধ্যে জমা হওয়া বকেয়া ছুটির আবেদন, অনুমোদনহীন অনুপস্থিতি এবং গৃহীত পদক্ষেপের বিস্তারিত বিবরণ স্কুলশিক্ষা কমিশনারের দপ্তরে পাঠাতে বলা হয়েছে।

সম্প্রতি ডিএ ও টেট সংক্রান্ত নানা দাবিতে শিক্ষকদের একাংশের আন্দোলনের জেরে স্কুলগুলিতে পড়াশোনা ব্যাহত হওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে, সেই সূত্রেই এই প্রশাসনিক তৎপরতা বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসনিক বার্তার আড়ালে আন্দোলনরত শিক্ষকদের চাপে ফেলার চেষ্টা চলছে না তো!

অন্যদিকে, ছুটি নিয়ে কড়াকড়ির সমান্তরালে রাজ্যে শুরু হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সম্মিলিত উদ্যোগ 'সেবা সংকল্প অভিযান'। '২৫ কড়োর বাচ্চোকে স্বপ্নো কা ভারত' এবং 'নমো সেবা-অনকাহি কাহানিয়া' নামে দু'টি কর্মসূচি নিয়ে স্কুলগুলিকে অবগত করতে ডিআইদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্কুলশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে রাজ্যের উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে

ডিআই'কে নির্দেশে শোরগোল

এই কর্মসূচির আওতায় একাধিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য 'স্বপ্নের ভারত' ভাবনার ওপর ভিত্তি করে ছবি আঁকা, কুইজ, বিতর্ক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি 'নমো সেবা নাটক' মঞ্চস্থ করার কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষা দপ্তরের এই জোড়া পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে শিক্ষক মহল ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। শিক্ষক সংগঠনগুলির একাংশের অভিযোগ, একদিকে ছুটির নিয়মে লাগাম টেনে শিক্ষকদের ওপর প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, অন্যদিকে এই জাতীয় সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ স্কুলপড়ুয়াদের সামাজিক বা রাজনৈতিক কার্যক্রমে যুক্ত করার চেষ্টা চলছে। বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন, 'জোর করে শিক্ষক ও পড়ুয়াদের দিয়ে এসব করানো যায় না। সম্ভবত অনেক স্কুলই এই কর্মসূচি পালনে আগ্রহী হয়নি। তাই বলা হচ্ছে অনেক স্কুল অবহিত নয়।' তবে অন্য সুর শোনা গিয়েছে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিকের গলায়। তিনি বলেন, 'কিছু স্কুল কেন অবহিত হয়নি, আমার পক্ষে সেটা বলা সম্ভব নয়। তবে কোনও কর্মসূচি হওয়ার আগে একাধিক বার নির্দেশিকা জারি হতেই পারে। এই নিয়ে বিতর্কের কারণ থাকতে পারে না।' সব মিলিয়ে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ এবং কড়া বার্তার আবহে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ও শিক্ষক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই নজর রাখছে ওয়াকিবহাল মহল।

কলেজে শিক্ষাকে রাজনীতিমুক্ত করার উদ্যোগ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : কলেজ ক্যাম্পাসকে রাজনীতিমুক্ত করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে উদ্যোগী হল বিজেপি। একইসঙ্গে কলেজ প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করার ব্যাপারেও সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে কলেজ পরিচালন কমিটির সভাপতিদের নির্দেশ দিল দল। মঙ্গলবার আলিপুর জাতীয় গ্রন্থাগারে আয়োজিত এক বিশেষ কর্মশালায় সদ্য নির্বাচিত কলেজ পরিচালন কমিটির সভাপতিদের এক বৈঠক হয়। সেখানেই কলেজ পরিচালনায় সভাপতিদের কী ভূমিকা তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সরকারি আইনের মধ্যে থেকেই দলীয় প্রভাব মুক্ত হয়ে সভাপতিদের কাজ করতে হবে বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সুনীল বনশল, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। কর্মশালার শেষে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়া কলেজগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় এবং কলেজগুলিতে পঠনপাঠন সহ শিক্ষার পরিবেশ যাতে আবার ফিরে আসে সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য সভাপতিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' কর্মশালায় রাজ্যসভাপতি শমীক ভট্টাচার্য শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করা ও কলেজ পরিচালনায় স্বচ্ছতার ওপরে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। একইসঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পঠনপাঠনে সভাপতিরা যাতে এক্তিয়ার বহির্ভূত হস্তক্ষেপ না করেন সেবিষয়েও সতর্ক করেন। কর্মশালায় যোগ দেওয়া এক সভাপতি বলেন, 'কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের যে আইন ও বিধি রয়েছে সেই বিষয়গুলি নজরে আনা এবং কী করণীয় আর কী করণীয় নয় তা স্পষ্টভাবে আমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই দলের তরফে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল।' অন্যদিকে, ২৬-২৭ সেপ্টেম্বর দু'দিনের সফরে রাজ্যে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করার কথা তাঁর।

করোনার সময় সরঞ্জাম উধাও

কড়া ব্যবস্থার পথে স্বাস্থ্য দপ্তর

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : করোনাকালে গ্রামবাংলার একাধিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেসব সরঞ্জাম পৌঁছেছিল, কয়েক বছর পর তারই কোনও হিসাব মিলছে না। কোথাও কম্পিউটার নেই, কোথাও চোখে পড়ছে না মনিটর। কোথাও আবার ইউপিএস পড়ে রয়েছে, কিন্তু নেই ব্যাটারি বা এমসিবি। স্বাস্থ্য দপ্তরের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে অন্তত ৬৪টি সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এমনই গরমিল ধরা পড়েছে বলে সূত্রের খবর।

জানা গিয়েছে, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, হাওড়া, দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান এবং বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার একাধিক সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম রয়েছে তালিকায়।

রিপোর্ট পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্থানীয় থানায়

এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্যভবন। খতিয়ে দেখা হচ্ছে কোন কেন্দ্র থেকে কী সরঞ্জাম নেই, কবে থেকে নেই এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের ভূমিকা। সংশ্লিষ্ট আধিকারিক বা কর্মীদের কাছ থেকে সরঞ্জামের মূল্য বাবদ ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করা হতে পারে বলে দপ্তর সূত্রের খবর। যে ৬৪টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে 'দুর্নীতি'র ঘটনা সামনে এসেছে তার মধ্যে ৫০টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১৩টি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে।

চুরির তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছে হাওড়া। জেলার ২৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওই দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে। তাঁর মধ্যে ১৮টিই সাঁকরাইলে। বাকি ৭টি শ্যামপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত।

করোনার সময় দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর দুর্বল ছবি সামনে এসেছিল। শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসা সরঞ্জামের ঘাটতিও তখন প্রকট হয়েছিল। সেই ঘাটতি মেটাতে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে বরাদ্দ বাড়ানো হয়। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশেও স্থানীয় সংস্থাগুলির স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য আলাদা অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সেই পর্বেই চালু হয় রাজ্যের টেলিমেডিসিন পরিষেবা 'স্বাস্থ্য ইঙ্গিত'। উদ্দেশ্য ছিল, প্রত্যন্ত এলাকার রোগীকে যাতে চিকিৎসার জন্য দূরের মেডিকেল কলেজে ছুটতে না হয়।

স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বসেই যাতে মেডিকেল কলেজের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ পাওয়া যায়, সেইজন্য কম্পিউটার সহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছিল। এখন সেই সমস্ত সরঞ্জামের একাংশেরই হদিস নেই।

কোয়েলই বিজেপির প্রার্থী বলে জল্পনা

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : সম্ভবত দুর্গাপুজোর আগেই এরাজ্য থেকে রাজ্যসভায় আরও একটি আসন পেতে চলেছে বিজেপি। সম্প্রতি রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ রুক্মিণী মল্লিক ওরফে কোয়েল। সেই আসন পূরণের লক্ষ্যে উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। এদিকে তৃণমূল থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর এবার বিজেপির টিকিটে ফের কোয়েলের রাজ্যসভায় যাওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে কোনও কারণে তা না হলেও বিধানসভায় বিজেপির বর্তমান আসনের নিরিখে ওই আসনে বিজেপির জয়ী হওয়াই প্রায় নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে বর্তমানে এরাজ্য থেকে রাজ্যসভায় বিজেপির সাংসদ হবে ৭।

রুক্মিণী মল্লিক ওরফে কোয়েলের

ষষ্ঠীতে রাজ্যসভা উপনির্বাচন

ইস্তফা দেওয়ায় তাঁর খালি আসনে আগামী ১৬ অক্টোবর মহাষষ্ঠীর দিন ভোটগ্রহণ হবে। একই দিনে উত্তরপ্রদেশের ১০টি ও উত্তরাখণ্ডের একটি রাজ্যসভা আসনের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ায় সেই আসনগুলির জন্যও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া শুরু হবে। ১৬ অক্টোবর একই দিনে হবে গণনা ও ফলপ্রকাশ। মনোনয়ন জমার শেষ দিন ৬ অক্টোবর, প্রত্যাহারের শেষ দিন ৯ অক্টোবর। ১৯ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে।

যদিও কোয়েলের তরফে এখনও পর্যন্ত এ প্রসঙ্গে কিছুই জানা যায়নি, তবে রাজ্য বিজেপির সূত্রে খবর তৃণমূলের বাকি তিন সংসদের মতোই কোয়েল ও বিজেপির দেওয়া টিকিটেই রাজ্যসভায় প্রার্থী হবেন। সম্প্রতি রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কলকাতায় কোয়েলের বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে যান। তারপরই কোয়েলের বিজেপিতে যোগদান নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল।

শিলাদিত্য, সোমের সুরে গাইলেন অন্বেষা

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : পুজোর গান মানেই তো বাঙালির একরাশ নস্টালজিয়া। সেই নস্টালজিয়া আর উৎসবের উন্মাদনাকে এক সুতোয় বাঁধতে এবার প্রকাশ্যে এল দুটি নতুন পুজো রিলিজ— 'চুপি চুপি' এবং 'ঝুমে রে ফাগুন'। শিলাদিত্য ও সোমের সুরে গান দুটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন জনপ্রিয় গায়িকা অন্বেষা। সুরিন্দর ফিল্মসের কর্ণধার সুরিন্দর সিংয়ের উপস্থিতিতে 'চ্যাপ্টার টু'-তে এই জোড়া গানের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হল।

সুরকার জুটি শিলাদিত্য ও সোম জানিয়েছেন, এই দুটি গানে পুজোর দুই ভিন্ন রূপ ফুটে উঠেছে। সুরিন্দর মিউজিকের ব্যানারে রিলিজ হওয়া 'চুপি চুপি' গানটি পুরোনো প্রেম আর ফেলে আসা স্মৃতির কথা বলে। সুমিত মণ্ডলের পরিচালনায় এই মিউজিক ভিডিওতে রয়েছেন পুনম বসাক ও সৌমিত্র বসু। অন্যদিকে, টস মিউজিকের 'ঝুমে রে ফাগুন' একেবারে নিখাদ উৎসবের গান। বাংলা ও অসমের লোকসুরের সঙ্গে আধুনিক ইলেক্ট্রনিক বিটের মিশেলে

তৈরি এই মিউজিক ভিডিওতে অন্বেষাকেই দেখা যাবে। সব মিলিয়ে, আড্ডা থেকে প্যান্ডেল— বাঙালির পুজোর প্লে-লিস্টে এবার জমজমাট টক্কর দিতে প্রস্তুত এই দুই গান।

এনসিপিআই ছোঁয়ায় আপত্তি

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : রেজিনগর ও নন্দীগ্রাম উপনির্বাচন এবং কলকাতা পুর নির্বাচনে বিজেপির হয়ে প্রচারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে এনসিপিআই। কিন্তু এনডিএ-র এই শরিক দলের সঙ্গ নিতে নিজেদের আপত্তির কথা ফের জানিয়ে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর সাফ কথা, জাতীয় স্তরে এনসিপিআই এনডিএ-র অংশ হলেও পশ্চিমবঙ্গে দুই দলের মধ্যে কোনও আনুষ্ঠানিক নির্বাচনি সমঝোতা হয়নি।

তিনি বলেন, 'এনসিপিআই একটি পৃথক রাজনৈতিক শক্তি। তারা এনডিএ-র অংশ হওয়ার কথা জানিয়েছে। এনডিএ-কে সমর্থনের কথা বলেছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও বৈঠক করেছে। তবে বাংলার রাজনৈতিক বাস্তবতা আলাদা।'

বৃষ্টিভেজা রাজপথে। মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

পুজোর কেনাকাটায় নিম্নচাপের ভ্রূকুটি

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : দোরগোড়ায় দুর্গাপুজো। কলকাতার বড় মার্কেটগুলিতে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে পুজোর শপিং। প্যান্ডেল বাঁধা প্রস্তুতিও তুঙ্গে। এরই মধ্যে চোখরাঙাচ্ছে দুর্যোগ।

বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপের রূপ নিচ্ছে। বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার ভোরের মধ্যে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলে এটি আছড়ে পড়বে। এর প্রভাবে পূর্ব ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত হচ্ছে নিম্নচাপ। যা ধীরে ধীরে সঞ্চয় করছে শক্তি। বুধবার তা আরও গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে উপকূলে আছড়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী এই নিম্নচাপের প্রভাব পড়বে ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ সীমান্তে। কিন্তু পরোক্ষ প্রভাব পড়বে এই রাজ্যেও। দক্ষিণবঙ্গে প্রায় সমস্ত জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির দাপট বাড়ছে। বিশেষ করে উপকূলীয় জেলাগুলিতে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকবে। আবহাওয়া দপ্তরের (আইএমডি) হিসাব অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত এই নিম্নচাপটি ঘণ্টায় ১৮ কিলোমিটার বেগে পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। বর্তমানে এটি ওড়িশার গোপালপুর থেকে ২০০ কিলোমিটার এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কলিঙ্গপত্তনম থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে।

গত বছর দুর্গাপুজোর আগে প্রবল বৃষ্টির জেরে কলকাতায় বানভাসী অবস্থা তৈরি হয়। ফলে মাথায় হাত পড়ে শহরের বড় পুজোর উদ্যোক্তাদের। এবারও পুজোর মুখে দুর্যোগের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই নিম্নচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব' তৈরি হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিম-মধ্য ও তৎসংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত নিম্নচাপটি ক্রমশই এগিয়ে আসছে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে। ১২ ঘণ্টার মধ্যে এটি তীব্র নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর গভীর রাত থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ভোরের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম ও ডিশার গোপালপুরের মধ্যেবর্তী স্থান দিয়ে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওড়িশা উপকূল অতিক্রম করতে পারে। যার জেরে পশ্চিমবঙ্গেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বাড়ল স্থগিতাদেশ

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : ডায়মন্ড হারবারের আমতলায় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় কার্যালয় ভাঙার ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ভাঙা যাবে না অভিষেকের অফিস। মঙ্গলবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ নির্দেশ দিয়েছেন, নভেম্বর পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে।

নির্দেশ নয়

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। তবে তাঁর মামলায় এখনই কোনও নির্দেশ দিল না বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চ। যে পাঁচটি মামলায় রক্ষাকবচ চেয়েছিলেন তা আগেই প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে মঙ্গলবার আদালতে জানাল রাজ্য সরকার। রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, মিলনের বিরুদ্ধে মোট ১১টি মামলা ছিল। তার মধ্যে ৫টি মামলায় তিনি জেল হেপাজতে রয়েছেন। বাকি ৬টি মামলার মধ্যে ৫টি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। আরও একটি মামলায় অভিযুক্ত নন মিলন। ফলে আপাতত মিলনের মামলায় কোনও নির্দেশিকার প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছে হাইকোর্ট।

বিপাকে টুলু

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : বীরভূমের 'পাথর সম্রাট' নাজিবুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের আইনি সুরক্ষার আর্জি খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী সাতদিনের মধ্যে তদন্তকারী আধিকারিকের মুখোমুখি হয়ে হাজিরা দিতে হবে টুলুকে। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, জামিন অযোগ্য পরোয়ানা এড়িয়ে কোনও ব্যক্তি ক্রমাগত আত্মগোপন করে থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে পরোয়ানা কার্যকর রাখা আইনসম্মত।

জিও-র আইপিও'তে নয়া কৌশল

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘকাল ধরে কলকাতার লগ্নিকারীদের একটা চেনাপরিচিতি ছিল। তাঁরা একটু 'রক্ষণশীল' হিসেবেই বদনাম (বা সুনাম) কুড়িয়েছেন। পোস্ট অফিসের ফিক্সড ডিপোজিট বা বড়সড়ো ব্লু-চিপ কোম্পানির ডিভিডেন্ডেই তাঁরা বেশি নিরাপদ বোধ করতেন। কিন্তু ডালহৌসি আর লায়ন্স রেঞ্জের চেনা ছবিটা এখন আমূল বদলে যাচ্ছে। সাবেকি বিনিয়োগের খোলস ছেড়ে শহরের সাধারণ লগ্নিকারীরা এখন দ্রুত ঝুঁকছেন প্রাইমারি মার্কেট বা আইপিও-র দিকে। বিশেষ করে ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং নয়া প্রযুক্তির প্ল্যাটফর্মগুলির দিকে তাঁদের নজর এখন সবচেয়ে বেশি। কলকাতার এই বিনিয়োগ-বিপ্লবের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জিও-র আসন্ন মেগা আইপিও।

শহরের চার দশকের পুরোনো ব্রোকারেজ সংস্থা ভাটিয়া সিকিউরিটিজের কর্ণধার বিকাশ ভাটিয়ার মতে, কলকাতা সহ পূর্ব ভারতের লগ্নিকারীরা এখন পুরোনো ধাঁচের শেয়ারের বদলে নতুন প্রজন্মের টেক কোম্পানিগুলিতেই বেশি টাকা ঢালতে চাইছেন। তাঁর কথায়, 'অনেকেই ভাবেন জিও বুঝি শুধু একটি মোবাইল নেটওয়ার্ক কোম্পানি। কিন্তু দিন বদলেছে। জিও এখন আদ্যোপান্ত পূর্ণাঙ্গ টেকনলজি কোম্পানি। ফাইভ-জি চালুর পর তারা এখন ভবিষ্যতের সিক্স-জি, নিজস্ব ক্লাউড ডেটা নেটওয়ার্ক এবং এআই নিয়েও জোরকদমে কাজ করছে। এই ডিজিটাল উত্থানের শরিক হতে সাধারণ লগ্নিকারীদের কাছে জিও-র আইপিও দুর্দান্ত দীর্ঘমেয়াদি সুযোগ।'

তবে শুধু সুযোগ খুঁজলেই তো হবে না, আইপিও-তে শেয়ারের বরাদ্দ বা অ্যালটমেন্ট পাওয়া আজকাল রীতিমতো লটারির মতো। এখানেই কলকাতার ব্রোকারেজ সংস্থাগুলি লগ্নিকারীদের এক ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধান দিচ্ছে— 'শেয়ারহোল্ডার কোটা'। নিয়ম অনুযায়ী, কোনও মূল বা পেরেন্ট কোম্পানি যখন তাদের গুরুত্বপূর্ণ সাবসিডিয়ারি সংস্থার আইপিও

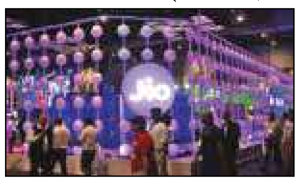

আনে, তখন পেরেন্ট কোম্পানির বর্তমান শেয়ারহোল্ডারদের জন্য আইপিও-তে একটি নির্দিষ্ট অংশ সংরক্ষিত থাকে। বিকাশ ভাটিয়া বলেন, 'জিও-র আইপিও-তে অ্যালটমেন্টের সম্ভাবনা বাড়াতে আমরা ক্লায়েন্টদের পরামর্শ দিচ্ছি, রেকর্ড ডেটের আগেই পরিবারের প্রতিটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে অন্তত একটি করে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের (পেরেন্ট কোম্পানি) শেয়ার কিনে রাখতে। এতে সাধারণ রিটেল কোটার পাশাপাশি শেয়ারহোল্ডার কোটাতেও আবেদন করা যাবে। ডুয়াল-বিড বা এই জোড়া আবেদনের সুযোগে শেয়ার পাওয়ার সম্ভাবনা এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যায়।' ইউপিআই এবং ডিজিটাল অনবোর্ডিংয়ের দৌলতে এখন ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট খোলা মাত্র পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। তাই আইপিও খোলার আগেই শহরে নতুন ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট খোলার হিড়িক পড়ে গিয়েছে।

কর্পোরেট কর্তা দীপক সাহা বলেন, 'আগে বড় আইপিও-তে টাকা ঢালতে ভয় পেতাম। কিন্তু এখন জিও-র মতো এআই ও ক্লাউড-নির্ভর কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আর শেয়ারহোল্ডার কোটার ক্ষমতা আমি বুঝতে পেরেছি। ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামোয় একটি অংশীদারিত্ব পাওয়ার এটি দারুণ সুযোগ।'

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১২৭ সংখ্যা, বুধবার, ৫ আশ্বিন ১৪৩৩

সকলের পাপে...

বাদ্যি বাজে ড্যাং কুড়াকুড়! বাতাসে হাহাকার ভাসে! দীর্ঘশ্বাসে ভরে যায় শরতের আকাশ। পুজো আসছে। নদীর চরে কাশবনের দোলা। রিল বানানোর নেশায় ছুটে যেতে গিয়েও পা আড়ষ্ট হয়। তোর্ষা যে জমি গিলছে, বাড়ি গিলছে। সর্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে পাশের বাসিন্দাদের। কোচবিহারে তোর্ষাপাড়ের দুই বোনের স্বপ্ন ভেঙে চৌচির। গোলাপি ও আকাশি রঙের পোশাক কেনার পরিকল্পনা করছিল ওরা। সেই সময়ই তোর্ষা হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েছে বাড়িতে।

ঘরবাড়ি, বিছানা, আলমারি, আলনার সঙ্গে দুই বোনের পুজোর আনন্দের বিসর্জন হয়ে গেল বোধনের তিন সপ্তাহ আগে। ভূতনি এখনও জলে ভাসছে। প্লাবনের দৌলতে বলে দিতে হয় না ভূতনি কোথায়? দেশ-বিদেশে খবর ছড়ায়, সর্বনাশের আরেক নাম মালদার ভূতনি। কীসের উৎসব! কীসের আনন্দ! ভূতনির বাতাসে সর্বনাশের বাজনা বাজে। বাড়িঘর জলের তলায়। স্কুলবাড়ির খোঁজ নেই। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পানীয় জলের উৎস, এমনকি শৌচাগার জলবন্দি।

বাঙালির সেরা উৎসবের আগে নাভিশ্বাস ভূতনিবাসীর। অনেকের সর্বস্ব কেড়েছে প্লাবন। নারায়ণের চরেও তাই। নতুন ঘটনা কোনওটিই নয়। ফি বছরের পালাগান যেন। পার্বণ ও দুর্যোগ যেন পাশাপাশি আসে। যেমন তিস্তাপাড়ের চাঁপাডাঙ্গা, বাসুসুবায়। সিকিমে ভারী বর্ষণ কিংবা হিমবাহ গলে অথবা ধস নামলে তিস্তায় বিশাল জলস্রোত গড়িয়ে নামে। সামনে পুজো বলে রেহাই দেয় না তিস্তাপাড়ের বাসিন্দাদের। চারদিকে যখন পুজোর আয়োজন, জলপাইগুড়ি জেলার ওই ভূখণ্ডে তখন সর্বনাশের ছায়া।

মানুষ বাধ্য হয়ে কলার ভেলায় বসে শৌচকর্ম করছে। বিছানার ওপর উনুন তুলে রান্না করছে। সাপখোপ, পোকামাকড়ের সঙ্গে সহবাস। কার পাপ? কার পাপে প্রতি বছর বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এই দুর্যোগ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে! কে এজন্য দায়ী? চলতি বছরে অসমের বিস্তীর্ণ এলাকা বানভাসি হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা বার্তা দিয়েছে, এজন্য দায়ী মানুষ। দায়ী সরকার। পরিকল্পনায় বিশৃঙ্খলা, উন্নয়নের নামে প্রকৃতির ওপর যথেচ্ছাচারের মাশুল এসব।

ফি বছরের এই দুর্যোগ আটকাতে কোনও সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই। সর্বনাশের সমস্ত কারণ প্রকৃতিতে মজুত জেনেও পদক্ষেপে অনীহা সরকারের। মানুষের হাহাকার আগাম ঠেকাতে কোনও ব্যবস্থার বালাই নেই। বরং বন্যা হলে মাটি ও পাথর ফেলে আদতে কোটি কোটি টাকা জলে বিসর্জনের যেন উৎসব চলে। কিছু ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদার, সরকারি আমলা ও বিভিন্ন দলের নেতার পকেট উপচে উপরি রোজগারের মরশুম আসে।

তিস্তা প্রতি বছর পাড় ভাসালেও প্রতিকারের কোনও পরিকল্পনার কথা কেউ ভাবে না। ভোট এলে শুধু প্রতিশ্রুতি শোনেন স্থানীয়রা। তিস্তার জলের গর্জন শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর থাকে না। জলপাইগুড়ির তিস্তাপাড়ে হোক আর কোচবিহারের তোর্ষাপাড়ে, বাসিন্দাদের ভিন্ন জায়গায় স্থায়ী পুনর্বাসনের শব্দটা পর্যন্ত উচ্চারণ করে না প্রশাসন। ভাবা তো দূরের কথা। হাহাকারের মুখে কিছু ত্রাণসামগ্রী উপহাসের মতো লাগে উৎসবের মরশুমে।

কথায় আছে- নদীর পাড়ে বাস, দুঃখ বারো মাস! জেনেও কিছু মানুষ ঘুরে-ফিরে নদীর চরে বাসা বানায়। কেউ বাঁধের ওপর সংসার সাজায়। পাকাবাড়ি তৈরি হয়। বাণিজ্যের ব্যবস্থা হয়। নদীকে বেঁধে ফেলার আয়োজন করে কিছু মানুষ। প্রকৃতির খেয়ালে নদী সেসব মানলে তো। নদী রুদ্রমূর্তি ধারণ করার সময় তো ভাবে না দশপ্রহরণধারিণীর আসার সময় হল! নিজের নিয়মে নদী সর্বনাশের প্রদীপ জ্বালায় ফি বছর।

২০২৬ ব্যতিক্রম নয়। বাংলার দক্ষিণ থেকে উত্তর, হাহাকারের ছবিটা কার্যত একইরকম। ক'দিন আগে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন অতিরিক্ত জল ছেড়েছিল। বানভাসি হয় দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এখনও সেই ধাক্কা কাটেনি। মাস্টার প্ল্যানের কুমিরছানা দেখে ঘাটাল। আর কিছু হয় না। ভূতনি, তিস্তা, তোর্ষাপাড় নিয়ে অবশ্য কোনও প্ল্যানের বালাই নেই। পুজো এখানে দীর্ঘশ্বাসের মরশুম।

অমৃতধারা

ভগবৎ দর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয়। যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দর্শন পায় মাত্র। তার বেশি সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত, এর মতো মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয়না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

ফিরছে বাঘ, ফিরল সোনারায়ের স্মৃতি

যে বাঘ একদিন ছিল আতঙ্ক, আজ সেই বাঘই আবার উত্তরবঙ্গে ফেরার অপেক্ষায়।

মলয় চক্রবর্তী

'বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কুহু ও কেকা' কাব্যগ্রন্থের 'আমরা' কবিতার এই পংক্তি আজকের প্রজন্মের কাছে নিছক অতিকথন মনে হতে পারে। কিন্তু ইতিহাস ও লোকস্মৃতি সাক্ষী, এমন এক সময় সত্যিই ছিল, যখন বাংলার মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে বাঘের সংঘাত ছিল রোজকার বাস্তবতা। গবাদিপশু রক্ষা, কৃষিজীবন এবং অরণ্য সংলগ্ন জনপদের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল বাঘের উপস্থিতি। বাঘ ছিল একইসঙ্গে ভয়, বিপদ এবং প্রকৃতির এক প্রবল শক্তির প্রতীক।

বাঘকে ভয় করার পাশাপাশি তাকে দেবত্ব দেওয়ার মধ্যেও তাই এক ধরনের সামাজিক মনস্তত্ত্ব কাজ করেছিল। প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তির কাছে মানুষ যখন অসহায়, তখন তাকে দেবতার আসনে বসিয়ে তার ক্রোধ প্রশমিত করার চেষ্টা করেছে। বাংলার নানা প্রান্তে ব্যাঘ্রদেবতার লোকায়ত পুজোর জন্ম সেই বিশ্বাস থেকেই। দক্ষিণ বাংলায় সেই দেবতা দক্ষিণরায় নামে পরিচিত, আর উত্তরবঙ্গে তাঁরই এক লোকায়ত রূপ সোনারায়। সুন্দরবনকেন্দ্রিক 'রায়মঙ্গল' কাব্যে দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য যেমন উঠে এসেছে, তেমনই উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ সমাজে সোনারায়কে ঘিরে তৈরি হয়েছে নিজস্ব বিশ্বাস ও আচার।

তুফানগঞ্জে সোনারায়ের পুজো। - ফাইল চিত্র

সোনারায়ের পুজোর বিস্তার ছিল বিস্তৃত ভূখণ্ডে। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি অসমের গোয়ালপাড়া এবং বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর, রাজশাহি, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলেও তাঁর লোকবিশ্বাসের সন্ধান মেলে। বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চল পর্যন্ত এই প্রভাব বিস্তারের উল্লেখ রয়েছে। জাঁকজমক কমে এলেও উত্তরবঙ্গের গ্রামপ্রান্তরে গোপালক, রাখাল ও কৃষিজীবী মানুষের স্মৃতিতে সোনারায় এখনও উপস্থিত। পৌষ সংক্রান্তিকে ঘিরেই তাঁর পুজোর প্রধান পর্ব। কোথাও কোথাও শিবচতুর্দশীর দিনেও পুজোর প্রচলনের কথা জানা যায়। এই পুজোয় পুরোহিত-ব্রাহ্মণের ভূমিকা মুখ্য নয়। বরং গ্রামের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে রাখাল ও গোপালক তরুণরাই ছিলেন এর প্রধান কান্ডারি।

সোনারায় নামের উৎস নিয়েও মতান্তর রয়েছে। গবেষক সুধাংশুকুমার রায়ের মতে, স্বর্ণাধিপতি বা সোনার দেশের অধিপতি বলেই তিনি সোনারায়, অর্থাৎ 'লর্ড অফ গোল্ড'। তবে এই ব্যাখ্যার পাশাপাশি অন্য মতও রয়েছে। ডঃ ফণী পাল সোনারায়ের মূর্তি থাকার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আগের মতের কিছু অংশ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রাচীন উত্তরবঙ্গের ধনসম্পদের সঙ্গে গোরু ও ধানের সম্পর্ক ছিল। প্রচলিত ছড়াতেও তার প্রতিফলন রয়েছে, 'ধান হলো বড়ো ধন আর ধন গাই, কিছু ধন সোনারূপা আর সব ছাই।' গোরুর প্রধান শত্রু বাঘ। ফলে গোধন রক্ষায় ব্যাঘ্রবাহন দেবতাকে তুষ্ট রাখার বিশ্বাস থেকেই সোনারায়ের ধারণার বিকাশ ঘটতে পারে। অর্থাৎ নামের মধ্যে শুধু সোনা নয়, একটি কৃষিনির্ভর সমাজের অর্থনীতি ও নিরাপত্তার ধারণাও লুকিয়ে থাকতে পারে।

ঐতিহাসিক সত্তা হিসেবেও সোনারায়কে ঘিরে নানা মত রয়েছে। খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ তাঁর 'কোচবিহারের ইতিহাস' গ্রন্থে কামরূপ অঞ্চলে সোনারায় ও রূপারায় নামে দুই ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাবের কথা লিখেছেন। তাঁর বর্ণনায় সোনারায়ের জন্মকাহিনীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাহিনীরও কিছু মিল রয়েছে। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষে তাঁর গড় বা পাটের উল্লেখও পাওয়া যায়। তবে এই ঐতিহাসিকতার প্রমাণ যে দুর্বল, গবেষণাতেও সেই সংশয় রয়েছে। বরং গুরুসদয় দত্তের মতে, ব্যাঘ্রবাহন দেবতার এই লোকবিশ্বাস সুন্দরবন ও পূর্ববঙ্গ থেকে তরাই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেখানে বাঘের হাতে মানুষ ও গবাদিপশুর প্রাণহানি ছিল প্রকট, সেখানে এই ধরনের বিশ্বাসের সামাজিক প্রয়োজনও ছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও সোনারায় সংক্রান্ত লোকবিশ্বাসের প্রাচীনতার ইঙ্গিত দেয়। মালদার গৌড় অঞ্চলে 'সোনারায়ের গড়' নামে একটি প্রাচীন পুজো স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। জঙ্গলাকীর্ণ এলাকার মাটির টিপির উপর একটি পাথরকে সোনারায় জ্ঞানে পুজো করার কথাও জানা যায়। রতুয়া থানার কাগাচিড়া গ্রামেও সোনারায়ের মন্দির রয়েছে। অঞ্চলভেদে তাঁর মূর্তির রূপও বদলেছে। মালদায় তাঁকে বাঘের উপর বসা বা বাঘের পাশে দাঁড়ানো এক সুদর্শন পুরুষমূর্তি হিসেবে দেখা যায়। কোথাও তাঁর হাতে বাঁশি বা লাঠি। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অঞ্চলে আবার তাঁর রূপ অনেকটা শিব বা সন্ন্যাসীর মতো, হাতে থাকে গাঁজার কলকে।

মালদা জেলার পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালায় রক্ষিত একটি প্রস্তরমূর্তিকেও সোনারায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোমর পর্যন্ত ভাঙা সেই মূর্তির নীচের অংশে দেখা যায়, একটি বৃহৎ বাঘের উপর বসে আছেন এক পুরুষ। পায়ে নাগরাই ধরনের জুতো, পরনে মালকোঁচা দেওয়া কাপড়। মূর্তিটির প্রাচীনত্বের যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, তা সোনারায়কে ঘিরে লোকবিশ্বাসের দীর্ঘ ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ এই পুজো কেবল একেবারে প্রান্তিক গ্রামীণ সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন ধারণা পুরোপুরি সঠিক নয়।

কোচবিহারের গ্রামীণ জীবনে সোনারায়কে ঘিরে গড়ে উঠেছিল নিজস্ব লোকাচার। পৌষের প্রথম দিন থেকে সংক্রান্তির আগের দিন পর্যন্ত রাখাল ও গোপালক তরুণরা খোলকরতাল নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে 'মাগন' তুলতেন। খাগ বা পাটকাঠির মাথায় লাল, নীল ও সবুজ রঙের পাটের গোছা বেঁধে সোনারায়, রূপারায় ও কালারায়ের প্রতীক তৈরি করার রীতিও ছিল। তুফানগঞ্জের হরিরহাট, নাটাবাড়ি, অন্দরান ফুলবাড়ি কিংবা মাথাভাঙ্গার শিকারপুরে আবার পাঁচ ভাইয়ের কল্পকথার সন্ধান পাওয়া যায়। সোনারায়, রূপারায়, মানিকরায়, হীরারায় ও বুড়ারায়।

এই মাগন তোলা নিছক ভিক্ষা ছিল না। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল সামাজিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক দায়িত্বের একটি ব্যবস্থা। দক্ষিণা দিলে দুধমিশ্রিত জল ছিটিয়ে আশীর্বাদ, না দিলে ছড়ায় ভয়ের ইঙ্গিত, সব মিলিয়ে দেবতার নামকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ সামাজিক শৃঙ্খলাও বজায় থাকত। সেই কারণে সোনারায়ের পুজো শুধু ধর্মীয় আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, গ্রামের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিক জীবনেরও অংশ হয়ে উঠেছিল।

সোনারায়কে ঘিরে তৈরি হয়েছে নিজস্ব পালাগান ও পাঁচালির ধারাও। 'সোনারায়ের গান' মঙ্গলকাব্যের আদলে রচিত হলেও তার সুপ্রাচীন পূর্ণাঙ্গ পুঁথির সন্ধান মেলে না। সংগৃহীত পুঁথিগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, সংক্ষিপ্ত ও আংশিক। দীর্ঘদিন মৌখিক পরম্পরায় প্রবাহিত হওয়ার ফলে কাহিনীর অনেক অংশ হয়তো হারিয়ে গেছে। কোচবিহার থেকে সংগৃহীত একটি পুঁথিতে কবি বনমালী দাসের ভণিতা পাওয়া যায়। তাঁর পাঁচালি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমাংশে সোনারায়ের জন্ম ও বাল্যলীলা, দ্বিতীয়াংশে পুজো ও মাহাত্ম্য প্রচার।

এই কাহিনীর প্রথমাংশে কৃষ্ণ জন্মের প্রতিধ্বনি যেমন আছে, তেমনই দ্বিতীয়াংশে সোনারায় নিজস্ব লোকনায়কের রূপ পেয়ে যান। সন্ন্যাসীর বেশে সোনারায় ও তাঁর ভাই উপারায় বা রূপারায় পুজোর প্রচারে বেরোন। কাহিনীতে বাঘকে ব্যবহার করে মানুষকে পুজোয় আনুগত্য স্বীকার করানোর ঘটনাও রয়েছে। 'ধনের কিঙ্কর না মুই, মনের কিঙ্কর' ধরনের পংক্তিতে তাঁর চরিত্রের আর একটি দিক ফুটে ওঠে। ধর্মমঙ্গল ও মনসামঙ্গলের নানা কাহিনীর সঙ্গেও এই পাঁচালির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আবার উত্তরবঙ্গের আর এক লোকদেবতা গোরক্ষনাথের সঙ্গেও সোনারায়ের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। অনেক জায়গায় সোনারায়ের নামে গোরক্ষনাথের গান গাওয়ার কথাও জানা যায়।

এই লোককাহিনীর আর একটি আকর্ষণীয় দিক তার বাস্তব জীবন ঘনিষ্ঠতা। অন্তঃসত্ত্বা নারীর সাধের খাবার, শিশুর মাসে মাসে বেড়ে ওঠা, ছয় মাসে হামাগুড়ি, দশ মাসে দাঁড়ানো, এক বছরে হাঁটাহাঁটি, যশোদার সন্তানবৎসল মায়ের রূপ, সবকিছুতেই বাংলার আটপৌরে জীবনের ছাপটা স্পষ্ট। পৌরাণিক কাহিনীর ভিতর দিয়েও তাই লোকজীবনের বাস্তব ছবি উঠে এসেছে।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, বাঘ ছিল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গবাদিপশুরই শত্রু। ফলে গোধন রক্ষার প্রয়োজন দুই সম্প্রদায়কেই বাঘের শক্তিকে স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল। আজ সেই লোকবিশ্বাস অনেকটাই ক্ষীণ। বন কমেছে, বাঘও উত্তরবঙ্গের বহু এলাকা থেকে হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সোনারায়ের নাম, গান ও লোকস্মৃতি এখনও কোথাও কোথাও টিকে আছে।

আর এখানেই বর্তমান সময়ের সঙ্গে অতীতের আশ্চর্য যোগসূত্র। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে আগামী ২ অক্টোবর একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘিনী আনার প্রস্তুতি চলছে। প্রথমে তাকে নির্দিষ্ট এনক্লোজারে রেখে তার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হবে। পরে পরিস্থিতি অনুকূল হলে তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে আরও বাঘ আনার পরিকল্পনাও রয়েছে।

একদিন উত্তরবঙ্গের মানুষ বাঘের হাত থেকে বাঁচতে সোনারায়ের শরণ নিয়েছিল। আজ সেই উত্তরবঙ্গেই মানুষ বাঘকে ফিরিয়ে আনার জন্য অপেক্ষা করছে। এ যেন সময়ের এক আশ্চর্য উলটপুরাণ। যে প্রাণী একদিন ছিল আতঙ্কের, আজ তাকে বাঁচিয়ে রাখাই মানুষের দায়িত্ব। বক্সায় বাঘের ফিরে আসা তাই শুধু একটি বন্যপ্রাণীর প্রত্যাবর্তন নয়, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ককে নতুন করে ভাবারও সুযোগ। সোনারায়ের লোকস্মৃতি সেই দীর্ঘ ইতিহাসেরই এক মূল্যবান সাক্ষ্য।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

তথ্যসূত্র : সনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত), বাঘ ও সংস্কৃতি, ১৯৮০। খান চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস। ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়, উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের পূজাপার্বণ ও দেবদেবী। ডঃ ফণী পাল, সোনারায়ের পূজা-পাঁচালী ও প্রসঙ্গত।

আজ

১৮৪৭

আজকের দিনে জন্ম রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক আনন্দমোহন বসুর।

১৯১০

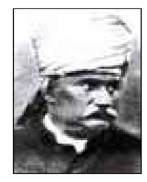

আজকের দিনে প্রয়াত হন স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রমথনাথ মিত্র।

আলোচিত

২০২৬ সালের ৯ মে আমি শপথগ্রহণ করেছি। ২০২৭ সালের ৯ মে- এই এক বছরের মধ্যে কোচবিহারবাসীর স্বপ্নপূরণে সমস্ত পদক্ষেপ করা হবে। ইতিমধ্যে জমি চিহ্নিতকরণ, ডিপিআর প্রস্তুত ও অর্থবরাদ্দের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে এখানে দু'ধরনের পর্যটককে আনতে হবে। একদিকে প্রকৃতিকে দেখার জন্য পর্যটক আসবেন। অন্যদিকে, ধর্মীয় স্থান দেখতে আসবেন। এর জন্য রেল, বিমানবন্দর, বাস ও রাত্রিবাসের জন্য ভালো ভালো গেস্টহাউস বানাতে হবে। এই কাজ করলেই দেখবেন ভালো পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠবে কোচবিহার।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

রাজস্থানের টঙ্ক জেলার দেবলী পুরসভায় ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনে রোলস রয়েসে চড়ে ভোট দিতে এসে চমক দিলেন ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার। গাড়িটির নম্বর ভিআইপি ০০০১। সঙ্গে ছিলেন আরও তিনজন। ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভোটকেন্দ্রে পৌঁছাতেই তাঁকে ঘিরে সৃষ্টি হয় কৌতূহল।

ভাইরাল/২

'বিট্টু তাবাহি' নামে পরিচিত সুরেন্দ্র সিং চৌধুরী এবার নদী পরিষ্কারের অভিযান নিয়ে হাজির দিল্লিতে। যমুনার পাড়ে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে যোগ দেন তিনি। তাঁর দাবি, অভিযানে ৫৮৫ কেজি আবর্জনা সরানো হয়েছে। নদী দূষণ রোধে এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে।

জনমন

জনমত

ভালো থাকুক আমাদের শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ির উন্নয়নের জন্য কিছু পরিকল্পিত উদ্যোগ এখন সময়ের দাবি। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন বিজেপির শংকর ঘোষ। তিনি এখন পর্যটনমন্ত্রী। তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। একজন শিক্ষিত, ভদ্র ও দম্ভহীন জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁর কাছে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের মানুষের কয়েকটি দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হওয়ার আবেদন রইল।

গত কয়েক দশকে শিলিগুড়ি নিজের প্রয়োজনেই দ্রুত বেড়েছে। পাশাপাশি, কিছু সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে। যানজট, পার্কিং, পথচারীদের নিরাপত্তা এবং নাগরিক পরিষেবা নিয়ে মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে।

বিধান রোডের অর্ধসমাপ্ত ভবনটি পরিকল্পিত পার্কিং ব্যবস্থায় ব্যবহার করা যায় কি না, তা বিবেচনা করা যেতে পারে। হাসপাতাল থেকে ভেনাস মোড়মুখী রাস্তায় ইনস্পেকশন বাংলো ও রেলওয়ের জায়গা পুনর্বিন্যাস করে কাওয়াখালির আদলে গোলচত্বর তৈরি হলে যানজট কমতে পারে। হাসমি চক, পানিট্যাঙ্কি মোড়, এয়ারভিউ মোড় এবং জংশনের প্রবেশপথে ফুট ওভারব্রিজ ও লিফটের ব্যবস্থা প্রয়োজন। বাইপাসও দ্রুত প্রশস্ত করা দরকার। মহানন্দাকে শহরের সৌন্দর্য ও কর্মসংস্থানের সম্পদ হিসেবে ভাবা যায়। ড্রেজিং করে নাব্যতা বাড়ানো, দুই পাড় বাঁধানো, হাঁটার জায়গা ও সবুজ পরিসর তৈরি এবং নিয়ন্ত্রিত নৌকাবিহারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

কাওয়াখালিতে আধুনিক স্টেডিয়াম, পুরোনো শহরের বাইরে আধুনিক প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের কথাও ভাবা প্রয়োজন। হিলকার্ট রোড ও বিধান রোড দখলমুক্ত করে ফুটপাথ ফিরিয়ে দিতে হবে। সেবক রোডের গ্যারাজগুলির বিকল্প ব্যবস্থা এবং আদালত চত্বর শহরের বাইরে সরানোর সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

শিলিগুড়ির ভবিষ্যৎকে যানজটমুক্ত, নাগরিকবান্ধব ও নান্দনিক করে তুলতে এখনই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দরকার।

কনকসুন্দর কুণ্ডু
বাস্তুকার ও নাট্যকর্মী, শিলিগুড়ি।

উন্মুক্ত ট্রান্সফর্মার

ময়নাগুড়ি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের আনন্দনগরে রাস্তার পাশে মাত্র তিন ফুট উচ্চতায় রয়েছে উন্মুক্ত বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার। এই ট্রান্সফর্মারের বাঁদিকের ১০০ মিটারের মধ্যে রয়েছে আনন্দনগর নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয় আর ডানদিকের ১০০ মিটারের মধ্যে রয়েছে বিদ্যাসাগর শিশুনিকেতন স্কুল। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিদিন সকালবিকেল এই রাস্তায় দেখা যায় শিশুদের আনাগোনা।

রোদ-ঝড়-বৃষ্টি— একেক দিন আবহাওয়ার একেক রকম পরিবর্তন দেখা গেলেও শিশুদের স্কুলে যাওয়া ও বাড়ি ফেরার দৈনন্দিন দৃশ্যপটের কোনও পরিবর্তন হয় না। পথচলতি শিশুমন প্রশ্ন তুলতেই পারে, ওটা কী? এর উত্তর যে কতটা ভয়ংকর, তা সকলের জানা। শুধু এটাই নয়, চলার পথে এমন অনেক কিছু রয়েছে যা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। তাই বিপদ এড়াতে ওই ট্রান্সফর্মারটি যত দ্রুত সম্ভব নির্দিষ্ট উচ্চতায় তোলা এবং সঠিক আবরণের ব্যবস্থা করা উচিত।

পার্থপ্রতিম সরকার
আনন্দনগর, ময়নাগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা ৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড় ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা ৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৪৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

একটুখানি একা থাকার অবকাশ

বাথরুমের দরজা বন্ধ করেও আজ আমরা অ্যালগরিদমের পৃথিবী থেকে বেরোতে পারছি না।

নীলাচল রায়

আচ্ছা, বাথরুমে মোবাইল ফোন নিয়ে গিয়ে মানুষ কী করে? প্রশ্নটা শুনে হয়তো হাসি পেতে পারে। ঘরে বসে কিংবা শুয়ে ফোন নিয়ে যা করার, তাই করে। ফেসবুক, রিলস, ইউটিউব, খবর, বার্তালাপ, আরও কত কী। অথচ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, বাথরুমে গেলে, বিশেষ করে স্নানের সময়, মাথায় অনেক নতুন ফন্দি, ভাবনা বা আইডিয়া আসে। স্নান করা বা হাঁটার মতো মাঝারি মাত্রায় মনোযোগ দাবি করা কাজের সময় বাইরের দুনিয়ার চাপ কিছুটা কমে যায়, মনও নিজের মতো করে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পায়। গবেষণাতেও এমন পরিস্থিতির সঙ্গে সৃষ্টিশীল চিন্তার একটি সম্পর্কের কথা উঠে এসেছে। এর অর্থ এই নয় যে, স্নান করলেই অসাধারণ কোনও আবিষ্কারের সূত্র এসে যাবে। বরং নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে, কিছুটা নির্ভার হয়ে থাকার সেই সময়টুকুই গুরুত্বপূর্ণ। তখনই হয়তো কোনও পুরোনো সমস্যার নতুন সমাধান মাথায় আসতে পারে, কিংবা কোনও লেখার অসমাপ্ত বাক্য হঠাৎ সম্পূর্ণ হয়ে যেতে পারে।

ইতিহাসের দিকে তাকালেও এমন একটি বহুলপ্রচলিত কাহিনী মনে পড়ে। পদার্থবিজ্ঞানী আর্কিমিডিস স্নানের চৌবাচ্চায় বসে রাজমুকুটের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের সমস্যার সমাধানের সূত্র পেয়েছিলেন বলে কথিত আছে। জলে শরীর ডোবানোর সময় জল উপচে পড়তে দেখে তাঁর মাথায় আসে বস্তুর আয়তন নির্ণয়ের সূত্র। আনন্দে তিনি 'ইউরেকা! ইউরেকা!' বলে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, এমনটাই বর্ণনা করেছেন প্রাচীন লেখক ভিট্রুভিয়াস। ঘটনাটি ইতিহাসের নিশ্চিত সত্য কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কিন্তু কাহিনীটির তাৎপর্য অন্য জায়গায়। মানুষ যখন কোনও সমস্যার দিকে একটানা তাকিয়ে না থেকে কিছুক্ষণের জন্য অন্য একটি নির্ভার কাজে মন দেয়, তখন মস্তিষ্ক কখনও নতুনভাবে সেই সমস্যাটিকে দেখতে পারে। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে কিংবা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কোনও ভাবনা মাথায় আসার অভিজ্ঞতা তাই একেবারে অস্বাভাবিক নয়।

প্রতীকী

অথচ আজ আমরা কী করছি? জীবনের যে অল্প কয়েকটি নির্জন মুহূর্ত ছিল, সেগুলিও আমরা একটি পর্দার হাতে তুলে দিচ্ছি। সারাদিন খবরের চাপ, কাজের তাড়া, ফোনের বার্তা, সামাজিক মাধ্যমের নোটিফিকেশন, রিলস আর নানা ধরনের তথ্যের ভিড়ে মন এমনিতেই ব্যস্ত। তার মাঝেও যখন কয়েক মিনিটের জন্য নিজের সঙ্গে থাকার সুযোগ তৈরি হয়, তখনও হাত চলে যায় ফোনের দিকে। এক হাতে সাবান, অন্য হাতে মোবাইল, অথবা স্নানের ফাঁকে স্ক্রলিং। বিষয়টি শুধু বাথরুমে ফোন নেওয়া বা না নেওয়ার নয়। প্রশ্ন হল, আমরা কি নিজেদের জন্য কোনও অবসর রাখছি? কোনও নোটিফিকেশন নেই, কোনও লাইক বা মন্তব্যের হিসাব নেই, কারও সঙ্গে যোগাযোগের তাড়া নেই, এমন কয়েকটি মিনিটও কি আমাদের জীবনে প্রয়োজনীয় নয়? মানুষের মনকে সবসময় তথ্য দিয়ে ভরে রাখলে চিন্তার জন্য যে ফাঁকা জায়গাটুকু দরকার, সেটি কমে যেতে পারে। আর সেই ফাঁকা জায়গাতেই কখনো-কখনো নতুন ভাবনার জন্ম হয়।

শৌচাগার হোক বা স্নানের ঘর, দিনের কোনও একটি সময়ে সম্পূর্ণ একা থাকা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়। সেই একাকিত্ব নিঃসঙ্গতা নয়, বরং নিজের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার অবকাশ। সেখানে কোনও বিশেষ কাজ করতেই হবে এমন নয়। চুপচাপ থাকা, দিনের কোনও ঘটনা মনে করা, অসমাপ্ত কাজের কথা ভাবা কিংবা একেবারেই কিছু না ভাবার মধ্যেও মনের নিজস্ব একটি কাজ চলতে থাকে। গবেষণাতেও দেখা যাচ্ছে, মনোযোগ থেকে সাময়িকভাবে সরে গিয়ে স্বাধীনভাবে ভাবার সুযোগ কখনও সৃষ্টিশীল চিন্তার সহায়ক হতে পারে। তবে মন ঘুরে বেড়ালেই যে সৃজনশীলতা বাড়বেই, এমন সরল সমীকরণও নেই। প্রয়োজন উপযুক্ত অবকাশ, মনোযোগ এবং বাইরের উদ্দীপনা থেকে সাময়িক দূরত্ব।

তাই পরেরবার বাথরুমে ঢোকার আগে ফোনটাকে বাইরে রেখে যাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। খুব বড় কোনও পরিবর্তনের জন্য নয়, কয়েক মিনিট নিজের সঙ্গে থাকার জন্য। হয়তো সেই কয়েক মিনিটে বিশেষ কিছুই ঘটবে না। কোনও নতুন আইডিয়াও আসবে না। তবু ক্ষতি কী? অন্তত সেই সময়টুকু নিজের থাকবে। আজকের পৃথিবীতে সেটিও কিন্তু কম কথা নয়।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার বাসিন্দা।)

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৫৭

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। প্রতারণা, জুয়াচুরি ৫। পৌষপার্বণের আরেক নাম ৬। অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি ৮। দুর্গাদেবী, ননদ ৯। লাঙল, অবস্থা, দশা ১১। সারা বছর ১৩। গানে (বিশেষত কবিগানে) মহড়ার পর উচ্চকণ্ঠে গীত অংশ ১৪। স্বপক্ষীয় লোকজন।

উপর-নীচ : ১। সপ্তভুবনের অন্যতম ২। কাঁকড়ার দাঁতযুক্ত লম্বা ঠ্যাং ৩। জঙ্গল, ঝোপঝাড় ৪। বৃদ্ধিশীল, নিঃশেষিত ৬। ক্রীতদাস ৭। বেশি কথা বলে এমন ৮। ভৃত্য, পরিচারক ৯। গলায় পরবার গয়না ১০। সম্পূর্ণ বশীভূত বা অধীন ১১। সমুদ্র জল ১২। পণ্ড, ব্যর্থ ১৩। শিকারি পাখিবিশেষ।

সমাধান ■ ৪৫৫৬

পাশাপাশি : ১। বমবম ৩। তমাম ৫। আচারবিচার ৬। বিশাখা ৭। কেদার ৯। আমতাআমতা ১২। তমাল ১৩। খরখর।

উপর-নীচ : ১। বনবিবি ২। মরিচা ৩। তলবি ৪। মঞ্জীর ৫। আখা ৭। কেতা ৮। রবিকর ৯। আঘাত ১০। তাম্বুল ১১। ময়ূখ।

পবিতরা অভয়ারণ্যে একশৃঙ্গ গন্ডার। মঙ্গলবার বিশ্ব গন্ডার দিবসে অসমের মরিগাঁওয়ে।

জামুই পুলিশের গুলিতে জখম মূল অভিযুক্ত

ওড়িশার ঢেঙ্কানলে একই কায়দায় হেনস্তা আরেক যুগলকে

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ২২ সেপ্টেম্বর : বিহারের জামুইয়ে দশম শ্রেণির দুই পড়ুয়াকে মারধর ও শ্লীলতাহানির ঘটনায় মূল অভিযুক্ত নন্দন যাদবকে নাটকীয় পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। নন্দকে পা লক্ষ করে গুলি করে পুলিশ। বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি। ধরা হয়েছে নন্দনের সঙ্গী অভিযুক্ত রাম যাদবকেও।

জামুইয়ের এই নৃশংসতার রেশ কাটতে না কাটতেই ওড়িশার ঢেঙ্কানলে ফের একই কায়দায় হেনস্তার শিকার এক যুগল। আবার দিল্লিতেও গণধর্ষণের শিকার হয়েছে এক কিশোরী। বিজেপি শাসিত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের মুখে ডাবল ইঞ্জিন সরকার।

ঢেঙ্কানলের কপিলাসের পর্যটনকেন্দ্রের রাস্তায় বাইক থামিয়ে ওই তরুণ-তরুণীকে ঘিরে ধরে একদল যুবক। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, আক্রান্ত তরুণী বারবার হাতজোড় করে মুক্তি চাইলেও হামলাকারীরা ভিডিও করতে করতে তাণ্ডব চালায়। গোন্দিয়া ব্লকের আইআইসি প্রতাপ দালেই জানিয়েছেন, বেশ কয়েকজনকে শনাক্ত করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

অন্যদিকে, দিল্লির কালকাজী মন্দিরের কাছের পার্কে ১৭ বছরের কিশোরীকে পুলিশ সেজে গণধর্ষণের অভিযোগে তিনজন ধরা পড়েছে। একই দিনে কিষানগঞ্জে ছয় বছরের শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ধরা পড়েছে এক তরুণ। সোমবারে আস্থার কুঞ্জ পার্কে বন্ধুর সঙ্গে বসে থাকা ওই নাবালিকাকে ভুয়ো পুলিশ পরিচয় দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেয় তিন দুষ্কৃতী। এরপর মেয়েটিকে গণধর্ষণ করা হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে হেমন্ত, মুকেশ ও আসিফ নামে তিন অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অমর কলোনিতে অভিযানে গেলে আসিফ পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পালটা গুলিতে তার পায়ে আঘাত লাগে।

এদিকে জামুইয়ের আক্রান্ত যুগলের পরিচয় প্রকাশ ও ভিডিও ফাঁসের অভিযোগে ১২০টি সমাজমাধ্যম অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সমাজমাধ্যমে ভিডিও ভাইরাল করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে রমাশিস চৌধুরী নামে এক ব্যক্তিকেও। তবে শ্লীলতাহানির ঘটনায় তাঁর কোনও যোগ নেই বলে জানিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে, ইতিমধ্যে হামলা ও শ্লীলতাহানির ঘটনায় জড়িত ও চিহ্নিত সাতজনের মধ্যে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের মধ্যে অন্তত জনাতিনেক নাবালক বলে মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবার ভোরে অভিযুক্ত নন্দন যাদবকে অকুস্থলে নিয়ে যাওয়ার সময়ে সে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশের গুলিতে পায়ে আঘাত পেয়ে ধরা পড়ে। এ পর্যন্ত ঘটনায় জড়িত একাধিক অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এই জঘন্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতি চরম উত্তপ্ত। বিহারের মন্ত্রী শ্রাবণ কুমার এই ঘটনাকে লঘু মন্তব্য করে বিতর্ক বাড়িয়ে বলেন, 'পৃথিবী থেকে তো আর অপরাধ শেষ হয়ে যায়নি, দু-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটতেই পারে।' জামুইয়ের বিজেপি বিধায়ক তথা মন্ত্রী শ্রেয়সী সিং আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন, 'নীতি পুলিশগিরি খারাপ কিছু নয়, তবে সেটা আরও শালীন ও মার্জিত উপায়ে করা যেত। ওই কিশোর-কিশোরীর সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে সেটা সমর্থনযোগ্য নয়।'

বন্দে মাতরম না গাইলে শাস্তি নয়

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর : বন্দে মাতরম বিতর্কে কেন্দ্রের কঠোর মানসিকতায় এবার প্রশ্ন তুলে দিল সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ। সম্প্রতি আইনে সংশোধনী এনে 'বন্দে মাতরম'কে 'জনগণমন'-এর সমান মর্যাদা দিয়েছে কেন্দ্র। এমনকি সরকারি অনুষ্ঠানে জাতীয় গানের ৬টি স্তবক পুরো গাওয়া বাধ্যতামূলকও করা হয়েছে। এই নিয়ে কংগ্রেস সহ বিরোধীদের একটা বড় অংশেরই আপত্তি রয়েছে। এরইমধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ

পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

জানিয়ে কর্ণাটকের সংগীতশিল্পী টিএম কৃষ্ণের দায়ের করা এক মামলায় কেন্দ্রের জবাব তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চের মৌখিক পর্যবেক্ষণ, 'কোনও গানকে জাতীয় গান হিসেবে ঘোষণা করা আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। তবে বিজয় ইমানুয়েল মামলায় স্বীকৃত নজির অনুযায়ী, কোনও বিবেকবান ব্যক্তির তা গাওয়া থেকে বিরত থাকার অধিকার নতুন আইনেও সুরক্ষিত কি না, আদালত তা খতিয়ে দেখবে।' শীর্ষ আদালতের আশা, ধর্মীয় কারণে কেউ গানটি না গাইলে তাঁকে কোনও শাস্তিমূলক পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে না।

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, কোনটা জাতীয় গান হবে, তার দুটি স্তবক থাকবে নাকি চারটি সেটা ঠিক করবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কিন্তু তাতে সংবিধানের ২৫ ও ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ধর্মের অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে কেউ যদি ধরে নেন তাহলে তাঁকে যেন কোনওভাবেই শাস্তিমূলক পরিণতির মুখোমুখি হতে না হয়। বন্দে মাতরমের সঙ্গে যুক্ত জাতীয় আবেগ বা আকাঙ্ক্ষাকে নতুন করে বিচার করা আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। এটা রাষ্ট্রের কাজ। একজন বিবেকবান প্রতিবাদীর অধিকার রয়েছে জাতীয় গানের এক বা একাধিক স্তবক না গাওয়ার, আর সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না।'

বন্দে মাতরম্-এর মোট ছয়টি স্তবকের মধ্যে শেষ চারটি স্তবক গাওয়া নিয়েই মূল আপত্তি। আবেদনকারীর দাবি, এই স্তবকগুলিতে দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মতো হিন্দু দেব-দেবীদের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। নাগরিকদের এই স্তবকগুলি গাইতে বাধ্য করা এক ধরণের চাপিয়ে দেওয়া ধর্মীয় ও আদর্শগত আনুগত্যের শামিল, যা সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের পরিপন্থী। মামলাকারীর যুক্তি, এই আইনি পদক্ষেপগুলি সংবিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে লঙ্ঘন করে। বিচারপতি বাগচীর মন্তব্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাকে ইতিবাচক ধর্মনিরপেক্ষতার মডেল হিসেবে গণ্য করা হয়, সেখানেও তাদের জাতীয় গানে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা এতটাও সংকীর্ণ হতে পারে না।'

পাশে ৪ দেশ

নিউ ইয়র্ক, ২২ সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের দাবিকে সমর্থন জানাল মধ্য ইউরোপের চার দেশ হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া ও চেক প্রজাতন্ত্র। সাধারণ সভার ফাঁকে 'ভি৪-ইন্ডিয়া' বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৈঠক শেষে স্লোভাকিয়ার বিদেশমন্ত্রী জুরাজ ব্লানার বলেন, 'গ্লোবাল সাউথের অংশ ও ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের উদীয়মান মহাশক্তি হিসেবে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে ভারতের থাকা উচিত।'

কীসের ভিত্তিতে নোটিশ, রিপোর্ট তলব

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর থেকে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, প্রাক্তন সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী, লালকৃষ্ণ আদবানি থেকে প্রাক্তন বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি-দিল্লিতে এসআইআর পর্বে একের পর এক ভিভিআইপিকে নোটিশ পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। কারণ, আগের তালিকার সঙ্গে তাঁদের তথ্যগত মিল পাওয়া যাচ্ছে না। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে এভাবে নোটিশ পাঠানো নিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ল নির্বাচন কমিশন। কীসের ভিত্তিতে দিল্লির ভোটারদের ধরে ধরে ওই নোটিশ পাঠানো হচ্ছে তা কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ।

কমিশন কী কী পদক্ষেপ করেছে তা জানাতে একটি স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর চলাকালীন যে নির্দেশিকাগুলি জারি করা হয়েছিল সেগুলি কমিশনকে মেনে চলতে বলেছে সর্বোচ্চ আদালত। দিল্লিতে এসআইআর নিয়ে একগুচ্ছ মামলা হয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে। কোনও নির্দিষ্ট কারণ না দর্শিয়ে বা কীসের ভিত্তিতে আপত্তি সেই সংক্রান্ত কোনও তথ্য না দিয়ে ভোটারদের নোটিশ পাঠানোকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে ওই মামলাগুলিতে। লজিক্যাল ডিসক্রেপিন্সির নামে যেভাবে ভোটারদের বিড়ম্বনায় ফেলা হয়েছে তাতে কী কী তথ্য দিতে হবে সেই সংক্রান্ত স্পষ্টতা চাওয়া হয়েছে।

দিল্লিতে ইতিমধ্যে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৪৭ লক্ষের নাম বাদ গিয়েছে। নোটিশ পাঠানো হয়েছে প্রায় ৩৩ লক্ষ ভোটারকে। আবেদনকারীদের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ জানান, কতগুলি নোটিশ পাঠানো হয়েছে তার থেকেও বড় সমস্যা হল ভোটারদের কী প্রমাণ করতে বলা হচ্ছে সেটা নিয়ে। অপরদিকে কমিশনের আইনজীবী ডিএস নাইডুর দাবি, প্রতিটি নোটিশেই কারণ দেখানো হয়েছে। আবেদনকারীরা যেভাবে তিলকে তাল করছে ব্যাপারটা আদৌ সেরকম নয়। কমিশনের আশ্বাস, যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া কোনও ভোটারেরই নাম বাদ যাবে না।

সাবান, টুথপেস্টে আমিষ-নিরামিষ চিহ্ন

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর : সাবান, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট ও অন্যান্য প্রসাধনী সামগ্রীর মোড়কে লাল, সবুজ চিহ্ন দিয়ে আমিষ ও নিরামিষ বোঝানো বাধ্যতামূলক করল কেন্দ্র। উদ্ভিদভিত্তিক উপাদান দিয়ে পণ্যটি

তৈরি হলে প্যাকেটের গায়ে সবুজ বিন্দু থাকতে হবে। সরকার জানিয়েছে, কোনও পণ্য আমিষ না নিরামিষ উপাদান দিয়ে তৈরি কি না, তা জানার অধিকার রয়েছে ক্রেতার। প্রাণীজ উপাদানে তৈরি হলে প্যাকেটের ওপর লাল বিন্দু থাকবে। ক্রেতা পণ্যটি কেনার সময় নির্দিষ্ট বিন্দুর রং দেখে বুঝে নিতে পারবেন পণ্যটি নিরামিষ না আমিষ। কেন্দ্রীয় উপভোক্তা মন্ত্রক লিগ্যাল মেট্রোলজি (প্যাকেজড কমোডিটিজ) বিধি ২০১১ সংশোধন করে এই নতুন নির্দেশিকা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জারি করেছে। কার্যকর হয়েছে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে। ২০১৪ সাল থেকে প্রসাধনী সামগ্রীতে এই নিয়ম চালু করার কথা থাকলেও আইনি বিতর্কে তা আটকেছিল। দিল্লি হাইকোর্টে মামলা এবং আইনি পর্যালোচনার পর কেন্দ্রীয় উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রক লিগ্যাল মেট্রোলজি রুলস পরিবর্তন করে নতুন নিয়ম চালু করল। এর ফলে ভেগান ব্যক্তিদের পণ্য কেনাকাটা সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

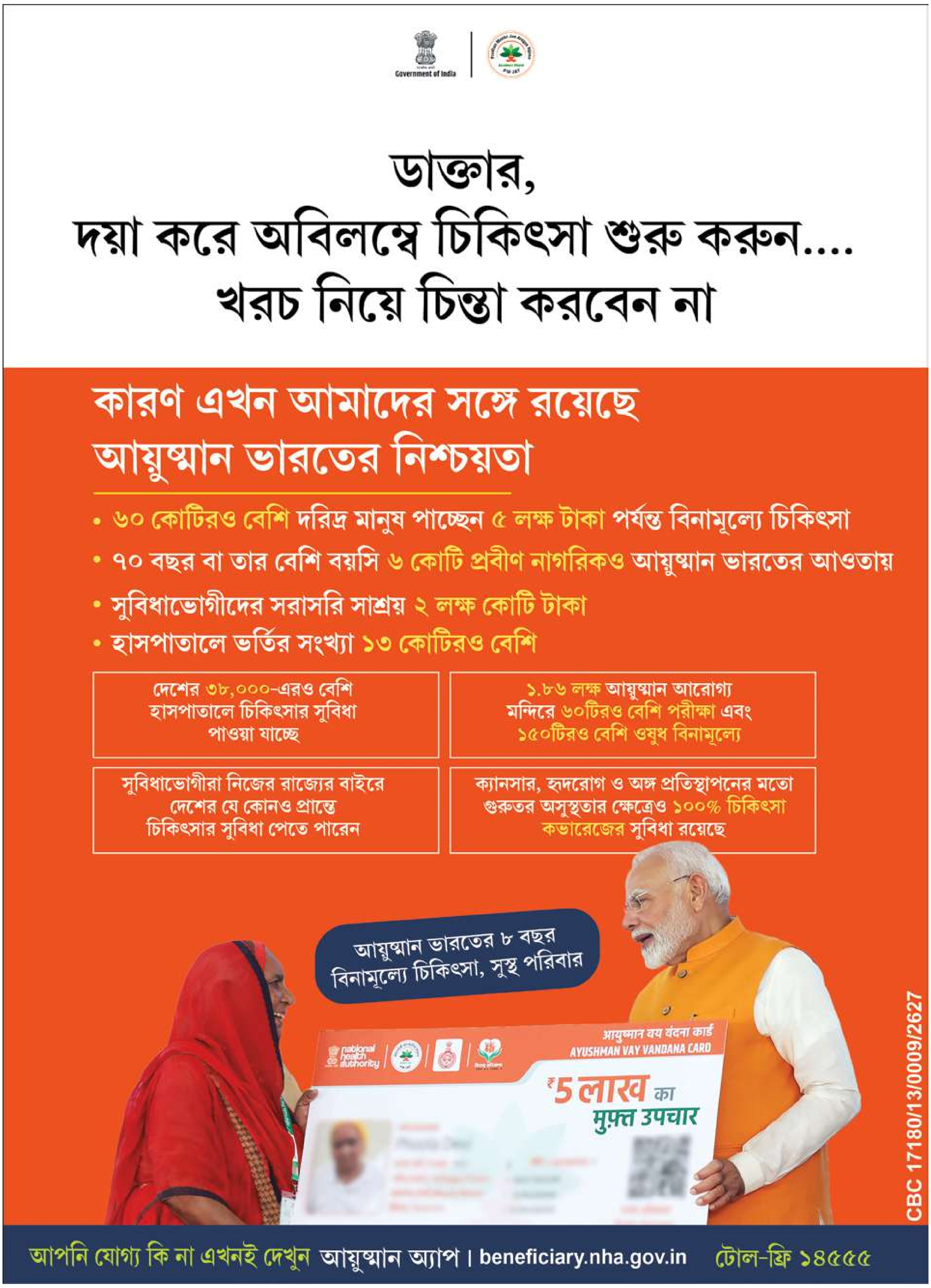

মুক্তির আগেই বিশ্বরেকর্ড

আল্লু অর্জুন মানেই রেকর্ড হবেই। এবারও তার কোনও খামতি ঘটল না। তবে এই রেকর্ড একেবারে বিশ্বরেকর্ড। অ্যাটলি পরিচালিত ‘রাকা’ ছবিটি একেবারে গিনেস বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেলল।

আল্লু আর অ্যাটলি একসঙ্গে প্রথম কাজ করছেন। এই ‘রাকা’ ছবিটার কনসেপ্ট গত ১৮ বছর ধরে ভাবছেন পরিচালক। চোখে মোটা কাজল, মাথা ন্যাড়া। চোখে হিংস্র লুক আর হাতে পশুর মতো নখ নিয়ে আল্লুর মুখের একটা অংশ সামনেও এসেছে। তবে রেকর্ড সেটা নয়। রেকর্ড হল অন্য জায়গায়। হয়েছে কি, এই ছবিতে এমন এক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, যা আগে ভারতে কেউ ভাবতেই পারেনি। একসঙ্গে ৩৭ জন শিল্পীর রিয়েল-টাইম মোশন-ক্যাপচার করা হয়েছে! আর ঠিক এই অসাধ্য সাধনের জন্যই সোজা বিশ্বরেকর্ড।

সোমবার প্রযোজনা সংস্থা সান পিকচার্স সোশাল মিডিয়ায় এই খবর জানিয়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, অ্যাটলির সঙ্গে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে গিনেসের শংসাপত্র হাতে ধরে আছেন আল্লু। গিনেসের ওয়েবসাইটেও পরিষ্কার লেখা আছে, ২০২৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ে এই রেকর্ড তৈরি হয়েছে।

দিন কয়েক আগে পরিচালক সিবি চক্রবর্তী ‘রাকা’ নিয়ে একটা বড় কথা বলেছেন। তাঁর দাবি, এই ছবির ভিজ্যুয়াল নাকি হলিউডের ‘অ্যাভাটর’-কেও টেক্কা দেবে। আল্লুর সঙ্গে এই ছবিতে দেখা যাবে দীপিকা পাড়ুকোনকে। গানের দায়িত্বে সাঁই অভয়ঙ্কর। সান পিকচার্স জানিয়েছে, এই ছবি ভারতীয় সিনেমাকে গ্লোবাল স্টেজে একটা আলাদা জায়গা করে দেবে। এখন শুধু ২০২৭ সালের অপেক্ষা। তবে বোঝাই যাচ্ছে, বড়পর্দায় বিশাল একটা ধামাকা হতে চলেছে!

চলে গেলেন রানির মা

মা’কে হারালেন রানি মুখার্জি। মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ৭৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন রানির মা কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। প্রযোজনা সংস্থা ‘যশ রাজ ফিল্মস’-এর পক্ষ থেকে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে খবরটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সংস্থার তরফে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, “অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা জানাচ্ছি যে রানির মা কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় আজ (মঙ্গলবার) দুপুরে প্রয়াত হয়েছেন। এই কঠিন সময়ে আপনাদের ভালোবাসা, প্রার্থনা ও সমর্থনের জন্য মুখোপাধ্যায় পরিবার আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। শোকাহত পরিবার এই মুহূর্তে সবার কাছে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখার অনুরোধ জানিয়েছে।”

সেরার জাতীয় পুরস্কার পেলেন মামুটি, কার্তিক, ইয়ামি

গুজরাটের একতা নগরে ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠান ছিল মঙ্গলবার। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে পুরস্কার নিলেন বিজয়ীরা। চলতি বছর সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়ছেন মামুটি, তাঁর ব্রমমুগম-এর জন্য। এই নিয়ে চারবার তিনি সেরা অভিনেতার সম্মান পেলেন। তাঁর সঙ্গে সেরার পুরস্কার ভাগ করেছেন কার্তিক আরিয়ান, চন্দু চ্যাম্পিয়ন ছবির জন্য। এই প্রথমবার সেরার পুরস্কার জিতলেন তিনি। সেরা অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতম, আর্টিকল ৩৭০-এর জন্য।

রাজকুমার পেরিয়াসামি আমরন ছবির জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন। সেরা ফিচার ফিল্ম আর্টিকল ৩৭০, পরিচালক আদিত্য সুহাস জাম্ভালে। সেরা হিন্দি ছবি শ্রীকান্ত। সেরা ডেবিউ ফিল্মের পরিচালক রণদীপ হুড়া, স্বতন্ত্র বীর সাভারকর-এর জন্য। সেরা বাংলা ছবি অঞ্জন দত্তর চালচিত্র এখন। স্পেশাল মেনশন বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন ধনুষ, ক্যাপ্টেন মিলার-এর জন্য। সেরা মিউজিক আমরন-এর জন্য জি ভি প্রকাশ কুমার। সেরা নন ফিচার স্ট্যাচু অফ ইউনিটি—একতা কা প্রতীক, পরিচালক আনন্দ এল রাই। সেরা শিশু অভিনতা অরুণ দেব (চিন্না কথা কাড়ু) এবং ঋদ্ধিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, তপোময় দেব, গীতশ্রী চক্রবর্তী (অঙ্ক কি কঠিন)। বিশিষ্ট কন্নড় অভিনেতা অনন্ত নাগ দাদাসাহেব ফালকে সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। রাষ্ট্রপতি মোট ৯০ জন বিভিন্ন বিভাগের বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পটেল ও কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

শাহরুখের পরের ছবি কি মণিরত্নমের সঙ্গে

শাহরুখ খান এখন কিং নিয়ে ব্যস্ত। জমকালো অ্যাকশন ছবিটিতে তাঁর লুক, অ্যাকশন, স্টাইল ইত্যাদি নিয়ে রোজই খবর হচ্ছে। তিনিও এখন কিং-এই মন দিয়েছেন। ছবিতে তাঁর মেয়ে সুহানা খান আছেন। সুহানার প্রথম ছবি আর্চিস চলেনি, তাই এটাই তাঁর ডেবিউ ফিলম হতে চলেছে বলা যায়। তাই বাবা শাহরুখ, এই ছবিতে মেয়ে যাতে নিশ্চিত সাফল্য পান, তার জন্য পরিশ্রম করছেন প্রাণপণে। কিং-এর পর তিনি নরম রোমান্টিক ছবি করতে চাইছেন বলে শোনা যাচ্ছে, যে ধরনের ছবি থেকেই শাহরুখ খানের জয়যাত্রা হয়েছে। আরও খবর, মণিরত্নমই নাকি সে ছবির পরিচলক হতে চলেছেন। তবে মণি বা শাহরুখ, কেউই এ বিষয়ে কোনও শিলমোহর দেননি। মণি ছাড়াও অন্য পরিচালকরাও শাহরুখকে তাঁদের ছবির জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন, কিন্তু শাহরুখ এখনও কোনও কথা দেননি কাউকে। মণিরত্নমের দিল সে -তে শাহরুখ কাজ করেছিলেন. সঙ্গে মনিষা কৈরালা। সে ছবি সন্ত্রাসীদের নিয়ে ছিল, তার মধ্যে রোমহর্ষক প্রেম বুনেছিলেন মণি। এবার রোমান্সের কোন পথে শাহরুখকে নিয়ে যাবেন তিনি, সেটাই দেখার।

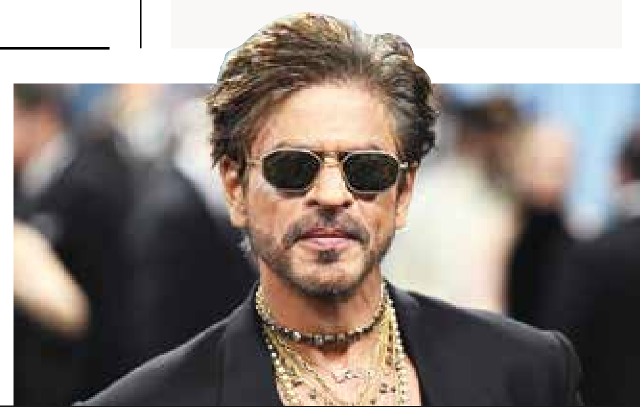

বাঙালির সেরা পার্বণে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

নিম্নলিখিত এলাকা থেকে পুজো উদ্যোক্তারা অংশ নিতে পারবেন
দার্জিলিং–শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, খড়িবাড়ি
জলপাইগুড়ি–জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, লাটাগুড়ি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, ওদলাবাড়ি
আলিপুরদুয়ার–আলিপুরদুয়ার, সোনাপুর, ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা কোচবিহার–কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ
উত্তর দিনাজপুর–রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইসলামপুর, করণদিঘি, চোপড়া
দক্ষিণ দিনাজপুর–বালুরঘাট, পতিরাম, হিলি, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর মালদা–ওল্ড মালদা, ইংরেজবাজার, গাজোল।

পুরস্কার

প্রথম ১৫,০০০/- | দ্বিতীয় ৭,৫০০/- | তৃতীয় ৫,০০০/-

প্রতি জেলা থেকে ১টি ক্লাবকে কম বাজেটের সেরা পুজোর জন্য পুরস্কৃত করা হবে
পুরস্কার মূল্য ৫,০০০/- সঙ্গে থাকবে স্বীকৃতি স্মারক

প্রতিটি জেলার ৩টি শ্রেষ্ঠ পুজোকে শারদ সম্মানে ভূষিত করবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।
মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ– এই বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে।
কোন কোন পুজো ‘শারদ সম্মান–১৪৩৩’-এ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হচ্ছে তা জানতে পড়ুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আপনার পুজোকে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক তালিকাভুক্তির জন্য যা যা করতে হবে

এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। পরিষ্কার হরফে আবেদনপত্র আয়োজক সংস্থার নিজস্ব লেটার প্যাডে পূরণ করে জমা দিতে হবে ৪ অক্টোবরের মধ্যে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পথনির্দেশিকা দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুজোর মণ্ডপে চোখে পড়ার মতো জায়গায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর (৫x৩ ফুট) ব্যানার টাঙিয়ে রাখতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য একাধিক ফোন নম্বর দিলে ভালো হয়।

পুজো কমিটির নাম .... ঠিকানা ....
....
যোগাযোগের প্রতিনিধি .... ফোন .... মোবাইল ....
পুজোর থিম (থাকলে) ....
মণ্ডপশিল্পী .... প্রতিমাশিল্পী .... আলোকশিল্পী ....
পুজোর ব্যয়বরাদ্দ........................
উপরের সমস্ত তথ্য আমার/আমাদের কমিটির বিশ্বাস মতে সত্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্ত মেনে চলতে বাধ্য রইলাম।
অনুমোদিত স্বাক্ষর এবং সিল

শ্রেষ্ঠ পুজো নির্বাচনের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

আবেদন পাঠান এই ঠিকানায় - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১ অথবা মেল করুন ubssharodsamman@gmail.com 9735739677

PLATINUM SPONSOR
UTTORA GOOD LIVING GOT BETTER | Luxmi

GOLD SPONSOR
PKSH care & compassion
DR. P. K. SAHA HOSPITAL
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
1st Hospital in Coochbehar with NABH Pre Accredited

SILVER SPONSOR
BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
CBSE Affiliation No. 2430164
MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR

মেডিকেলে ফের প্রশ্নে নজরদারি

রোগী নিখোঁজে নোটিশ এজেন্সিকে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে রোগী নিখোঁজের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মেল মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসাধীন ৭৬ বছর বয়সি নীরেন বড়ুয়া নামে এক ব্যক্তি গত শনিবার ভোরে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে যান। তারপর থেকেই আর তাঁর খোঁজ মিলছে না। এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে পরিবার। হাসপাতালের ওয়ার্ডে চিকিৎসক, নার্স থেকে শুরু করে অন্য কর্মীরা থাকেন। ওয়ার্ডের বাইরে নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন। তারপরেও কীভাবে ওই বৃদ্ধ রোগী নিখোঁজ হয়ে গেলেন, সেই প্রশ্ন তুলছে পরিবার। হাসপাতাল সূত্রে খবর, প্রতি মাসে গড়ে ৭ জন রোগী এভাবে নিখোঁজ হন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নীরেন বড়ুয়া নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কোনও রোগী নিখোঁজ হওয়ার পর মেডিকেল কর্তৃপক্ষ খবর দিলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই মামলা রুজু করে তদন্ত করা হয়। মেডিকেল সুপার ডাঃ কৌশিক ঈশোর বলেছেন, 'ঘটনার অভিযোগ হওয়ার পরেই নিরাপত্তারক্ষীদের এজেন্সিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ ধরানো হয়েছে। পাশাপাশি রোগী কীভাবে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেলেন, তা জানার জন্য অভ্যন্তরীণ তদন্ত করা হচ্ছে।' পুলিশও ঘটনার তদন্ত করছে বলে সুপার জানিয়েছেন।

সরকারি হাসপাতাল থেকে রোগী নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। মেডিকেল, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল সহ অন্য হাসপাতাল থেকে রোগী পালিয়ে যাওয়া, নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা হামেশাই ঘটছে। তবে, বর্তমানে রোগী নিখোঁজের ঘটনা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশ জানিয়েছে, আগে মাসে গড়ে ১৮-২০ জন নিখোঁজ হলেও বর্তমানে সংখ্যাটা কমেছে। গত তিন মাসে মেডিকেল থেকে গড়ে ৭ জন করে রোগী নিখোঁজ হয়েছেন। তার মধ্যে কয়েকজনকে পরবর্তীতে বাড়িতে পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা হাসপাতাল থেকে ছুটি না নিয়েই বাড়ি চলে গিয়েছেন।

এরই মধ্যে গত শনিবার ভোর থেকে এক বৃদ্ধ রোগী নিখোঁজের ঘটনায় মেডিকেলে ফের শোরগোল ছড়ায়। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ঠুঁটাপাকড়ির বাসিন্দা নীরেন বড়ুয়াকে শুক্রবার মেল মেডিসিন-২ ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছিল। রাতে তাঁর স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। ভোরে স্ত্রী শৌচালয়ে যান। তিনি ফিরে এসে দেখেন, শয্যায় স্বামী নেই। ওয়ার্ডের নার্স সহ অন্যদের জিজ্ঞাসা করেও তিনি কোনও সদুত্তর পাননি বলে অভিযোগ।

খবর পেয়ে ওই বৃদ্ধের ছেলে বিকাশ বড়ুয়া হাসপাতালে আসেন। তিনি গোটা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর তন্নতন্ন করে খোঁজেন। কিন্তু ওই বৃদ্ধের হদিস না পেয়ে পরিবারের তরফে হাসপাতাল সুপার এবং মেডিকেল ফাঁড়িতে অভিযোগ জানানো হয়। বৃদ্ধের ছেলে বিকাশের বক্তব্য, 'হাসপাতালের ওয়ার্ডে নার্স, ডাক্তার সহ অন্য কর্মীরা আছেন। প্রতিটি ওয়ার্ডের বাইরে নিরাপত্তারক্ষী আছেন। তারপরেও বাবা কীভাবে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেলেন? সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে যে, বাবা সবার সামনে দিয়েই ওয়ার্ড থেকে বের হচ্ছেন। কেউ বাধা দেননি।' তাঁর অভিযোগ, 'বাবা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে কোন দিকে গিয়েছেন, তা জানার জন্য হাসপাতালের বাইরের অংশের সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের সেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হয়নি।' বাবাকে খুঁজতে মঙ্গলবারও মেডিকেলে এসেছিলেন বিকাশ। তিনি হাসপাতাল সুপার এবং পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে কথাও বলেন।

স্নিগ্ধতা ও 'এক্সক্লুসিভ' আড়ম্বরে

পুজোর সাজ

উমার আগমনের দিন গোনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফ্যাশন চর্চা এখন তুঙ্গে। বুটিকগুলিতে সাজানো শুরু হয়েছে পুজোর 'এক্সক্লুসিভ' কালেকশন। পছন্দের জামার সঙ্গে মানানসই গয়না বানাতে গয়নাশিল্পীদের ফোন করে দেওয়া হচ্ছে অর্ডার। পুজোয় নিজেকে সবচেয়ে সুন্দর করে তোলার তোড়জোড় এখন চূড়ান্ত। সেসব গল্পের অন্দরে ঢুঁ মারলেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।**

বুটিক কালেকশনে নতুন চমক

পুজো স্পেশাল কালেকশন বললেই এবছর শাড়ির তালিকায় প্রথমে যে নাম উঠে আসছে তা হল কারদানা জামদানি। বিধান রোডে মুনমুন দাসের বুটিকের খোঁজ করতেই মুনমুন জানালেন, এবছর নিঃসন্দেহে কারদানা কাজ ট্রেন্ডে রয়েছে। টিস্যু কাপড়ের পালাজো-ক্রপ টপ, থ্রি পিস সেট, জামদানি সুট, সিল্কের সুট প্রচুর আনা হয়েছে। তিনি বলছিলেন, 'হাতে করা কাজের চাহিদাই এখন সবচেয়ে বেশি। কারদানা কাজ, জারদৌসি কাজ, ডবকা কাজ, কাশ্মীরি কাজের চাহিদাই বেশি। কাস্টমাইজড পোশাকও তৈরি করিয়ে নেন অনেকে।'

মাটিগাড়ার একটি শপিংমলে নবনীতা ঘোষের ডিজাইনার বুটিকে গুড়ি কাঁথা স্টিচ ও কারদানা জামদানিতে ফিউশন করে অন্যরকম শাড়ি তৈরি করা হয়েছে। তরুণীদের জন্য জেব্রা টিস্যু, পিওর টিস্যু ও মটকা মসলিন শাড়ির বেশ কিছু কালেকশন রয়েছে। লেকটাউনের ছন্দিতা কর্মকার ঘোষও স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এবছর পুজোয় কারদানা জামদানি হট পিক। এছাড়াও ট্রেন্ডে রয়েছে আজরাখ মোডাল মিরর সিল্ক, ঢোলা সিল্কের ওপর এমব্রয়ডারি। ২৫০০ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে কারদানা জামদানি, কাপড়ের মান ও কাজের ভিত্তিতে দাম বাড়ছে। তবে পুজোর সকালে বেরোনোর জন্য ধনেখালি ও মাল কটন সবাই পছন্দ করছেন। মসলিন ও লিনেন স্যুটের চাহিদাও বিশেষ রয়েছে।

ছেলেদের পছন্দে ট্রেন্ডিং/ ইন

শুধু মেয়েদের জন্য নয়, পুরুষদের ফ্যাশনেও এবার রয়েছে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া। ছেলেদের জন্য এবছর কারদানা পাঞ্জাবি ও জামদানি পাঞ্জাবির দারুণ ট্রেন্ড রয়েছে। নবনীতা ঘোষ জানান, ছেলেদের জন্য পিওর সিল্ক, ব্যাঙ্গালোর সিল্কের পাঞ্জাবি রয়েছে। জামদানি পাঞ্জাবির ভেতর মাল কটন দিয়ে আস্তরণ করা রয়েছে। সবাই বেশ পছন্দ করছেন, কেনাকাটাও বেশ শুরু হয়ে গিয়েছে। ছন্দিতা কর্মকার ঘোষের মতেও জামদানি ও কারদানা পাঞ্জাবিই এই পুজোর বিশেষ আকর্ষণ।

চাই মানানসই গয়না

শুধু পোশাক কিনলেই তো হবে না, তার সঙ্গে চাই মানানসই গয়না। শাড়ির সঙ্গে অনেকেই মানানসই গোল্ড প্লেটেড হালকা গয়নার দিকে ঝুঁকছেন। গয়নার দোকানগুলো যেমন নতুন কানের দুল, হার, বালায় সাজতে শুরু করেছে, তেমনই হ্যান্ডমেড জুয়েলারির দোকানেও অর্ডার আসছে।

দেশবন্ধুপাড়ার অঙ্কিতা দত্ত বলছিলেন, পুজোর প্রচুর কালেকশন তৈরি হচ্ছে। শাড়ি, কুর্তি, সালোয়ার সবকিছুর সঙ্গেই হ্যান্ডমেড জুয়েলারির ভীষণ চাহিদা। ফেব্রিক, ক্লে দিয়ে নানা কাজ চলছে। কাস্টমাইজড গয়নার পাশাপাশি মালা, চুড়ি, কানের দুল, আংটি, খোঁপার কাঁটা তৈরি করে কম্বো করেও বিক্রি হচ্ছে। অনেকেই পোশাকের ছবি পাঠিয়ে মানানসই গয়না বানিয়ে নিচ্ছেন।

কোন দিনে কেমন সাজ

পুজোর কাউন্টডাউন শুরু করে দিয়েছেন সায়ন্তনী ভট্টাচার্য। কেনাকাটাও শুরু, ইতিমধ্যেই দুটো কারদানা জামদানি তাঁর আলমারিতে ঢুকে গিয়েছে। একটা অষ্টমী আর একটা নবমীর রাতের জন্য কনফার্মড। এখনও প্রচুর কেনাকাটা বাকি তাঁর, ভালো কিছু স্যুট কিনবেন বলে চোখ রেখেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। বিভিন্ন বুটিক লাইভে এসে পছন্দসই কিছু দেখালেই স্ক্রিনশট নিয়ে রাখছেন।

অন্যদিকে, সুপ্রিয়া পাল অষ্টমীর অঞ্জলি দেওয়ার জন্য হালকা মাল কটন কিনেছেন। গোল্ড প্লেটেড বালা কিনতে চান দুটো। কেনাকাটা শেষ হলে কিছু হ্যান্ডমেড জুয়েলারিও কিনবেন। তাঁর কথায়, 'দিনে শাড়িতে ছিমছাম সাজতে চাই, তাই হালকা গয়নাই কিনব।'

উৎসবের দিনে কখনও স্নিগ্ধ, আবার কখনও আড়ম্বরে সাজতে তৈরি সকলে।

হোর্ডিংয়ের হিসেব নেই পুরনিগমে

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার সকালে সারপ্রাইজ ভিজিটে বেরিয়ে সেবক রোডে বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বীর বিক্রম রাই। চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় একটি বহুতলের হোর্ডিং দেখে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীদের নথি দেখাতে বলেন তিনি। নথি ঘেঁটেও স্পষ্ট উত্তর মেলেনি।

ক্ষুব্ধ কমিশনার কর্মীদের ধমক দেন। পরে বিভাগীয় আধিকারিকের কাছেও তথ্য চান। তিনিও স্পষ্ট

শিলিগুড়ি

উত্তর দিতে পারেননি। দ্রুত বৈধ ও অবৈধ হোর্ডিংয়ের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরির নির্দেশ দেন কমিশনার। তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যে বেশকিছু অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে। জরিমানাও আদায় করা হয়েছে। লাগাতার অভিযান চলবে।'

পুরনিগমের রাশ প্রশাসকের হাতে যাওয়ার পর সেবক রোডে অবৈধ হোর্ডিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান হয়েছিল। তবে এখনও বহু হোর্ডিং নিয়ে স্পষ্টতা নেই। কর্মী ও আধিকারিকদের কাজের মান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কমিশনার। বৈধ ও অবৈধ হোর্ডিং চিহ্নিত করে তালিকা তৈরিতে দেরি কেন হচ্ছে, প্রকাশ্যেই জানতে চান তিনি। এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক কর্মীকে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় দেখতে পেয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দেন কমিশনার।

অপরিচ্ছন্নতার জন্য শোকজ, জরিমানা

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : শহরের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্নের শেষ নেই। এবার পরিস্থিতি বুঝতে মঙ্গলবার সরকারি ছুটির দিন আধিকারিকদের নিয়ে রাস্তায় নামলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বীর বিক্রম রাই। শুরুতেই শহরের চেকপোস্ট সংলগ্ন সেবক রোড এলাকার নিকাশিনালা দেখে মেজাজ হারান তিনি। তাঁর কড়া ধমক খেতে হয় পাঁচ নম্বর বরোর এক সুপারভাইজার এবং স্যানিটারি ইনস্পেকটরকে। বরো অফিসারকে না পাওয়ায় তাঁকে শোকজ করার নির্দেশ দেন পুর কমিশনার। এদিন অভিযান চলাকালীন নিকাশিনালায় আবর্জনা ফেলায় এক ব্যক্তিকে জরিমানা করা হয় পুরনিগমের তরফে। শহরকে পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে পুরকর্মীরা কেমন কাজ করেন, তা জানতে পুর কমিশনার সাধারণ মানুষের সঙ্গেও কথা বলেন। ফুটপাথ দখল করে গড়ে ওঠা বাগান, অবৈধ গুমটি, প্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। কমিশনার বলেন, 'শহরের বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনা পড়ে থাকছে বলে অভিযোগ আসছিল। তার প্রেক্ষিতেই এদিনের অভিযান। অভিযান পর্বে বেশকিছু ক্ষেত্রে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। পাশাপাশি সাফাইকর্মীদের কাজকর্ম নিয়েও একটু সতর্ক নজর রাখতে হবে। শহরকে স্বচ্ছ রাখতে একাধিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

প্রশাসক বোর্ডের আমলে কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে নজর দেন বীর বিক্রম। তাঁর একাধিক পদক্ষেপে শহরের হাল ফিরতেও শুরু করে। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই আগের চেহারায় ফিরে আসে শহর। যা নিয়ে তাঁর কাছে একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে। তার প্রেক্ষিতেই এদিন রাস্তায় নামেন পুর কমিশনার। মূলত তাঁর নেতৃত্বে অভিযান চলে

শিলিগুড়ি পুরনিগমের অভিযান।

পাঁচ নম্বর বরো এলাকায়। এখানে পুরকর্মীদের উপস্থিতি নিয়ে সঠিক তথ্য দিতে না পারায় ধমক খেতে হয় স্থানীয় সুপারভাইজার ও স্যানিটারি ইনস্পেকটরকে। এদিন সেবক রোডের একাধিক জায়গায় পড়ে থাকা আবর্জনা নজরে আসে পুর কমিশনারের। তাঁর নির্দেশে দ্রুত তা সরিয়ে নেওয়া হয়।

পাঞ্জাবিপাড়ার শিব মন্দির রোড এলাকায় পরিত্যক্ত জমিতে আবর্জনা দেখে জমির মালিকের খোঁজ করার পাশাপাশি জায়গাটি পরিষ্কার করার নির্দেশ দেন তিনি। একটি বহুতলের সামনে আবর্জনা থাকায় জরিমানা করা হয়। পরে সেখান থেকে হাঁটাপথে কমিশনার হায়দরপাড়া এলাকায় পৌঁছান। ঘুগনি মোড় সংলগ্ন এলাকায় আবর্জনা জমে থাকতে দেখেন তিনি। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। তখনই জানতে পারেন, সাফাইকর্মীরা নিয়মিত কাজ করছেন না। এমনকি বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের কাজও প্রায় অনিয়মিত। তা নিয়ে পুরকর্মীদের কাছে জবাব চাওয়া হয়। এরই মাঝে এক ব্যক্তি বালতিতে করে আবর্জনা নিয়ে নিকাশিনালায় ফেলতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েন। তাঁর থেকেও জরিমানা আদায় করা হয়। পরবর্তীতে হায়দরপাড়া বাজার এলাকায় এক ফল ব্যবসায়ীর থেকেও জরিমানা আদায় করা হয়।

এদিন কমিশনারের পাশাপাশি সচিবের নেতৃত্বে হিলকার্ট রোড এলাকাতেও সাফাই অভিযান চলে। পাশাপাশি বাস্তুকারদের নেতৃত্বে এসএফ রোড এলাকায় পৃথকভাবে অভিযান চলে। এদিন সেবক রোড এলাকায় চলা অভিযানের সময় নিকাশিনালার ওপর থাকা পরিত্যক্ত একটি গুমটি ও একটি টিনের ঘেরা ভেঙে দেওয়া হয়। পাশাপাশি একাধিক নির্মাণ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও একাধিক ব্যবসায়ীকে নিকাশিনালা ছেড়ে দোকানের পসরা সাজানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রেমের টানে গাড়ি ভাঙচুর, গ্রেপ্তার তরুণ

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : পাড়ায় ঢুকলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব...।' অঞ্জন দত্তের 'রঞ্জনা' গানের এই লাইন এখনও বাঙালির মননে তাজা। সোমবার রাতে ইস্কন রোডের ঘটনা যেন সেই লাইনই নতুন করে মনে করিয়ে দিল এলাকার বাসিন্দাদের।

অভিযোগ, পাড়ার এক তরুণীর প্রেমে পড়েছিল এক তরুণ। বয়সে তিনি ওই তরুণীর চেয়ে বড়। বোন হিসেবে ওই তরুণীকে দেখতে দেখতে কবে যে হৃদয় হারিয়ে বসেছিলেন তা নিজেও টেরটি পাননি। টের পাওয়ার পর অবশ্য সবসময়ই বুকের ভিতর উথালপাতাল। সেই টানে সাড়া দিতেই বেশ কিছুদিন ধরেই ওই তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করছিলেন তিনি। কিন্তু মাঝেমধ্যেই ডুয়ার্স থেকে আসা এক তরুণ বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন।

সম্প্রতি ওই তরুণের নম্বর জোগাড় করে তাঁকে এলাকায় না আসার হুঁশিয়ারিও দেন অভিযুক্ত। তবে সেই হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করেই সোমবার বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে গাড়ি নিয়ে ইস্কন রোডে আসেন ওই তরুণ। খবর পেয়ে তাঁর গাড়ির উপর চড়াও হন পাড়ার ওই তরুণ। নিজের গাড়ি ভাঙচুর হতে দেখে ওই তরুণও ছুটে আসেন। অভিযোগ, এরপর তাঁকেও বেধড়ক মারধর করা হয়।

ইস্কন মোড়ের মতো এলাকায় গাড়ি ভাঙচুর ও মারধরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ। গাড়ি ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগে জয় দে নামে ওই তরুণকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। পরে আক্রান্ত তরুণ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর জয়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত প্রায় এক বছর আগে। ওই তরুণীকে বেশ কিছুদিন ধরেই পছন্দ করতেন জয়। তরুণীর সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে গিয়ে ডুয়ার্সের ওই তরুণের কথা জানতে পারেন তিনি। এরপর তাঁকে ওই তরুণীর জীবন থেকে সরানোর চেষ্টা শুরু হয়। শেষমেশ চড়াও হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন জয়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তের দাবি, রবিবার রাতে ওই তরুণকে সতর্ক করেছিলেন তিনি। এরপরও বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে চলে আসায় তিনি ওই সিদ্ধান্ত নেন। গাড়ির উপর লাঠি নিয়ে চড়াও হতেই ওই তরুণ ছুটে আসেন। এরপর শুরু হয় মারধর। আক্রান্ত তরুণের কথায়, 'ওই তরুণ মেসেজ করে আমাকে হুমকি দিলেও এমনটা যে করে ফেলবে তা কল্পনাও করিনি।' প্রেমিকার পাড়ায় এসে কোনওদিন সত্যিই ঠ্যাং খুইয়ে বসতে হয় কিনা, সেই চিন্তাটা অবশ্য এখন তাঁকে বেশ চিন্তায় ফেলেছে।

ধৃত

ইসলামপুর, ২২ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুর শহরে চাকু কাণ্ডে অভিযুক্ত ব্যবসায়ীকে মঙ্গলবার চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিল ইসলামপুর আদালত। সোমবার রাতে আর্থিক লেনদেনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রমজান আলি নামে এক তরুণের গলায় চাকু দিয়ে আক্রমণ করেন চিরঞ্জিত পাল সরকার নামে এক ব্যবসায়ী। মঙ্গলবার ভোররাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে ইসলামপুর থানার পুলিশ।

বিকৃত ছবি পোস্ট

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : সাইবার প্রতারণা ও অপরাধ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে শহরজুড়ে বিশেষ সাইবার সচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে। এর মধ্যেই সাইবার হয়রানির অভিযোগ তুলে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন শিলিগুড়ির ছোট ফাঁপড়ি এলাকার এক মহিলা।

তাঁর অভিযোগ, গত প্রায় দেড় বছর ধরে তাঁর নাম ও ছবি ব্যবহার করে একাধিক ফেক আইডি তৈরি করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেই আইডিগুলির মাধ্যমে তাঁকে নিয়মিত মেসেঞ্জারে বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল ছবি, ভিডিও ও আপত্তিকর বার্তা পাঠানো হচ্ছে। শুধু তাঁকেই নয়, তাঁর পরিচিত ও প্রতিবেশীদের কাছেও তাঁর ছবি বিকৃত করে অশ্লীলভাবে পাঠানো হচ্ছে। এমনকি তাঁর মোবাইল নম্বরও বিভিন্ন ফেক আইডির মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে তাঁর দাবি।

মহিলার অভিযোগ, গত দেড় বছরে তিনি একবার নয়, তিন-চারবার সাইবার থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। চলতি বছরের জুন মাসেও তিনি সাইবার থানায় অভিযোগ করেন। কিন্তু বারবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও এই হয়রানি থামছে না।

মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে ভক্তিনগর থানায় গিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন ওই মহিলা। তাঁর দাবি, সংশ্লিষ্ট সাইবার আধিকারিক বর্তমানে প্রশিক্ষণে রয়েছেন বলে তাঁকে জানানো হয়। ঘটনায় তিনি ও তাঁর পরিবার চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন। বাড়িতে ছোট ছোট সন্তান রয়েছে। বারবার অশ্লীল ছবি-ভিডিও পাঠানো এবং ছবি বিকৃত করে ছড়িয়ে দেওয়ায় তাঁরা বিপর্যস্ত। পুলিশের পদস্থ আধিকারিকদের কাছে দ্রুত বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে ফেক আইডির পিছনে থাকা ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

পুলিশের এক পদস্থ কর্তা জানান, গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

তছরুপে গ্রেপ্তার ৩

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : অনলাইনে সামগ্রী বিক্রির সংস্থার স্টোররুম থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে কয়েক হাজার টাকা তছরুপের অভিযোগে তিন কর্মীকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সুমিত সাহা, ভিনসেন চিকবড়াইক এবং অঙ্কিত ছেত্রী। তিনজনই নাগরাকাটার বাসিন্দা। সংস্থার অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই স্টোররুম থেকে সামগ্রী কম হচ্ছিল। সম্প্রতি বিষয়টি খতিয়ে দেখতে অডিট করা হলে তছরুপের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। সিসিটিভি ফুটেজেও অভিযুক্ত ওই তিনজনের কীর্তি ধরা পড়ে। সোমবার ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে সংস্থা। মঙ্গলবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে চারদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।

রেলগেট বন্ধ হওয়ায় উৎসবের আগে ছন্দপতন

পুজোর আগে কাঠের ফার্নিচারের দোকানে কাজ বেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। বদলে এখন কাজ হারানোর আশঙ্কায় দিন কাটছে অনেকের। রেলগেট বন্ধ হওয়ায় ক্রেতা কমার আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। চায়ের দোকান থেকে ছোট গ্যারাজ, দুশ্চিন্তা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়। সামনে উৎসব, অথচ অনিশ্চিত রোজগার, জীবনও।

নীতেশ বর্মন

শিবমন্দির, ২২ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে কাঠের ফার্নিচারের দোকানগুলিতে কাজ বেড়ে যাওয়ার কথা। দিনকয়েক আগেও তাই দোকানগুলিতে বেশ ভিড় ছিল। পথচলতি মানুষ ঘর সাজানোর জন্য রংবেরঙের নকশা করা ছোট, বড় নানা কাঠের সামগ্রী কিনতে আসছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ অর্ডারও দিচ্ছিলেন। এখন সেই ছবিটাই পুরো বদলে গিয়েছে। পূর্ব সারদাপল্লির কদমতলা রেলগেটের কাছের দোকানগুলিতে কর্মরত তরুণদের অনেকেই এখন স্রেফ 'বসে'। পুরোনো কিছু কাজ চলছে। তাও কয়েকদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যেতে পারে বলে তাঁদের আশঙ্কা। ফলে দুর্গাপুজোর আগে কাজ হারানোর চিন্তাটা গ্রাস করেছে তাঁদের।

রেলগেট বন্ধের প্রতিবাদে মঙ্গলবার এশিয়ান হাইওয়ে-২ অবরোধ করেন রেলগেটের দুই পারের বাসিন্দারা। মেডিকেল মোড়েও অবরোধ হয়। যানজট হয়। পুলিশের উপস্থিতিতে কিছু বাদে অবরোধ ওঠে।

স্থানীয় এক দোকানকর্মীর কথায় হতাশা, 'পুজোর আগে বিক্রিবাটা বাড়লে মালিক বোনাস দিতেন। এবার বোনাসের বিষয়টি তো দূর অস্ত! উলটে কাজ থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা সারাক্ষণই গিলে খাচ্ছে। দেখি কতদিন কাজ হয়। পুজোর আগে রেলগেটটা বন্ধ করা ঠিক হয়নি।'

শুধু ফার্নিচারের দোকানই নয়। শিবমন্দির কদমতলা রেলগেটের কাছে রাস্তার ধারের চায়ের দোকান, ছোট গ্যারাজ...দুশ্চিন্তার ছায়াটা ছড়িয়েছে সর্বত্র। কারণ, যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ রেলগেটটি চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে রেল। এতদিন ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা মানুষ এখন এশিয়ান হাইওয়ে-২ ধরে আংশিক ঘুরপথে চলাচল করছে। ফলে ক্রেতা কমার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে দোকানগুলিতে।

এলাকায় কমবেশি ৫০টি দোকান রয়েছে। বেশিরভাগই আসবাবপত্রের। প্রতিটি দোকানে কমবেশি তিন-চারজন শ্রমিক কাজ করেন। তাঁদের কাজ বজায় থাকা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠেছে। কাঠের সামগ্রীতে রং করার কাজ করেন সবুজ রায়। তাঁর বক্তব্য, 'দৈনিক যে মজুরি পাই তার তুলনায় পুজোর আগে বেশি কাজ করেছি। পুজোর আগে বেশি আয় করতে পারলে নতুন পোশাক কিনতে সুবিধা হবে। কিন্তু এখন রেলগেট বন্ধ হওয়ায় কী হবে জানি না!' রেলগেট লাগোয়া চায়ের দোকানগুলিতেও প্রভাব পড়েছে। শিবমন্দির কিংবা সারদাপল্লির অনেকে এতদিন সেখানে আসতেন। ফলে বিক্রিও ভালো হত। সেখানকার এক কর্মীর খুব মন খারাপ, 'রেলগেট বন্ধের ফলে শিবমন্দির থেকে চায়ের দোকানে যাওয়ার রাস্তা প্রায় বন্ধ। অনেকটা ঘুরে কি আর কেউ চা....?' তাঁর কথা যেন ফুরিয়ে আসে।

বন্ধ করে দেওয়া রেলগেট। শিবমন্দিরে।

যাতায়াতে অবশ্য বিকল্প একটি রাস্তা রয়েছে। মেডিকেল মোড় থেকে একটি রাস্তা সরাসরি এশিয়ান হাইওয়ে ২-তে উঠেছে। এতদিন ওই রাস্তা দিয়ে রেলগেট পার হয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যাওয়া যেত। এখন রেলগেট বন্ধ হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। কমলতলার ব্যবসায়ী উৎপল হাজরা বললেন, 'ঘুরপথে যাওয়ার রাস্তা রয়েছে। তবে তা কিছুটা সময়সাপেক্ষ। তবে তাতে যা সমস্যা হচ্ছে তার তুলনায় অনেক সমস্যা হবে রাস্তার দু'পারের ব্যবসায়ীদের। দোকান বন্ধ করে তাঁদের পথে বসতে হতে পারে।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'উড়ালপুলের ২০০ মিটারের মধ্যে রেলগেট রাখা ঠিক নয়। তাছাড়া ওই রেলগেটটি অনেকদিন থেকে বন্ধের কথা বলা হচ্ছিল।' স্থানীয় বিধায়ক তথা প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন স্থানীয়দের দাবি মেনে ওভারব্রিজের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন।

পৃথিবীর পাঠশালা

চেরি খেয়ে মৃত্যু

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জাচারি টেলরের মৃত্যুর কারণ কোনও আততায়ীর গুলি বা ভয়ংকর রোগ ছিল না। আঠারোশো পঞ্চাশ সালের এক জুলাই মাসে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি প্রচুর পরিমাণে কাঁচা চেরি ফল খান এবং তার ওপর কয়েক গ্লাস বরফ দেওয়া ঠান্ডা দুধ খেয়ে নেন। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি পেটের মারাত্মক সংক্রমণে আক্রান্ত হন এবং কয়েকদিন ভুগে মারা যান। একটি সাধারণ ফল খেয়ে দেশের সর্বোচ্চ নেতার এমন মৃত্যু সত্যিই মর্মান্তিক।

বজ্রপাতে তৈরি গন্ধ

ভয়ংকর বজ্রপাতের পর বাতাসে এক অদ্ভুত সুন্দর এবং সতেজ গন্ধ পাওয়া যায়। এই গন্ধের আসল কারণ হল ওজোন গ্যাস। আকাশে যখন প্রচণ্ড শক্তিতে বিদ্যুৎ চমকায়, তখন বাতাসের অক্সিজেন অণুগুলো ভেঙে গিয়ে জোড়া লেগে ওজোন গ্যাসে পরিণত হয়। বৃষ্টির পর এই ওজোন গ্যাস যখন হাওয়ার মাধ্যমে আমাদের নাকে পৌঁছায়, তখন আমরা এক মিষ্টি এবং পরিষ্কার গন্ধ অনুভব করি, যা আসলে বজ্রপাতেরই রাসায়নিক ফলাফল।

কাকের অটুট স্মৃতিশক্তি

পাখিদের মধ্যে কাক হল অন্যতম বুদ্ধিমান প্রাণী। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে কাকেরা মানুষের মুখ নিখুঁতভাবে মনে রাখতে পারে। কেউ যদি কোনও কাককে বিরক্ত করে বা ঢিল মারে, তবে সেই কাক ওই মানুষটির মুখ সারা জীবন মনে রাখে। শুধু তাই নয়, তারা তাদের দলের অন্য কাকদেরও ওই মানুষটির বিপদের কথা এক বিশেষ ডাকের মাধ্যমে জানিয়ে সতর্ক করে দেয়। তাই কাকের সঙ্গে শত্রুতা করা মোটেও বুদ্ধির কাজ নয়।

আসল অ্যাভেঞ্জার্সের গল্প

অ্যাভেঞ্জার্স বলতে আমরা সুপারহিরোদের বুঝি, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় একদল আসল অ্যাভেঞ্জার্স ছিলেন যারা সিনেমাকেও হার মানায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদিদের একটি গোপন দল তৈরি হয়, যারা নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দিত। তারা নিজেদের নাম রেখেছিল অ্যাভেঞ্জার্স বা প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তারা গোপনে হাজার হাজার নাৎসি সেনাকে বিষ খাইয়ে মেরে নিজেদের ওপর হওয়া অত্যাচারের বদলা নিয়েছিলেন।

মমতাপন্থী তৃণমূল-বিজেপির সংঘর্ষ

রণক্ষেত্র মুকুন্দপুর, রক্তাক্ত হুমায়ুন

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : মমতাপন্থী তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষে মঙ্গলবার দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল মুকুন্দপুর। পার্টি অফিস দখলকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। এদিন মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে মিছিল বের করা হলে প্রথমে বচসা বাধে। পরে হাতাহাতি এবং ইট-পাথর ছোড়াছুড়ি হয় বলে অভিযোগ। দুই পক্ষের সংঘর্ষে রক্তাক্ত হয়েছেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর। ডান চোখের নীচে গুরুতর চোট পেয়েছেন তিনি। আক্রান্ত হয়েছেন মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি সেলের নেত্রী উপাসনা চৌধুরীও। ঘটনায় একাধিক কর্মী আহত হয়েছেন বলে দুই পক্ষের দাবি।

হামলার পর প্রাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবীর।

পার্টি অফিস দখলমুক্ত করার দাবিতে মিছিল বের করেন মমতাপন্থী তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। উদ্দেশ্য ছিল থানায় স্মারকলিপি দেওয়া। মিছিলের সামনে ছিলেন হুমায়ুন, উপাসনা সহ একাধিক নেতা। অভিযোগ, মুকুন্দপুরে পার্টি অফিসের সামনে পৌঁছাতেই বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের বচসা শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে তা হাতাহাতিতে গড়ায়। ভাঙচুর করা হয় একটি গাড়িতে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে নামে পুলিশ।

এরপর পূর্ব যাদবপুর থানার সামনেও উত্তেজনা ছড়ায়। রক্তাক্ত অবস্থায় ভিডিও করে হুমায়ুন দাবি করেছেন, পুলিশের সামনেই তাঁকে টেনেহিঁচড়ে মারধর করা হয়েছে। তাঁর চোখমুখে চোট লেগেছে। তবে প্রাক্তন বিধায়কের অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। তাদের দাবি, পায়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে তিনি আহত হয়েছেন।

অন্যদিকে উপাসনার অভিযোগ, মিছিলের মধ্যে তাঁকে ওড়না ধরে টানা হয় এবং গায়ে হাত দেওয়া হয়। তাঁর বাড়ি ও গাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগও উঠেছে। উপাসনার কথায়, 'আমরা সংবিধান হাতে নিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ ডেপুটেশন জমা দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা আমার গাড়ি ভাঙচুর করেছে এবং বাড়িতে আক্রমণ চালিয়েছে।'

তাঁর আরও অভিযোগ, 'আমার বাবা বহুদিন ধরে সেরিব্রাল অ্যাটাকে আক্রান্ত। সেই অসুস্থ বাবাকে আমার সামনে মারধর করা হয়েছে, মায়ের গায়ে হাত তোলা হয়েছে। যখন আমি বাঁচাতে যাই, তখন আমাকে ও আমার সঙ্গীদের চুল ধরে রাস্তায় ফেলে মারা হয়। আমার জামাকাপড় ও ওড়না টেনে নেওয়া হয়েছে।'

পালটা বিজেপির দাবি, তাদের এক কর্মী মিছিলের ভিডিও করছিলেন। তাঁকে ধরে মারধর করা হয়। সেখান থেকেই গোলমালের সূত্রপাত। বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকারের বক্তব্য, 'তৃণমূলই ঝামেলা পাকিয়েছে।'

দুই পক্ষের অভিযোগ-পালটা অভিযোগে রাত পর্যন্ত উত্তেজনা বজায় থাকে। এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

নৌকাঘাটে প্যান্ডেলের কাপড় ধুয়ে শুকানো হচ্ছে রোদে। ছবি : সূত্রধর

পড়ে থেকে নষ্ট জলের ট্যাংকার

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : খোলা আকাশের নীচে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে পানীয় জলের ট্যাংকার। খোদ মাটিগাড়া বিডিও অফিসে পরিত্যক্ত অবস্থায় ট্যাংকার পড়ে থাকায় তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। তৃণমূলের আমলে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ বেশ কয়েকটি ট্যাংকার কিনেছিল। পানীয় জলের অভাব থাকা এলাকাগুলির পাশাপাশি নানা অনুষ্ঠানে পানীয় জলের পরিষেবা দিতে মাটিগাড়া বিডিও অফিসকে দেওয়া হয়েছিল দুটি ট্যাংকার। অভিযোগ, এখন পর্যন্ত ট্যাংকারগুলি ব্যবহার করা হয়নি। বরং পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকায় ট্যাংকের চাকায় মরচে ধরার পাশাপাশি টায়ার নষ্টের পথে। ট্যাংকারগুলি এমন একটি জায়গায় রাখা হয়েছে, যেখানে সহজেই বিডিওর নজর পড়ার কথা। যে কারণে ব্লক প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে।

ট্যাংকার দুটি পড়ে থাকায় সরকারি টাকা নষ্টের অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। তৃণমূলকে দায়ী করে এই ট্যাংকারগুলি কেনার বিষয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন তারা। বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডলের সভাপতি সুভাষ ঘোষের বক্তব্য, 'চা বাগানের অনেক এলাকা পানীয় জলের সংকটে রয়েছে। ট্যাংকারগুলি দিয়ে পানীয় জল পরিষেবা দেওয়া যেতেই পারে। যাতে কাজে লাগানো যায়, সে ব্যাপারে বিডিওর সঙ্গে কথা বলব।' মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'মহকুমা পরিষদে তৃণমূল বোর্ড থাকাকালীন ট্যাংকারগুলি কেনা হয়েছিল এবং তখন থেকেই বিডিও অফিসে ফেলে রাখা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে ট্যাংকারগুলি দেওয়ার কথা বলেছিলাম, কিন্তু কর্ণপাত করা হয়নি। যে কারণে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে।' যদিও বিষয়টি নিয়ে বিডিও-র বক্তব্য নিতে গেলে তিনি দেখা করেননি। ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্যও পাওয়া যায়নি। তবে ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'জলের চাহিদা থাকলেও প্রয়োজনীয় গাড়ি না থাকায় ট্যাংকার সংশ্লিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়া যায় না। এ কারণেই ট্যাংকার দুটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।'

বক্সার জন্য বাছাই বিহারে

বাঘিনীকে হেলিকপ্টারে আনার ভাবনা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২২ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলায় মঙ্গলবার যখন জাঁকজমকভাবে গন্ডার দিবস পালন হচ্ছিল, ঠিক তখনই আবার বাঘ নিয়ে মিলল সুখবর। বক্সা টাইগার রিজার্ভে যে বাঘিনীটি ছাড়া হবে, তা চিহ্নিত হয়েছে বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই বাঘিনী চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ, অনুমতি মিললে এবার শুধু ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করার পালা। আকাশপথে বাঘিনীকে আলিপুরদুয়ারে আনার চেষ্টাও করা হচ্ছে। বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে বিহার থেকে বক্সায় বাঘিনীকে নিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্ট জায়গায় আবেদন করা হয়েছে।

২ অক্টোবর বক্সা টাইগার রিজার্ভের জঙ্গলে বাঘ ছাড়ার সিদ্ধান্ত কার্যত পাকা। ওইদিন বক্সায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ রাজ্যের একঝাঁক মন্ত্রীর। বক্সার জন্যই বাঘ ধরতে বিহারে গিয়েছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ এবং সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের একটি দল। এক সপ্তাহ ধরে দলটি বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভে পছন্দের বাঘ খুঁজছে। রেইকি করার পাশাপাশি বাঘের উপর নজরদারি রাখাও শিখেছেন দলটির সদস্যরা।

জানা গিয়েছে, ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকরা বাল্মীকিতে পৌঁছানোর পর বাঘিনী চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়। বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ চারটি বাঘের বায়োডেটা তৈরি করেছিল। চারটি বাঘই দেখে এ রাজ্যের দলটি। তার থেকে একটি বাঘিনীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই-তিন বছর বয়স হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে বাঘিনীটি এখনও মাতৃত্বের স্বাদ পায়নি। ফলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় বক্সার ক্ষেত্রে বাঘিনীটি আদর্শ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাঘিনীটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট ও ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির অনুমোদন প্রয়োজন। জানা গিয়েছে, সেই সংক্রান্ত আবেদন করা হলেও এখনও অনুমোদন মেলেনি। অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত বাঘিনীর উপর নজরদারি চলবে। তবে আগামী সাতদিনের মধ্যে ঘুমপাড়ানি গুলি করার অনুমতি পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী বন দপ্তর। বক্সা টাইগার রিজার্ভের এক শীর্ষ কর্তা বলেন, 'প্রথম ধাপে চারটি বাঘ বাছাই করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটি বাঘিনী চিহ্নিত করা হয়েছে। এখন সেই বাঘিনীকে কাবু করতে হবে। সেই অনুমতি চাওয়া হয়েছে।'

বাঘিনীকে কীভাবে পশ্চিম চম্পারন থেকে আলিপুরদুয়ার নিয়ে আসা হবে, তা নিয়েও প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। দুটি পথ ভেবে রেখেছেন বনকর্তারা। প্রথমত, বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে বাঘিনীকে আনা। এক্ষেত্রেও আবেদন করা হয়েছে। প্রথমে হেলিকপ্টারে বিহার থেকে বাঘিনী আনা হবে হাসিমারায় বায়ুসেনার ছাউনিতে। সেখান থেকে গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে বক্সা টাইগার রিজার্ভে। দ্বিতীয়ত, সড়কপথে গ্রিন করিডর করে বাঘিনীকে নিয়ে আসা। এক্ষেত্রে বিশেষ অ্যাম্বুল্যান্সও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভে। বন দপ্তরের এক শীর্ষ কর্তার কথায়, 'যেভাবে আনার ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত পাওয়া যাবে, সেভাবেই আনা হবে। সবরকম সম্ভাবনাই খোলা রাখা হচ্ছে।'

বাঘিনীর জন্য বক্সায় এনক্লোজার প্রস্তুত। -সংবাদচিত্র

দুই চা বাগানের বিরুদ্ধে এফআইআর

পূর্ণেন্দু সরকার ও অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : শ্রমিকদের ঘামরক্তের পিএফের কোটি কোটি টাকা কেটেও তহবিলে জমা না দেওয়ার মারাত্মক অভিযোগে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ দুটি চা বাগানের বিরুদ্ধে সরাসরি থানায় গেল প্রভিডেন্ট ফান্ড দপ্তর। মঙ্গলবার বানারহাটের কারবালা ও বানারহাট চা বাগানের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বানারহাট থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩১৬ নম্বর ধারায় (পূর্বতন আইপিসির ৪০৬/৪০৯) দুটি পৃথক এফআইআর দায়ের করেছে জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক পিএফ অফিস।

এদিন ইপিএফ অফিসের এনফোর্সমেন্ট অফিসার অমিতকুমার গুপ্ত এবং সহকারী শ্রম কমিশনার রাতুল ভট্টাচার্য যৌথভাবে বাগান দুটিতে পরিদর্শন চালান। তখনই কর্তৃপক্ষের এই জালিয়াতি হাতেনাতে ধরা পড়ে। দেখা যায়, কারবালা চা বাগান ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৬-এর অগাস্ট পর্যন্ত শ্রমিকদের অংশ বাবদ বেতন থেকে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৪৪ টাকা এবং বানারহাট বাগান ২০২৫-এর মে থেকে ২০২৬-এর অগাস্ট পর্যন্ত ১ কোটি ৫০ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭৩৯ টাকা কেটে নিলেও তা ইপিএফও-তে জমা করেনি। বিপুল এই অর্থ আত্মসাতের প্রমাণ মিলতেই ফৌজদারি অভিযোগ করে দপ্তর।

জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পিএফ কমিশনার পবনকুমার বনসল কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, 'শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে এবং আইনভঙ্গকারী সংস্থার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে বিভাগ দায়বদ্ধ।' কমিশনার আরও বলেন, '২০২৬ সালে এখনও পর্যন্ত ৯টি বাগানের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তালিকায় কারবালা, বানারহাট ছাড়া গ্যারগান্ডা, তুলসীপাড়া, সুভাষিণী, নিমতিঝোরা, চিনচুলা, তাসাটি ও ধুমচিপাড়া রয়েছে।'

দপ্তর সূত্রে খবর, বিগত ৬ বছরে বিভিন্ন খেলাপি বাগানের বিরুদ্ধে ৪৩টি এফআইআর ও ৪০০-র বেশি মামলা হয়েছে। গত অর্থবর্ষে রেকর্ড পরিমাণ ৭৫ কোটি টাকার অ্যাসেসমেন্ট করে ৪২ কোটি টাকা আদায় করা হয়। চলতি বছরেই জারি হয়েছে ২০টির বেশি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজের নির্দেশ। অতীতেও কেন্দ্রীয় সরকারি অ্যান্ড্রু ইউল গ্রুপের কারবালা, বানারহাট, নিউ ডুয়ার্স ও চুনাভাটির ১৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার বকেয়ার মধ্যে কড়া পদক্ষেপে প্রায় ১২ কোটি টাকা পুনরুদ্ধার হয়েছিল। পিএফ কমিশনার স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'বকেয়া আদায়ে রিকভারি সেলের মাধ্যমে কঠোর প্রক্রিয়া চলছে, আগামীদিনেও খেলাপিদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।'

- ■ প্রভিডেন্ট ফান্ডের কোটি কোটি টাকা খেলাপের অভিযোগে দুই বাগানের বিরুদ্ধে এফআইআর
- ■ শ্রমিকদের বেতন থেকে কেটে নেওয়া পিএফ-এর অর্থ জমা না দেওয়ায় বানারহাট থানায় ফৌজদারি অভিযোগ
- ■ বকেয়া আদায়ে নজিরবিহীন কড়া অবস্থান পিএফ কমিশনারের, চলতি বছরেই ৯টি চা বাগানের বিরুদ্ধে মামলা

এনআইএ'র তলব সাবিনাকে

কালিয়াচক, ২২ সেপ্টেম্বর : মোথাবাড়ি কান্ডে এবার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ তলব করল প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সুজাপুরের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনকে। মঙ্গলবার সকালে এন আই এ আধিকারিকদের তরফে প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়িতে নোটিশ পাঠানো হয়। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, কালিয়াচক থানায় তাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বলা হয়েছে। সাবিনা বলেন, 'আমি অবশ্যই কালিয়াচক থানায় গিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করব। যতবার ডাকবে ততবারই যাব।'

এর আগে অগাস্ট মাসের ১৫ তারিখ নাগাদ এনআইএর নোটিশ পেয়েছিলেন সাবিনা ইয়াসমিনের স্বামী মেহেবুব আলম। কলকাতায় এনআইএ অফিসে তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। শুধু মেহেবুব আলমকেই নয়, তার সঙ্গে আরও কয়েকজন তৃণমূল নেতৃত্বকে ডাকা হয়। তার মধ্যে ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের জেলা বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান, কালিয়াচক ১পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি আতিউর রহমান, ব্লক তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি সামিজুদ্দিন আহমেদকে। এর আগেও জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহমানকে ডাকা হয়েছিল। এবার সরাসরি সুজাপুরের বিধায়ককেই তলব করল এনআইএ।

ধৃত ২

চোপড়া, ২২ সেপ্টেম্বর : অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের সুবিধা না পাওয়ার অভিযোগে জাতীয় সড়ক অবরোধের ঘটনায় দুজনকে অবশেষে গ্রেপ্তার করেছে চোপড়া থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতদের ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। অভিযুক্তদের পক্ষের আইনজীবী ওয়াহেদুর রহমান বলেন, 'অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন। জামিনের আবেদন খারিজ করে বিচারক ধৃতদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পরবর্তী শুনানির জন্য আদালত পুলিশের কাছে ২৪ সেপ্টেম্বর কেস ডায়েরি চেয়েছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে চোপড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় প্রায় ৪০-৫০ জন মহিলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবরোধ তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। অভিযোগ, সেই সময় মহম্মদ আরমান এবং হামিদুল রহমান অবরোধকারীদের রাস্তা থেকে না সরতে উসকানি দেন। পুলিশের দাবি, অবরোধ তুলে নেওয়ার পরেও তাঁরা মহিলাদের ফের রাস্তা অবরোধের জন্য প্ররোচিত করছিলেন। এরপর দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনায় আরও ৪০-৫০ জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। পুলিশের অভিযোগ, অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়।

বাজেয়াপ্ত মদ

কিশনগঞ্জ, ২২ সেপ্টেম্বর : পার্সেল ভ্যানে ২,১৬০ লিটার বিদেশি মদ পাচারের ছক বানচাল করল বিহারের আরারিয়া পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে জৌকিহাট থানা এলাকার ৩২৭ই জাতীয় সড়কে কাঁকনটোলা টোল প্লাজায় নাকা চেকিং চলছিল। তখনই গাড়িটিকে আটক করে পুলিশ।

উপপ্রধানকে হেনস্তা, অভিযোগ দায়ের

বাগডোগরা, ২২ সেপ্টেম্বর : মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রেখা মল্লিককে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিগ্রহ করার অভিযোগ উঠল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার এবং মাটিগাড়া থানার আইসির কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

রেখা মল্লিকের দাবি, মঙ্গলবার পুলিশের ডিসিপি তাঁকে ডেকে বিস্তারিত তথ্য জেনেছেন এবং দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি স্থানীয় কয়েকজন বিজেপি নেতার বিরুদ্ধেও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগকারী উপপ্রধান জানান, বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব এবং তাদের কিছু অনুগামী তাঁর ওপর ক্রমাগত মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছেন। তাঁকে প্রকাশ্যে দেখলে অশ্লীল ও অপমানজনক ভাষায় কটূক্তি করা হচ্ছে। এমনকি পদত্যাগের জন্য ক্রমাগত চাপ ও হেনস্তা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'বাধ্য হয়েই আমি প্রশাসনিক স্তর ও থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।' পালটা প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা বিজেপি নেত্রী মাম্পি সরকার বলেন, 'ঘটনার দিন সাধারণ পরিষদের (জিবি) বৈঠক ছিল। সেখানে কেবল প্রশাসনিক আলোচনা হয়েছে। আমি বা দলের কোনও কর্মী রেখাকে নিগৃহীত বা হেনস্তা করেনি। মিথ্যা অভিযোগ।'

নেই নগেন্দ্র

প্রথম পাতার পর

তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট। রাজনৈতিক মহলের দাবি, এখানেও সূক্ষ্ম কূটনৈতিক চাল রয়েছে। নেতাজি ইস্যুকে বিজেপি যে ভালো চোখে নেয়নি, এদিন সেই বার্তাই দেওয়া হয়েছে। নগেন্দ্র বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ হলেও বিজেপির সঙ্গে বহুদিন তাঁর ভালো সম্পর্ক নেই। বহুদিন তাঁকে দলীয় কোনও কর্মসূচিতে দেখা যায়নি। কিন্তু পদে থাকার পরেও মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে তাঁর অনুপস্থিতি নিয়ে নতুন করে জলঘোলা শুরু হয়েছে।

তৃণমূলের আমলে মুখ্যমন্ত্রীর সভাগুলিতে বরাবরই অনুপস্থিত থাকতেন বিরোধী বিধায়করা। তাঁদের আমন্ত্রণই জানানো হত না বলে অভিযোগ ছিল। তবে মঙ্গলবারের সভায় শাসকদলের জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি এনসিপির সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মাবসুনিয়া ও তৃণমূলের বিধায়ক সংগীতা রায়ও হাজির ছিলেন। বিরোধীরা থাকলেও অনুপস্থিত থাকলেন শাসকদলেরই সাংসদ। যদিও এবিষয়ে একাধিকবার ফোন করা হলেও তা না তোলায় নগেন্দ্রর বক্তব্য মেলেনি।

এদিন বহুদিন পর প্রকাশ্যে দেখা গিয়েছে বিজেপি নেতা মিহির গোস্বামীকে। মদনমোহনবাড়িতে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী। মিহির তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রী মিহিরকে ডেকে নিয়ে যান মন্দিরের ভেতরে। সেখানে একসঙ্গেই পুজো দেন।

শহরজুড়ে আবর্জনার স্তূপ

প্রথম পাতার পর

হায়দরপাড়ার বাসিন্দা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'এমনিতেই বাড়ি থেকে ঠিকমতো আবর্জনা সংগ্রহ করা হয় না। তার উপর বাজারের আবর্জনাও ঠিকভাবে সরানো হয় না। ফলে দীর্ঘদিন ধরে সেখানে স্তূপ জমে রয়েছে।' বর্ধমান রোডের জ্যোতিনগরেও একই ছবি। রাস্তার পাশে আবর্জনার স্তূপের পাশাপাশি ফাঁকা জমিগুলিও জঞ্জালে ভরে গিয়েছে। এলাকার ফাস্ট ফুড ব্যবসায়ী রাজু সাহানির অভিযোগ, 'এলাকার অবস্থা দেখে মনে হয় না এটি পুরনিগমের মধ্যে পড়ে।' তাঁর বক্তব্য, 'পুরনিগম জরিমানা করার আগে নাগরিক পরিষেবা ঠিক করা উচিত। বাড়ি থেকে আবর্জনা ঠিকমতো সংগ্রহ না হলে মানুষ তা কোথায় ফেলবেন?'

সমস্যা শুধু বাসিন্দাদের নয়। আবর্জনা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ওয়ার্ড মাস্টাররাও। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড মাস্টার সৌমেন দেবের কথায়, 'এলাকায় আবর্জনা রাখার পর্যাপ্ত জায়গা নেই। ওয়ার্ড সংলগ্ন চর এলাকায় আবর্জনা রাখা নিয়ে আগে বিতর্ক হওয়ায় সেটিও বন্ধ হয়েছে।' এখন কোথায় আবর্জনা জমা হবে, তা নিয়ে চিন্তায় তিনি। একদিকে সংলগ্ন বাড়ির বাসিন্দাদের আপত্তি। অন্যদিকে, ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটরের ধমক। তার উপর ২০ দিনেরও বেশি সময় ধরে কমপ্যাক্টর মেশিন খারাপ। আবর্জনা নিয়ে যাওয়ার তিনটি ভ্যানের মধ্যে একটি পুরোপুরি নষ্ট। বাকি দুটি নিয়ে কোনওরকমে চালাতে হচ্ছে বলে তিনি জানালেন।

৪ নম্বরের ওয়ার্ড মাস্টার শিবকুমার মাহাতোর সমস্যাও একই। তাঁর কথায়, 'আগে গাড়ি খারাপ হলে কাউন্সিলারকে জানানো যেত। এখন সেই সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। নৌকার মতো দেখতে আবর্জনা টানার গাড়িগুলি খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। ডাম্পারের ট্রিপও কমেছে।' ৩ নম্বরের ওয়ার্ড মাস্টার দেবাশিস সরকারের বক্তব্য, 'আগে আবজর্নার গাড়িতে সমস্যা হলে কাউন্সিলারকে জানানো যেত। নির্দিষ্ট ফান্ডও নেই। ফলে নিজেদের টাকা দিয়েই আবজর্নার গাড়ি সংক্রান্ত পরিষেবা চালাতে হচ্ছে।'

পুর কমিশনার বীরবিক্রম রাই এবং প্রশাসক আর বিমলাকে ফোন করা হলেও সাড়া না দেওয়ায় তাঁদের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

সোনার মেয়েরা...

প্রথম পাতার পর

ডেথ ওভারে স্মৃতিদের তৈরি ভিতের উপর দাঁড়িয়ে তাণ্ডব করলেন ভারতীয় মহিলা দলের স্পেশালিস্ট 'ফিনিশার' রিচা ঘোষ (২২ বলে অপরাজিত ৪৯)। সাম্প্রতিককালের অফফর্ম কাটিয়ে এদিন চেনা ছন্দে পাওয়া গেল এই উইকেটকিপার-ব্যাটারকে। শিলিগুড়ির রিচার হাফডজন চার ও তিনটি ছয়ে সাজানো ইনিংসে ভারত ২১৬/৩ স্কোরে পৌঁছে যায়। যা মহিলাদের ক্রিকেটে ভারতের সর্বাধিক স্কোর।

পাহাড়প্রমাণ টার্গেট নিয়ে শ্রীলঙ্কার পক্ষে আহামরি কিছু করা সম্ভব ছিল না। অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু (২৯) বাদে বাকিরা ভারতকে বেশি কষ্ট করানোর মুডেও ছিলেন না। বরং টিম ইন্ডিয়ার স্পিন চতুর্ভুজ-শেফালি (৩/২), দীপ্তি শর্মা (৬/৩), শ্রেয়াঙ্কা পাতিল (৯/২) ও নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি (১৩/২) নিজেদের মধ্যে 'যেমন খুশি উইকেট নেওয়ার' প্রতিযোগিতায় মেতে দেশকে টি২০ আন্তর্জাতিকে রানের নিরিখে সর্বাধিক ব্যবধানে জয় এনে দেন। শ্রীলঙ্কা ১৫.৪ ওভারে ৬৯ রানে অল আউট হয়।

এবারের এশিয়াডে হরমনপ্রীত-রিচাদের হাত ধরেই ভারতের ঘরে প্রথম সোনা এল। অধিনায়ক হরমনপ্রীতের বিশ্বাস, এই সোনা জয় বাকি ইভেন্টের জন্যও 'ফ্লাডগেট' খুলে দেবে। এদিন রাফায়েল নাদালের স্টাইলে পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে সোনার পদক কামড় দিয়ে ফোটোসেশন করে ভারতীয় দল। পাকিস্তানের সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে পদক নিলেও হরমনপ্রীতরা পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখলেন। সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জজয়ী দলকে একসঙ্গে ছবি তুলতে বলা হয়। যেখানে হরমনপ্রীতের পাশে দাঁড়ান পাক অধিনায়ক ফাতিমা সানা। ঠিক তখনই দেখা যায়, হরমনপ্রীত নিজের ডান দিকে থাকা সতীর্থের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ফাতিমার সঙ্গে যে তিনি দূরত্ব রাখতে চাইছেন, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। ছবি তোলার পর ফাতিমাদের সঙ্গে হাতও মেলাননি হরমনপ্রীতরা। তবে এদিন পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে ছিলেন না এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান মহসিন নকভি।

এশিয়াডে সোনালি সফরের তৃপ্তি নিয়ে হরমনপ্রীত বলেছেন, 'এশিয়াডের মতো আসরে সোনার পদক জয় সবসময়ই তৃপ্তির। বলতে পারেন, যে কোনও অ্যাথলিটের কাছে এটা স্বপ্ন। আমরা এবারের এশিয়াডে সোনা জয়ের দরজা খুলে দিলাম। আশা করি, বাকি ইভেন্টেও আমাদের অ্যাথলিটররা সোনা জিতবে। আমরা আগামীকাল দেশে ফিরব। বাকি ইভেন্টের দিকেও আমাদের নজর থাকবে।' দলের একমাত্র লক্ষ্য যে ছিল সোনা জয়, সেটা পরিষ্কার করে দিয়ে মান্ধানা বলেছেন, 'এই সোনা আমার ও দলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাপানে আসার পর থেকে লক্ষ্য একটাই ছিল- সোনা জিতে ফেরা। তবে জানতাম না, এবারের এশিয়াডে আমরাই দেশের হয়ে প্রথম সোনা জিতব।'

উশুতে পদক নিশ্চিত রোশিবিনার ■ ফাইনালে প্রণতি

সিন্ধুদের বদলা নিয়ে সেমিতে লক্ষ্যরা

আইচি, ২২ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমসে ব্যাডমিন্টনে মহিলাদের টিম ইভেন্টে ভারত ২০১৪ সালে শেষবার পদক জিতেছিল। সেই দলে পিভি সিন্ধু ছিলেন। সোমবার আইচির ইচিনোমিয়া সিটি মিউনিসিপ্যাল জিমনেসিয়ামে সিন্ধুর কাঁধেই গত ১২ বছরের পদক খরা কাটানোর মূল দায়িত্বটা ছিল। কিন্তু তিনি পারেননি। ভারতের মেয়েরাও কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানের বিরুদ্ধে ১-৩ ব্যবধানে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গিয়েছে। ঘণ্টা চারেকের মধ্যে অবশ্য সিন্ধুদের হারের মধুর বদলা নিলেন লক্ষ্য সেন-আয়ুষ শেট্টিরা। জাপানকেই ৩-০ ব্যবধানে উড়িয়ে পুরুষদের টিম ইভেন্টের সেমিফাইনালে উঠল ভারতীয় পুরুষ ব্যাডমিন্টন দল। গত আসরে টিম ইভেন্টে ভারত রুপো জিতেছিল। এদিন শেষ চারে পা রেখে ৪০ বছর পর এশিয়াড থেকে টানা দ্বিতীয়বার পদক নিশ্চিত করলেন লক্ষ্যরা।

পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১	চিন	৩২	১৩	৮	৫৩
২	জাপান	১১	১৬	১৯	৪৬
৩	দক্ষিণ কোরিয়া	৬	৪	১৭	২৭
৪	কাজাখস্তান	৬	১	৫	১২
৮	ভারত	১	৪	২	৭

এদিন প্রথম সিঙ্গলসে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে রুপোজয়ী কোদাই নারাওকাকে ১১-২১, ২১-৫, ২১-১৯ পয়েন্টে হারিয়ে লক্ষ্য রিংটোন সেট করে দেন। প্রথম গেম হারলেও বাকি দুইটি বার করতে সমস্যা হয়নি লক্ষ্যর। টিম ইভেন্টে প্রথম ম্যাচে জয় অনেকটা টেনিসের ব্রেক পয়েন্ট পাওয়ার মতো হয়। টেনিসে নিজের পরের সার্ভিস 'হোল্ড' করতে না পারলে ব্রেক পয়েন্টের কোনও দাম থাকে না। টিম ইভেন্টেও দ্বিতীয় ম্যাচ না জিতলে প্রথম ম্যাচ থেকে পাওয়া লিড কাজে আসে না। ডাবলসে সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি ভুল করেননি। ২১-১৮, ২৪-২২ পয়েন্টে তাকুরো হোকি-ইয়ুগো কোবায়াশিকে উড়িয়ে দলকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন। রিভার্স সিঙ্গলসে আয়ুষ শেট্টির কাজ ছিল, নিজের ম্যাচটা জিতে সেমিফাইনালের টিকিট আদায় করা। অঙ্ক মিলিয়ে দেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের নতুন পোস্টারবয়। অভিজ্ঞ কোকি ওয়াতানাবে-র বিরুদ্ধে ২১-১০, ২১-১৯ পয়েন্টে জয় ছিনিয়ে নেন আয়ুষ। বুধবার চিনের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে নামবে ভারত।

> ছেলেরা এদিন দুর্দান্ত জয় আনল। ওদের পারফরমেন্স দেখে ১৯৮৬ সালের কথা মনে পড়ে গেল। আমরাও জাপানকে হারিয়েছিলাম। আজ লক্ষ্য, সাত্ত্বিকদের দেখে সেদিনের স্মৃতি ভেসে উঠল।
>
> **-বিমল কুমার** (ভারতের প্রাক্তন ব্যাডমিন্টন কোচ)

লক্ষ্য-আয়ুষদের দাপুটে জয় ফ্ল্যাশব্যাকে নিয়ে গিয়েছে ভারতের প্রাক্তন কোচ বিমল কুমারকে। ১৯৮৬ সালের এশিয়াডে প্রকাশ পাড়ুকোন, সৈয়দ মোদিদের সঙ্গে বিমলও ভারতের ব্রোঞ্জজয়ী দলের সদস্য ছিলেন। স্মৃতির সরণিতে হেঁটে বিমল বলেছেন, 'ছেলেরা এদিন দুর্দান্ত জয় আনল। ওদের পারফরমেন্স দেখে ১৯৮৬ সালের কথা মনে পড়ে গেল। আমরাও জাপানকে হারিয়েছিলাম। প্রকাশ ও আমি সিঙ্গলসে জিতেছিলাম। ডাবলসে উদয় পাওয়ারের সঙ্গে প্রকাশ দুর্দান্ত খেলেছিল। আজ লক্ষ্য, সাত্ত্বিকদের দেখে সেদিনের স্মৃতি ভেসে উঠল।'

মঙ্গলবার ভারতের জন্য চমকের নাম অবশ্যই নাওরেম রোশিবিনা দেবী। মহিলাদের উশুর সান্ডা ইভেন্টে ৬০ কেজি ওজন বিভাগে সেমিফাইনালে উঠে পদক নিশ্চিত করে ফেলেছেন মণিপুরের এই অ্যাথলিট। তিনি কোয়ার্টার ফাইনালে ৫-০ ব্যবধানে চিনের চু মান সিনকে উড়িয়ে দেন। ২০১৮ সালের এশিয়াডে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। চার বছর বাদে হ্যাংঝৌয়ে রুপো গলায় ঝোলান ২৫ বছরের রোশিবিনা। এবার তাঁর থেকে সোনার আশায় আসমুদ্র হিমাচল। বুধবার সেমিফাইনালে রোশিবিনার প্রতিপক্ষ ইন্দোনেশিয়ার থানিয়া কুসুমানিংতায়াস। মজার বিষয় হল, রোশিবিনার এশিয়াডে যাওয়া নিয়ে চরম বিতর্ক হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ৬০ কেজি নাম ছিল দিব্যাংশী চৌধুরীর। কিন্তু সর্বভারতীয় উশু সংস্থা চোটের জন্য দিব্যাংশীকে বাদ দেওয়ায় শিঁকে ছেড়ে রোশিবিনার। যা নিয়ে দিব্যাংশী ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। সর্বভারতীয় উশু সংস্থার সেদিনের সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল, মঙ্গলবার তা প্রমাণ হল।

অন্যদিকে, দুরন্ত সফর অব্যাহত ভারতীয় পুরুষ কাবাডি দলের। এদিন তারা গ্রুপের ম্যাচে ৬৩-৩১ পয়েন্টে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়েছে। বুধবার পবন শেরাওয়াতরা বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে। কাবাডির মতো ছুটছে ভারতীয় পুরুষ হকি দলও। তারা ১৬-১ গোলে শ্রীলঙ্কাকে চূর্ণ করেছে। একাই চার গোল করেন যুগরাজ সিং। হ্যাটট্রিক এসেছে অভিষেক নাইন ও দিলপ্রীত সিংয়ের। বক্সিংয়েও দিনটা ভালো গিয়েছে ভারতের। রাউন্ড অফ ৩২-এ জিতেছেন যদুমণি সিং মানদেংবাম (পুরুষদের ৫৫ কেজি) ও সাক্ষী চৌধুরী (মহিলাদের ৫১ কেজি)। জিমন্যাস্টিক্সে মহিলাদের ব্যক্তিগত ভল্ট ইভেন্টের ফাইনালে উঠেছেন বাংলার প্রণতি নায়েক। তিনি ১২.৯১৬ স্কোর করেছেন। ফাইনাল বৃহস্পতিবার।

ভারতের পুরুষ ও মহিলা টেবিল টেনিস দল হতাশ করেছে। পুরুষদের টিম ইভেন্টে হরমিত দেশাইরা প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ০-৩ ব্যবধানে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে হেরেছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে মহিলা দলের ঘাতক উত্তর কোরিয়া। সৃজা আকুলারাও হারেন ০-৩ ব্যবধানে। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে অবশ্য থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া সিঙ্গলসে জিতে দেশকে জয় এনে দিয়েছিলেন ২১ বছরের যশস্বীনী ঘোরপারে।

জাপানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে ভারতের ভিত গড়ে দেন লক্ষ্য সেন।

পদক গলায় নিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন রিচা ঘোষ। সঙ্গী শেফালি ভার্মা। নিশিনে মঙ্গলবার।

রিচার সঙ্গে জাতীয় সংগীত গাইলেন মা-বাবাও

ঝুঁকি নিতে উৎসাহ দিয়েছেন কোচ শিবশংকর

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : অসাধারণ মুহূর্ত। সারাজীবন মনে রাখার মতো অভিজ্ঞতা।

এশিয়ান গেমসের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সোনা রক্ষায় সফল হয়েছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। নিশিনের কোরোগি স্পোর্টস পার্কে ভারতের সাফল্যের পর উঠেছে জাতীয় পতাকা। বেজেছে জনগণমন...। গ্যালারিতে বসে যা শুনতে শুনতে 'উইমেন ইন ব্লু'-এর সদস্য রিচা ঘোষের বাবা মানবেন্দ্র ও মা স্বপ্নার ঠিক এই দুটো কথাই মনে হয়েছে।

তিন বছর আগেও রিচারা এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিলেন। কিন্তু সেবার সাহস করে স্টেডিয়ামে যাননি রিচার বাবা-মা। গতবছর মহিলা দলের ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ের সময়ই সেই সংস্কার ভেঙেছিলেন তাঁরা। রিচাদের ডব্লিউপিএল জয় তাঁদের আরও সাহস দিয়েছিল। রিচারা ফাইনালে ওঠার পর যা থেকেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন জাপান যাওয়ার। সেইমতোই বড় মেয়েকে নিয়ে মঙ্গলবারই তাঁরা নিশিনে পৌঁছান। রিচাও স্টেডিয়ামে যাওয়ার জন্য টিম বাসে ওঠার আগে ভিডিও কল করে নিশ্চিত হয়ে যান বাবা-মা-দিদির উপস্থিতির বিষয়ে।

তাঁদের উপস্থিতিতেই এশিয়াডের মঞ্চে এদিন প্রথমবার ব্যাট হাতে উজ্জ্বল লেগেছে রিচাকে। মেয়ের ২২ বলে অপরাজিত ৪৯ রানের ইনিংস দেখার পরই তাঁরা নিশ্চিত হয়ে যান সোনা আসছে। এরপর যখন স্টেডিয়ামে জাতীয় সংগীত বেজে ওঠে তাঁরা আর আবেগ সামলাতে পারেননি। নিশিন থেকে মানবেন্দ্র বলেছেন, 'স্টেডিয়াম যখন ভারতীয় দল জনগণমন গাইছিল তখন ওদের সঙ্গে আমরাও গলা মেলাই। মুহূর্তটা সারাজীবন ভুলতে পারব না।'

রিচার টানা বড় রান না পাওয়ার পরও তাঁর মা-বাবার মতো কোচ শিবশংকর পাল ভরসা হারাননি। শিবশংকর বলেছেন, 'ভারতীয় দলে রিচার ব্যাটিং পজিশন ৫-৬ নম্বরে। সেখানে খুব বেশি বল খেলার সুযোগ থাকে না। তাই প্রতিদিন ওর বড় রান আসবে না আমরা সবাই জানি। তাই এশিয়া কাপ-এশিয়ান গেমসের জন্য প্রস্তুতি নিতে যখন আমার পাটুলি অ্যাকাডেমিতে এসেছিল তখনই ওকে বলে দিয়েছিলাম কে কী বলল, সেই সব নিয়ে ভাবতে হবে না। দেশের স্বার্থে তোকে ঝুঁকি নিতেই হবে।'

আরও একটা কথা তুফানগঞ্জের শিবশংকর বিশ্বাস করেন। তাঁর কথায়, '৫-৬ নম্বরে এই মুহূর্তে রিচা দেশের সেরা। মহিলা ক্রিকেটে খুব কম ক্রিকেটারই আছে ওর মতো ছক্কা মারতে পারে। তাই কয়েকটা ম্যাচে রান না পেলে ওর উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।' মঙ্গলবার সোনা জয়ের পর ছাত্রী ফোন করলে সেই কথাই আরও একবার তাঁকে মনে করিয়ে নতুন এই কীর্তির জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

রিচার মা-বাবাও এখন রয়েছেন ফুরফুরে মেজাজে। পদক বিতরণি অনুষ্ঠানের পরই তাঁরা নেমে এসেছিলেন কোরোগি পার্কে। প্রাণভরে দেখেছেন মেয়ের সোনার পদক। উপভোগ করেছেন তাঁদের নিয়ে স্থানীয় সমর্থকদের আগ্রহ। আর তারপরই শুরু করে দিয়েছেন রিচাকে নিয়ে জাপান ঘুরে দেখার পরিকল্পনা। ছয়দিন পরই রয়েছে রিচার ২২তম জন্মদিন। কৃতী মেয়েকে এবার তাঁরাও চান রিটার্ন গিফট দিতে।

নজরে পরিসংখ্যান

২১৬/৩ ভারতের এদিনের স্কোর। যা এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে সর্বাধিক।

২ পাকিস্তানের পর দ্বিতীয় দল হিসেবে এশিয়াডে দুইবার সোনা জিতল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল।

১৪৭ শ্রীলঙ্কাকে এদিন ১৪৭ রানে হারাল ভারত। যা রানের নিরিখে মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে ভারতের বৃহত্তম জয়।

২ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এদিনের ১৪৭ রানে জয় মহিলাদের দুই পূর্ণ সদস্যের দেশের টি২০ ম্যাচে দ্বিতীয় বৃহত্তম।

১৩ ভারত এদিন ১৩টি ছয় মেরেছে। মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে যা এক ইনিংসে সর্বাধিক।

৭৮ রিচা ঘোষরা এদিন ছক্কা মেরে ৭৮ রান তুলেছেন। যা শ্রীলঙ্কার মোট রানের থেকে বেশি।

১ ভারতের এদিন ২১৬/৩ মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে নকআউট ম্যাচে সর্বাধিক।

৮ ভারত টানা আটটি ম্যাচ জিতল। মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে যা সর্বাধিক টানা জয়।

১১০ ২০০৬ সালে ভারতীয় ব্যাটারদের ছয়ের সংখ্যা। প্রথম দল হিসেবে ভারত মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে এক বছরে ১০০ ছয়ের মাইলস্টোন পার করল।

২২ বলে অপরাজিত ৪৯ রানের পথে শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ।

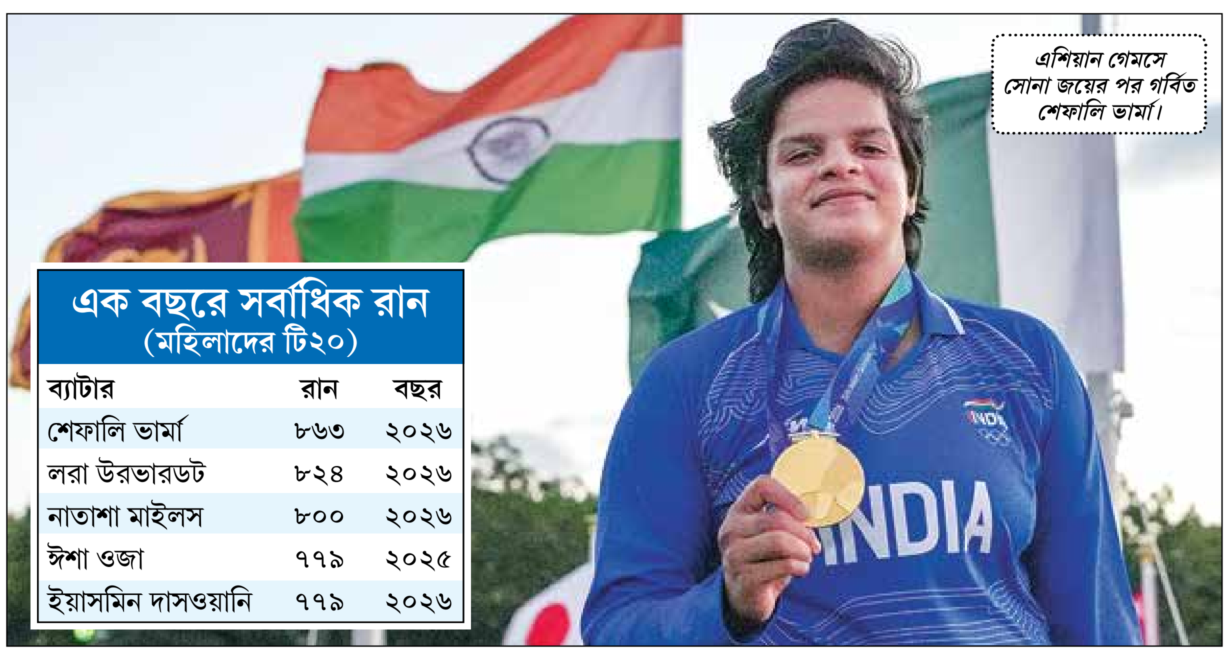

এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ের পর গর্বিত শেফালি ভার্মা।

এক বছরে সর্বাধিক রান (মহিলাদের টি২০)

ব্যাটার	রান	বছর
শেফালি ভার্মা	৮৬৩	২০২৬
লরা উরভারডট	৮২৪	২০২৬
নাতাশা মাইলস	৮০০	২০২৬
ঈশা ওজা	৭৭৯	২০২৫
ইয়াসমিন দাসওয়ানি	৭৭৯	২০২৬

স্কোরবোর্ড

ভারত

শেফালি ক কাভিন্দি বো প্রাবোদা	৪৯
স্মৃতি ক কাভিশা বো সুগন্দিকা	৭৯
হরমনপ্রীত ক চামারি বো কাভিশা	১৯
রিচা অপরাজিত	৪৯
ভারতী অপরাজিত	৭
অতিরিক্ত	৭
মোট (৩ উইকেট, ২০ ওভার)	২১৬

উইকেট পতন : ৯৯/১, ১৪১/২, ১৬৩/৩।

বোলিং : সুগন্দিকা ৪-০-৩৭-১, মিতালি ৩-০-৪২-০, চামারি ২-০-২৭-০, কাভিন্দি ৩-০-৪০-০, কাভিশা ৪-০-৩৫-১, প্রাবোদা ৪-০-৩৪-১।

শ্রীলঙ্কা

চামারি ক ভারতী বো দীপ্তি	২৯
দুলানি স্টা রিচা বো শেফালি	৩
হাসিনি ক ভারতী বো শেফালি	০
কাভিশা ক ও বো দীপ্তি	১১
হর্ষিতা ক ও বো শ্রেয়াঙ্কা	০
হানসিমা ক ভারতী বো শ্রী চরণি	১
কৌশিনী বো শ্রেয়াঙ্কা	১৪
কাভিন্দি ক রিচা বো শ্রী চরণি	২
সুগন্দিকা ক রিচা বো দীপ্তি	৩
মিতালি রানআউট	০
প্রাবোদা অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	৬
মোট (অল আউট, ১৫.৪ ওভার)	৬৯

উইকেট পতন : ১৮/১, ৩০/২, ৪৩/৩, ৪৪/৪, ৪৯/৫, ৪৯/৬, ৫২/৭, ৬৩/৮, ৬৪/৯, ৬৯/১০।

বোলিং : ক্রান্তি ২-০-১১-০, নন্দনী ২-০-২৩-০, শেফালি ২-০-৩-২, দীপ্তি ৪-০-৬-৩, শ্রেয়াঙ্কা ১.৪-০-৯-২, শ্রী চরণি ৪-০-১৩-২।

ফল : ভারত ১৪৭ রানে জয়ী

ইনগ্রাম-উডের অবসর

লন্ডন, ২২ সেপ্টেম্বর : ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন কলিন ইনগ্রাম ও মার্ক উড। দক্ষিণ আফ্রিকার ইনগ্রাম মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে তাঁর ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। জানিয়েছেন, ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর এটাই সেরা সময়। একইদিনে ইংল্যান্ডের জোরে বোলার উডও অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। ৩৬ বছরের উড কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই আজ ইসিবি-কে তাঁর অবসরের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। প্রায় ১২ বছর ধরে ইংল্যান্ডের হয়ে উড ৩৮টি টেস্ট, ৭০টি একদিনের ম্যাচ ও ৩৮টি টি২০ খেলেছেন।

রনজি দলে ফিরলেন যশ

লখনউ, ২২ সেপ্টেম্বর : ১৬ মাস পরে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরছেন পেসার যশ দয়াল। তাঁকে আসন্ন রনজি ট্রফির জন্য উত্তরপ্রদেশ দলে রাখা হয়েছে। চলতি বছরের শুরুর দিকে যশ উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থার কাছে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট চেয়েছিলেন ছত্তিশগড়ের হয়ে খেলার জন্য। তবে উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থার আশ্বাস পেয়ে মত বদলান তিনি। গত বছর দুইটি ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন যশ।

শিল্ড শুরুর আগে লিগ ট্রফি বাগানকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর: আইএফএ শিল্ডের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামার আগেই মানসিকভাবে চাঙ্গা হওয়ার রসদ পেয়ে যাচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ম্যাচ শুরু দুপুর তিনটে নাগাদ। ম্যাচ শুরুর মিনিট পনেরো আগে কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি তুলে দেওয়া হবে মোহনবাগানের হাতে। ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-র হাত দিয়ে কলকাতা লিগ ট্রফি তুলে দেওয়া হবে বলে আইএফএ-র তরফে এদিন জানানো হয়। দুপুর আড়াইটে নাগাদ ক্লাব তাঁবুতে পতাকা উত্তোলন করা হবে। তারপরেই ট্রফি পাবেন ফুটবলাররা।

আইএফএ শিল্ডে আজ
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম শ্রীনিধি ডেকান এফসি
সময় : দুপুর ৩টা, **স্থান :** কলকাতা
সম্প্রচার : ফ্যান কোড অ্যাপ

শ্রীনিধি ডেকান এফসি-র বিরুদ্ধে শিল্ডে প্রথম ম্যাচে মাঠে নামার আগে অবশ্য সতর্ক প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিসের দল। এদিন বিকেলে ঘণ্টাখানেকের অনুশীলনে বাড়তি জোর দেওয়া হল সেট পিসে। গত মরশুম থেকেই সবুজ-মেরুন শিবিরে এই একটা জায়গা নিয়ে সমস্যা চলছে। একাধিক ফ্রি কিক ও সেট পিস পেয়েও তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ ফুটবলাররা। ফলে এই জায়গার মেরামতি করারই এখন চেষ্টা করছেন দলের হেড কোচ। তাঁর দলে আপাতত সমীর জেলজকোভিচ ও আশিস রাই ছাড়া সকলেই ফিট। এই দুইজন দলের সঙ্গে মাঝে অনুশীলন করলেও হঠাৎই আবার নাকি কাঁধে টান ধরেছে জেলজকোভিচের। আর আশিস ডুরান্ডে অল্প কিছুক্ষণের জন্য খেললেও এখনও পুরো ফিট নন। জাতীয় শিবিরে চলে গিয়েছেন মনবীর সিং, সাহাল আব্দুল সামাদ, মেহতাব সিং, আপুইয়া ও অনিরুদ্ধ থাপা। ফলে এদের বাদ দিয়েই আপাতত গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচগুলি খেলতে হবে মোহনবাগানকে।

একটাই সুবিধা শিল্ডে ৬ বিদেশি নিয়ে খেলা যাবে। ফলে জেমি ম্যাকলারেনদের নিয়ে খেলতে পারবে মোহনবাগান। শ্রীনিধি ডেকানও যথেষ্ট শক্তিশালী দল নিয়ে খেলতে আসছে। দলে রয়েছেন মোহনবাগানের দুই প্রাক্তনী-প্রীতম কোটাল ও প্রণয় হালদার। ফলে ম্যাচ যে সহজ হবে না, এই কথা বুঝতে পারছেন কোচ-ফুটবলাররা।

অনুশীলনে সতীর্থ সুহেল আহমেদ বাটকে থামাতে মরিয়া রাহুল ভেকে। মঙ্গলবার।

শ্রীনিধি ডেকান এফসি ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের মিগুয়েল ফিগুয়েরা।

হাবাসের 'ক্লাসে' রশিদ-জিকসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচে দুই গোলে এগিয়ে গিয়েও পয়েন্ট হাতছাড়া করেছে ইস্টবেঙ্গল। কোথায় ভুল হল? শুধরে দিতে মহম্মদ বসিম রশিদ ও জিকসন সিংকে নিয়ে স্পেশাল ক্লাস কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের।

পাঁচদিনের ছুটি কাটিয়ে মঙ্গলবার থেকে অনুশীলনে ফিরল হাবাসের ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার নিজেদের মাঠে আইএফএ শিল্ডের ম্যাচ খেলবে লাল-হলুদ ব্রিগেড। তবে সোমবার রাত থেকে দফায় দফায় বৃষ্টির জেরে মাঠের অবস্থা বেশ খারাপ। তাই এদিন মূল মাঠের পাশে কৃত্রিম ঘাসের মাঠেই মহড়া সারল ইস্টবেঙ্গল। ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল পাঁচটা। বাকি প্রায় সবাই ততক্ষণে মাঠে নেমে পড়েছেন। দেখা নেই হাবাস ও তাঁর দুই ছাত্রের। বেশ কিছুক্ষণ পর প্লেয়ার্স বক্স থেকে রশিদ ও জিকসনকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলেন স্প্যানিশ কোচ। খোঁজ নিয়ে জানা গেল অনুশীলন শুরুর আগে আল হুসেইন ম্যাচের ভিডিও বিশ্লেষণ করে কোথায় ভুল হয়েছে তা দুই ফুটবলারকে বুঝিয়েছেন হাবাস।

বাকিদের ছেড়ে জিকসন আর রশিদই কেন? আসলে দুইজনই মাঝমাঠে একটু নীচ থেকে খেলেন। রক্ষণেও বাড়তি দায়িত্ব থাকে কাঁধে। আল হুসেইন ম্যাচে রশিদ-জিকসনকে একসঙ্গে খেলানোর উদ্দেশ্যই ছিল প্রতিপক্ষের যাবতীয় আক্রমণ মাঝমাঠেই থামিয়ে দেওয়া। তবে দুই গোল হজমের ক্ষেত্রেই লাল-হলুদ মাঝমাঠে ওই দুই ফুটবলার আরও তৎপর হলে হয়তো বিপদ এড়ানো সম্ভব হত। সেই ভুল-ত্রুটিগুলি কীভাবে শুধরে দেওয়া যায় সেই চেষ্টাই হয়তো করছেন হাবাস। কলকাতায় চলে এলেও এদিন অনুশীলনে ছিলেন না লাল-হলুদের আইভরিয়ান স্ট্রাইকার আকে আর্নাউদ লোবা। সূত্রের খবর, সন্ধ্যায় তাঁর মেডিকেল চেকআপ ছিল। সব ঠিক থাকলে বুধবার প্রস্তুতিতে যোগ দেবেন লোবা।

অনুশীলনে অনুপস্থিত লোবা

এদিকে, বৃহস্পতিবার আইএফএ শিল্ডে অভিযান শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল। সিনিয়ার ও রিজার্ভ দল মিলিয়ে প্রতিযোগিতার জন্য লাল-হলুদ পঞ্চাশেরও বেশি ফুটবলারের নাম নথিভুক্ত করেছে। ক্যালকাটা কাস্টমসের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হয়তো মূলত কলকাতা লিগে খেলা ফুটবলারদের নিয়েই মাঠে নামবে তারা। বুধবার অনুশীলনের আগেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন হাবাস।

রান পেলেন কুশাগ্র-তনুষ

পুদুচেরি, ২২ সেপ্টেম্বর : শুরুতে ধাক্কা। শেষ পর্যন্ত স্বস্তি।

অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে পুদুচেরিতে আজই শুরু হল চারদিনের বেসরকারি টেস্ট। সেই ম্যাচে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে ভারত 'এ' দল শুরুতেই চাপে পড়ে গিয়েছিল। শুরুর ধাক্কা সামলে দলকে ভরসা দিলেন কুমার কুশাগ্র (৮২) ও তনুষ কোটিয়ান (অপরাজিত ৬৮)। চোট পেয়ে দিনের শেষে কুশাগ্র প্যাভিলিয়ানে ফিরলেও কোটিয়ান এখনও রয়েছেন পিচে। মূলত কুশাগ্র ও তনুষের দাপটেই অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের শেষে ভারতীয় 'এ' দলের সংগ্রহ ২৫৭/৫। ভারত 'এ' দলের অধিনায়ক দেবদত্ত পাডিক্কাল (৩) রান পাননি। ওপেন করতে নেমে বি সাই সুদর্শন (৫৭) দারুণ শুরু করলেও বড় রানের ভিত গড়তে ব্যর্থ হয়েছিলেন। চাপের মুখে দলের হাল ধরেন কুশাগ্র ও তনুষ।

সহজ ম্যাচে কঠিন জয় টিম ইন্ডিয়ার

সানো, ২২ সেপ্টেম্বর : হতে পারত নয়া ইতিহাস। মুখ পুড়তে পারত ভারতীয় ক্রিকেটের।

হয়নি শেষপর্যন্ত। সহজ ম্যাচকে কঠিন করে কোনওরকমে জাপানকে হারিয়ে দিল টিম ইন্ডিয়া। জয় এল মাত্র ২ রানে। হারতেও পারত টিম ইন্ডিয়া। অক্ষর প্যাটেলের শেষ ওভারের পরই ভারতীয় ক্রিকেটারদের শরীরী ভাষায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচার ছবিটা ছিল স্পষ্ট। নাটকীয় শেষ ওভারে জাপানের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৮ রানের। অক্ষরের বলে জাপানের বাঁহাতি ব্যাটার অ্যালেক্সজান্ডার শিরাই-পাতমোরে রিভার্স সুইপ মারতে চেয়েছিলেন। বল লেগস্টাম্প লাইনে পড়ে বাইরে যায়। আম্পায়ার ওয়াইড দেন। পরের বলেও একই ঘটনা ঘটে। আম্পায়ার ফের ওয়াইড দিলে অক্ষর ও ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। লেগ আম্পায়ারের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত বদলে নেন ফিল্ড আম্পায়ার। আর তা নিয়েই শুরু হয়েছে নয়া বিতর্ক। ক্রিকেটের আইন নিয়ে চলছে চর্চা। ক্রিকেট দুনিয়ার শক্তিশালী দল হিসেবে শ্রেয়সরা বাড়তি সুবিধা পেয়ে গেলেন কি না, আম্পায়ারদের উপর চাপ তৈরি করে জাপানকে কোণঠাসা করল কি না টিম ইন্ডিয়া- এমন নানা আলোচনায়

ওয়াইড বিতর্ক

ডুবে রয়েছে ক্রিকেট মহল।

বৃষ্টি ও টাইফুনের পূর্বাভাস ছিল। বৃষ্টি হয়েওছিল। আর সেই বৃষ্টির কারণে আউটফিল্ড ভিজে গিয়েছিল। তাই নির্ধারিত সময়ের প্রায় তিন ঘণ্টা পর শুরু হয় ভারত বনাম জাপানের ম্যাচ। ২০ ওভারের বদলে ম্যাচ কমে দাঁড়িয়েছিলেন ৫ ওভারে। অজানা, অচেনা পরিবেশে টসে জিতে ব্যাটিং নিয়ে দুনিয়াকে চমকে দিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স। জাপানি সংস্কৃতির মাধ্যমে সুজুকি কাপ শুরুর ঘণ্টা বাজার পর টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিংয়ের শুরুতেই ধাক্কা। বাড়তি বাউন্স, ঘূর্ণির মায়াজালে ভরা বাইশ গজে বল কখনও নীচু হয়েছে। আবার কখনও অতিরিক্ত লাফিয়েছে। এমন পিচে প্রথম ওভারের শেষ বলে ফিরে যান অভিষেক শর্মা (০)। সঞ্জু স্যামসন (৯), তিন নম্বরে নামা ঈশান কিষানরাও (৩) ব্যাট হাতে জাপানের আনকোরা বোলিংয়ের সামনে বারবার অস্বস্তিতে পড়েছেন।

চার নম্বরে নেমে অধিনায়ক শ্রেয়স (১২ বলে ১৬) দলের রানের গতি বাড়ানোর প্রবল চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল হননি। জাপানের স্পিন আক্রমণের সামনে রীতিমতো অসহায়ের মতো দেখিয়েছে দুনিয়া কাঁপানো ভারতীয় ব্যাটিংকে। শিবম দুবে, তিলক ভার্মাদেরও একই অবস্থা হয়েছে। এমন কঠিন পিচে পাঁচ ওভারে শেষপর্যন্ত ৩২/৪ করেছিল টিম ইন্ডিয়া। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল জাপানও। অক্ষর, ওয়াশিংটন সুন্দরদের সৌজন্যে ৫ ওভারে ৩০/৩ স্কোরে থেমে যায় জাপানের ইনিংস। শেষ ওভারে ওয়াইড বিতর্ক না হলে ম্যাচের ফল ভিন্ন হতেও পারত বলে মনে করেছেন অনেকেই। দুই দলের মধ্যে সর্বোচ্চ রান করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স।

জাপানের মতো দলের বিরুদ্ধে এমন অবস্থায় পড়তে হবে টিম ইন্ডিয়াকে, কে আর জানত। সহজ ম্যাচে কঠিন জয়ের মাধ্যমে তবু টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে স্বস্তি রয়েছে। কারণ, এশিয়ান গেমসের আসরেও শ্রেয়সদের জন্য এমনই পিচ অপেক্ষায় থাকবে। তাই জাপান ম্যাচের মাধ্যমে ভারতীয় দলের প্রস্তুতির প্রথম পর্বটাও হয়ে গেল আজই।

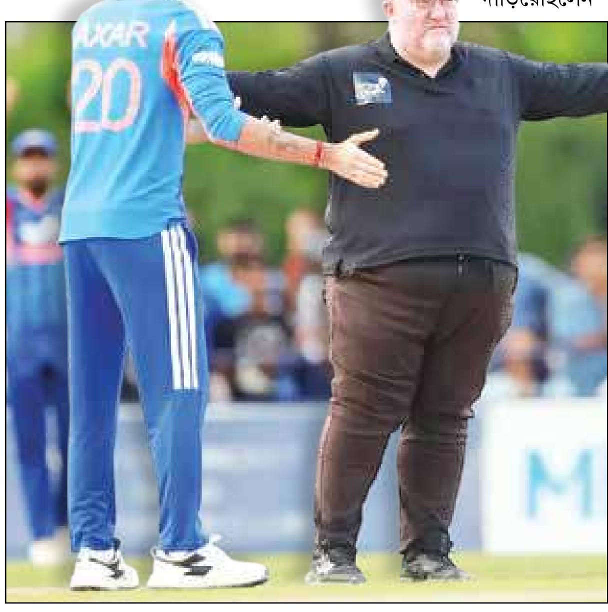

জাপান ইনিংসের শেষ ওভারে অক্ষর প্যাটেলের বলে ওয়াইড দেন আম্পায়ার। পরে শ্রেয়স আইয়ার ও অক্ষরের অনুরোধে লেগ আম্পায়ারের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি সিদ্ধান্ত বদলান।

জাপানকে শুভেচ্ছা

ব্যাটিংয়ের জন্য কঠিন ছিল পিচ : শ্রেয়স

সানো, ২২ সেপ্টেম্বর : ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো অবস্থা!

মনে করা হয়েছিল, ক্রিকেট দুনিয়ার দুধের শিশু জাপানের বিরুদ্ধে ম্যাচে অনায়াসে, হাসতে হাসতে জিতবে টিম ইন্ডিয়া।

বাস্তবে হয়েছে উলটো। ভারত ম্যাচ জিতেছে ঠিকই। কিন্তু সহজ ম্যাচ এত কঠিন করে জিততে হবে, ভাবেনি কেউ। ভাবতে পারেনি ক্রিকেট দুনিয়াও। জাপানের বিরুদ্ধে কোনওরকমে ২ রানে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচ জয়ের পর ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার স্বীকার করে নিয়েছেন, সানো আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের বাইশ গজ ব্যাটিংয়ের জন্য কঠিন ছিল। এমন পিচে রান করা সহজ ছিল না। পাশাপাশি দুর্দান্ত ক্রিকেটীয় স্পিরিট দেখানোর জন্য জাপানকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। জাপানকে হারিয়ে সুজুকি কাপ জেতার পর অধিনায়ক শ্রেয়স বলেছেন, 'ব্যাটিংয়ের জন্য খুব কঠিন ছিল এখানকার উইকেট। বল পড়ে স্কোয়ার টার্ন করছিল। যা সামলানো সহজ ছিল না। অভিষেক শর্মা-সঞ্জু স্যামসনদের মতো স্বাভাবিক স্ট্রোক খেলতে যারা পছন্দ করে, তাদেরও বিব্রত হতে হয়েছে বারবার।' সানো আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের বাইশ গজ ঠিক কতটা কঠিন ছিল, টসে জিতে ব্যাটিংয়ের শুরুতেই বুঝে গিয়েছিলেন শ্রেয়স। তাই তিনি উইকেটে নামার পর বড় শট খেলার চেষ্টা না করে সিঙ্গলস ও ডাবলস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'ব্যাট করতে নামার আগেই বুঝে গিয়েছিলাম, এই পিচে বড় শট খেলা কঠিন। তাই খুচরো রান নিয়ে স্কোরবোর্ড সচল রাখার চেষ্টা করছিলাম।'

কষ্টার্জিত জয় পেয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ভারতের সাফল্যের পথে যারা কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছিল, এমনকি ম্যাচ জয়ের মতো পরিস্থিতিও তৈরি করেছিল, সেই জাপান দলকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। শ্রেয়সের মনে হচ্ছে, জাপান ক্রিকেটের আঙিনায় জায়গা পাওয়ার লক্ষ্যে সঠিক পথেই এগিয়ে চলেছে। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'জাপানের ক্রিকেটাররা যে মানসিকতা ও স্পিরিট দেখিয়েছে, তার প্রশংসা করতেই হবে। ওদের সফল হওয়ার চেষ্টাকে কুর্নিশ। জাপানের খেলা দেখে মনে হল, ওরা সঠিক পথেই এগিয়ে চলেছে।'

জাপানের ডেকলান সুজুকির সঙ্গে জার্সি বিনিময়ে জসপ্রীত বুমরাহ। সানোয়।

স্কোরবোর্ড

ভারত

সঞ্জু ক ইতো-ডেভিস বো তাকাহাশি	৯
অভিষেক ক সুগায়া-স্লেটার বো হিঞ্জ	০
ঈশান ক তানিয়ামা বো ইতো-ডেভিস	৩
শ্রেয়স ক তানিয়ামা বো হিঞ্জ	১৬
তিলক অপরাজিত	১
শিবম অপরাজিত	০
অতিরিক্ত	৩
মোট (৪ উইকেট, ৫ ওভার)	৩২

উইকেট পতন : ৭/১, ৯/২, ১৪/৩, ৩২/৪।
বোলিং : হিঞ্জ ২-০-১৭-২, তাকাহাশি ২-০-১৩-১, ইতো-ডেভিস ১-০-২-১।

জাপান

কেন্ডেল ক যশ বো সুন্দর	১২
লাচলান রানআউট	১
তাকাহাশি ক বিষ্ণোই বো সুন্দর	৪
ইতো-ডেভিস অপরাজিত	৯
শিরাই-পাতমোরে অপরাজিত	২
অতিরিক্ত	২
মোট (৩ উইকেট, ৫ ওভার)	৩০

উইকেট পতন : ২/১, ৭/২, ২৫/৩।
বোলিং : অক্ষর ২-০-৭-০, সুন্দর ২-০-১৩-২, বিষ্ণোই ১-০-১০-২।
ফল : ভারত ২ রানে জয়ী।
ম্যাচের সেরা : শ্রেয়স আইয়ার।

বাংলার রনজি স্কোয়াডে ফিরলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : জল্পনার অবসান। গত দুইদিন ধরে অনুশীলন শুরু করেছিলেন অভিষেক পোড়েল। আজ তাঁকে বাংলার রনজি ট্রফি স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্তও করা হল।

বুধবার থেকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নামছে বাংলা দল। ১১ অক্টোবর থেকে দিল্লির বিরুদ্ধে রনজি অভিযান শুরুর আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ বাংলার। তার আগে অভিষেককে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করার পাশে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচেও খেলানো হবে বলে খবর। বাংলা দলের তরফে দাবি করা হচ্ছে, অভিষেকের ব্যক্তিগত জীবনে যাই ঘটে থাকুক না কেন, তিনি দলের অটোমেটিক চয়েজ। শুধু তাই নয়, ৩৬ দিন জেলে কাটানোর পর জামিনে মুক্ত অভিষেক মাঠে নামতে পারবেন না, এমন কোনও ব্যাপার নেই। তাই আগামীকাল হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচে তাঁকে খেলানোর সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত। রাতের দিকে কল্যাণী থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'অভিষেক জামিন পেয়েছে আগেই। শেষ দুই দিন দলের সঙ্গে অনুশীলনও করেছে। ওকে কালকের ম্যাচে খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে। দেখা যাক কী হয় শেষপর্যন্ত।'

এদিকে, দলের সঙ্গে হায়দরাবাদের অধিনায়ক মহম্মদ সিরাজ না এলেও রয়েছেন দলের মেন্টর ওয়াসিম জাফর।

ব্রাজিল নেবে প্রায় ৪০ কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : পরপর তিনটি হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। এক বিদেশি সংবাদমাধ্যমের খবর, শুধু ব্রাজিলকে আনতেই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে দিতে হচ্ছে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ কোটি টাকা। মোট খরচ ৫০ কোটি টাকা। যার সিংহভাগই অ্যাপিয়ারেন্স ফি হিসাবে নিয়ে যাবে ব্রাজিল। উরুগুয়েকে দিতে হবে ১২.৫ কোটি ও পানামাকে ৫.৫ কোটি। তিন ম্যাচ মিলিয়ে মোট ৮০ থেকে ৯০ কোটি টাকা খরচ। যে টাকা তোলা নিয়ে ইতিমধ্যেই খানিকটা হলেও সমস্যার মধ্যে ফেডারেশন। যদিও সকলেই আশাবাদী আগামী ২৫ অক্টোবর পানামার বিপক্ষে খেলবে ভারত। এই ম্যাচ বেঙ্গালুরুর শ্রীকান্তিরাভা স্টেডিয়ামে হলেও বাকি দুই ম্যাচই কলকাতায়। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এই দুই ম্যাচের জন্য নতুন করে পরিকাঠামোর কাজ চলছে। আপাতত খালিদ জামিলের দল পানামা ম্যাচের জন্য শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে বেঙ্গালুরুতে। ২৫ তারিখ প্রথম ম্যাচ খেলবে নামছে দুই দল।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে রোহন ওরাওঁ। ছবি : শুভজিৎ দত্ত

জোড়া গোল অনুজের

নাগরাকাটা, ২২ সেপ্টেম্বর : সুলকাপাড়ার খয়েরবাড়ি ন্যাশনাল ক্লাবের ফুটবলে মঙ্গলবার জেকেসি খান ভাই ৪-০ গোলে টন্ডু এফসি-কে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন অনুজ ওরাওঁ। জেকেসি-র বাকি গোল দুইটি রাজীব ওরাওঁ ও ম্যাচের সেরা রোহন ওরাওঁয়ের।

ফাইনালে শিলিগুড়ি, ফালাকাটা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃ কলেজ ফুটবলে ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি কলেজ ও ফালাকাটা কলেজ। ফাইনাল বুধবার। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে শিলিগুড়ি ৪-০ গোলে বিরসা মুন্ডা কলেজকে হারিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে জোড়া গোল করেন রোহিল রাই। শিলিগুড়ির বাকি গোল দুইটি ত্রিদীপ রায় ও চন্দন রায়ের।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ফালাকাটা ৪-১ গোলে জলপাইগুড়ির আনন্দ চন্দ্র কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায়। কল্যাণজিৎ রায় জোড়া গোল করেন। ফালাকাটার বাকি গোল দুইটি মিগ রসাইলি ও অনিমেষ রায়ের। আনন্দ চন্দ্র কলেজের গোলস্কোরার প্রীতম সিংহ।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন হেমন্ত বর্মন।

সেমিতে নিশিগঞ্জ

মাথাভাঙ্গা, ২২ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল নিশিগঞ্জ ফুটবল কোচিং ক্যাম্প। মঙ্গলবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩-১ গোলে মাথাভাঙ্গা পিওয়াইএ-কে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা হেমন্ত বর্মন। নিশিগঞ্জের অন্য গোলটি শিবা বর্মনের। পিওয়াইএ-র গোলস্কোরার রোহিত শর্মা। বুধবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে হাজরাহাট যুব সংঘ ও মাথাভাঙ্গা একাদশ। *ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা*

রিচার সঙ্গে জাতীয় সংগীত গাইলেন মা-বাবাও
-খবর এগারোর পাতায়

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা লক্ষ্মী কান্ত বাউরি - কে

05.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 39B 81537 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি সেইসব সাধারণ মানুষের জন্য একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে যাদের আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন কিন্তু কোনো উৎস নেই। আমাকে এই মহান সাহায্যের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উত্তরের খেলা

ফাইনালে ভাই ভাই

ক্রান্তি, ২২ সেপ্টেম্বর : নতুন হাট কালাম যুব সংঘের মহম্মদ মীর হামিদুর রশিদ ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠল গুলমার ভাই ভাই এফসি। ফাইনাল শনিবার। মঙ্গলবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভাই ভাই টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে ফুলবাড়ি স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। ম্যাচের সেরা বাপন রায়।

ব্রোঞ্জ পুষ্করিণীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : পাটনার পাটলিপুত্র স্পোর্টস কমপ্লেক্সে তিনদিনের পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স মিট মঙ্গলবার শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে শিলিগুড়ির পুষ্করিণী বর্মন ব্রোঞ্জ জিতেছে। অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের হাই জাম্পে সে ১.৪৫ মিটার লাফিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

পাটনায় ব্রোঞ্জ জিতে পদক গলায় পুষ্করিণী বর্মন।